আর্য্য-গৌরব-স্মরণেচ্ছু, শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ, সুপণ্ডিত

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু এম, এ,

মহোদয়ের হস্তে

আর্য্য-কীর্ত্তি

সাদরে সমর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

বৈদেশিক সভ্যতা-স্রোতে আমাদের সমাজে অনেক বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক রীতি নীতি আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাঠশালার ছেলেরা এখন বিদেশের কথা ও বিদেশী লোকের জীবন-চরিত পড়িয়াই নীতি শিক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের কোমল হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষণা বা স্বজাতি-প্রেমের আবির্ভাব হয় না। বালককাল হইতে বিদেশের কথা পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয় এমন বিকৃত হইয়া যায় যে, স্বদেশের বিষয় একবারও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আপনাদের দেশে যে, অনেক মহৎ ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মত্যাগ, তাঁহাদের পরোপকার, তাঁহাদের হিতৈষিতা যে, অনন্ত কাল জীবলোককে গভীর ভাবের উপদেশ দিতেছে, ইহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। বিদেশী ভাবে বিদেশের কাহিনীতে জড়িত হইয়া, তিনি সর্ব্বাংশে বৈদেশিক হইয়া পড়েন। স্বদেশের দুঃখে—স্বদেশের বেদনায় তাঁহার মনে দুঃখ বা বেদনার আবির্ভাব হয় না। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আর্য্য-কীর্ত্তি প্রকাশিত হইল। ইহাতে ক্রমশঃ হিন্দু আর্য্যগণের কীর্ত্তি-কলাপের কাহিনী বিবৃত হইবে। অল্প মূল্যে খণ্ডে খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এতদ্দ্বারা পাঠকের হৃদয়ে যদি অণুমাত্রও স্বদেশহিতৈষিতা ও আত্মাদরের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ, ১২৯০।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

বিষয়।

আর্য্যকীর্ত্তি।

কুম্ভ।

রাজস্থানের মিবার-ভূমি যথার্থ বীরকুল-প্রসবিনী। মিবারের রাণা কুম্ভ যথার্থ বীরপুরুষ। শত্রুর রাজ্যে যে কোন প্রকারে বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দেওয়াই প্রকৃত বীরত্বের লক্ষণ নহে, দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া যেখানে সেখানে তরবারি আস্ফালন করাও প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় নহে, ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের স্বাধীনতা হরণ করাও প্রকৃত বীরত্বের চিহ্ন নহে। যখন দেখিব, কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তি একটি বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া গোপনে নিরস্ত্র বিপক্ষকে সংহার করিতেছে, অসময়ে অতর্কিতভাবে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সর্ব্বত্র ভয় ও আতঙ্কের রাজ্য বিস্তারে উদ্যত হইতেছে, ন্যায়ের গভীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া অনবরত নর-শোণিত-স্রোতে চারি দিক রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে, তখন আমরা তাহাকে প্রকৃত বীরপুরুষ না বলিয়া গোঁয়ার বা ক্রূর, সাধুজনের এই বিগর্হিত বিশেষণে বিশেষিত করিব। প্রকৃত বীরপুরুষ কখন এমন হীনতা দেখাইতে অগ্র-

সর হন না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা উচ্চভাবে পূর্ণ থাকে। তিনি যুদ্ধস্থলে যেমন বীরত্বের পরিচয় দেন, অন্য সময়ে তেমনি কোমলতা দেখাইয়া সকলকে সম্প্রীত করিতে থাকেন। কিছুতেই তাঁহার সাধনা বিচলিত হয় না, এবং কিছুতেই তাঁহার মহত্ত্ব পার্থিব হীনতার পঙ্কে ডুবিয়া যায় না। ঘোরতর বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হইলেও, আপনার অভীষ্টসাধন জন্য তিনি কখনও ন্যায় ও ধর্ম্মের অবমাননা করেন না, প্রকৃত বীরপুরুষ সর্ব্বদা সংযতভাবে আপনার পবিত্রশুদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে তৎপর থাকেন। মিবারের রাজপুতগণ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন। ইহাঁরা যে বীরত্ব ও মনস্বিতা দেখাইয়া গিয়াছেন, দুর্দ্দান্ত পাঠান, জিগীষু মোগল, বা রাজ্য-লোলুপ ইঙ্গ্রেজ-সেনাপতি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। সাহাবুদ্দীন গোরী চাতুরী অবলম্বন না করিলে, বোধ হয় সহসা দৃষদ্বতী নদীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিত না; আকবর শাহ গভীর নিশীথে গোপনে পরাক্রান্ত জয়মল্লকে হত্যা না করিলে, বোধ হয় চিতোর রাজ্য সহসা মোগলের হস্তগত হইত না, এবং চিতোরের স[illegible]স্র লাবণ্যবতী ললনা অনল-কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিত [illegible] ক্লাইব গোপনে মিরজাফর ও জগৎশেঠদিগকে আ[illegible]ক না আনিলে, বোধ হয়, সহসা পলাশীর যুদ্ধে সা[illegible]ঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির পদা[illegible]হইত না, কাপ্তেন নিকল্‌সন্ ও কাপ্তেন লরেন্স্ ষড়যন্ত্র [illegible] করিলে, বোধ হয়, সহসা মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্যে ব্রি[illegible]শ-পতাকা উড়িত না। ভারতবর্ষে অনেক বীরপুরুষ আপনাদের বীরত্ব এইরূপ

কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতের বীরত্বে কখনও এক বিন্দু কলঙ্কের ছায়াপাত হয় নাই। রাজপুত-বীর সর্ব্বদা অকলঙ্কিতভাবে আপনার অতুল্য বীরত্ব-কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা, আত্ম-সম্মান ও বিশ্বস্ততা রাজপুত-বীরের সমুদয় ধর্ম্মের ভিত্তি। এক জন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা গুরুতর পাপ কি? সে তখনি উত্তর করিবে যে, "গুণচোর" ও "সৎচোর" হওয়াই সকলের অপেক্ষা গুরুতর পাপ। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির নাম "গুণচোর" আর অবিশ্বস্তের নাম "সৎচোর।" যে গুণচোর ও সৎচোর হয়, রাজপুতের মতে সে অনন্ত কাল যম-রাজ্যে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। আমরা মিবারের এইরূপ বীরপুরুষের পবিত্র চরিত্রের কথা বলিব। বীরত্বের রুদ্র মূর্ত্তি ও মাধুর্য্যের কমনীয় কান্তি, কিরূপে একাধারে অবস্থিতি করে, তাহা এই কথায় জানা যাইবে।

প্রথমে রাণা কুম্ভের পবিত্র চরিত্রের উজ্জ্বলতার পরিচয় দিব। কুম্ভ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাহস, পরাক্রম ও শাসন-দক্ষতায় এই ক্ষত্রিয় বীর মিবারের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুম্ভ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর মিবারের সিংহাসনে থাকিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তিনি চিরকাল শান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহাকে একটি পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। খিলজীবংশীয় রাজাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া আসিলে, কয়েকটি মুসলমান-রাজ্য দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হয়। এই সকলের মধ্যে

এবং এইরূপ তেজস্বিতার বলে আপনার বীরত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দিমস্থিনিস্ অদ্বিতীয় বাগ্মী না হইতে পারেন, বাল্মীকি অদ্বিতীয় কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ না করিতে পারেন, হাউয়ার্ড অদ্বিতীয় হিতৈষী বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত না হইতে পারেন, কিন্তু রায়মল্ল তেজস্বীদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়। রায়মল্লের ন্যায় কেহই আপনার লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইতে পারেন নাই, এবং রায়মল্লের ন্যায় কেহই পাপের রাজ্যে পুণ্যের আলোক ছড়াইয়া আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। জগতের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত আর কোন স্থলে এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে অক্ষম রহিয়াছে। রোমের ব্রুতস অপরাধী পুত্রকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া জগতের সমক্ষে স্বার্থত্যাগ ও ন্যায়-বুদ্ধির মহান্ ভাব দেখাইয়াছেন, মিবারের রায়মল্ল অপরাধী পুত্রের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়া ইহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

চারি শত বৎসরের কিছু অধিক কাল হইল, বীরভূমি রাজপুতনার একটি লাবণ্যবতী অপূর্ণযুবতী অশ্বারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। অশ্বারোহিণীর যুদ্ধবেশ, এই বেশে বালিকা অকুতোভয়ে তীব্রবেগে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। বালিকার সে সময়ের ভীষণ ও মধুর মূর্ত্তি চারি দিকে একটি অপূর্ব্ব প্রভাব বিকাশ করিতেছিল। দূর হইতে একটি ক্ষত্রিয় যুবক এই মোহিনী কান্তি দেখিতে পাইলেন। এই যুবকও অশ্বারূঢ় ও যুদ্ধবেশধারী। মধুরে মধুরে মিলন হইল। অপূর্ব্ব ভীষণ ভাবের সহিত ভীষণতা মিশিয়া গেল। অশ্বারূঢ় যুবক অশ্বারোহিণীর অনুপম লাবণ্যরাশি, ইহার উপর অপূর্ব্ব অশ্বচালনা-

কৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এই স্থির সৌদামিনী, যুবকের হৃদয়ে আশা নিরাশার তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত করিল। যুবক ইহার ঘাতপ্রতিঘাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। পাঠক! ইহা উপন্যাসের ভূমিকা নহে। লীলাময়ী কল্পনার অপূর্ব্ব কাহিনী নহে। ইহা ইতিহাসের কথা। এই যুবক কে? মিবারের ক্ষত্রকুল-সূর্য্য মহারাজ রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল। আর বিদ্যুৎ-চঞ্চল অশ্বের আরোহিণী কে? টোডার অধিপতি রাও সুরতনের কন্যা—তারাবাই। বাপ্পারাওর বংশধর আজ এই যুদ্ধ-বেশ-ধারিণী লাবণ্যময়ী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির লাবণ্য-সাগরে মগ্ন হইলেন।

মহারাজাধিরাজ রায়মল্লের পুত্র তারাবাইর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেও রাও সুরতন সহসা তাহার আশা ফলবতী করিলেন না। বীর-ভূমি রাজপুতনা বাঙ্গালা দেশ নহে। রাজপুত-বীর বাঙ্গালীর ন্যায় পাত্র খুঁজিয়া বেড়ান না। এখনকার বাঙ্গালীর ন্যায় ধনশালীর জড়পিণ্ডবৎ অকর্ম্মণ্য পুত্র বা বি, এ, এম্, এ, উপাধিধারী বিলাসী যুবক পাইলেই রাজপুত-বীর আহ্লাদে গলিয়া যায় না। লিল্লা নামে এক জন দুরন্ত পাঠান রাও সুরতনকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া টোডা অধিকার করিয়াছিল। সুরতন নিষ্কাশিত হইয়া কন্যারত্নের সহিত মিবাররাজ্যের অন্তর্গত বেদনোরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সুরতনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি বাহুবলে টোডা অধিকার করিতে পারিবেন, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—তারাবাই তাঁহারই করে সমর্পিত হইবেন। এ প্রতিজ্ঞা রাজপুতের উপযুক্ত। যাঁহারা বসুন্ধরাকে বীরভোগ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন, এ প্রতিজ্ঞা-বাক্য সেই বীরপুরুষদের মুখেই শোভা পায়।

জয়মল্ল রাও সুরতনের দুহিতা-রত্নের অভিলাষী হইয়া টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন; পাঠানের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু জয়মল্ল সুরতনের কথা রাখিতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পাঠানের পরাক্রমে পরাভূত হইলেও রাজপুত-কলঙ্কের হৃদয়ে কালিমার সঞ্চার হইল না। শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধ-স্থলে দেহ ত্যাগ করা তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে তারার মোহিনী মূর্ত্তি জাগিয়াছিল, তিনি পরাজিত হইলেও অম্লানভাবে বেদনোরে আসিয়া অবৈধরূপে সেই লাবণ্যময়ী ললনাকে অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। এ অপমান রাও সুরতন সহিতে পারিলেন না। রাজপুতের হৃদয় উত্তেজিত হইল। এ উত্তেজনা অমনি অমনি তিরোহিত হইল না। রাও সুরতন জয়মল্লকে হত্যা করিয়া আপনার বংশের সম্মান রক্ষা করিলেন। রাজপুতের অসি রাজপুত-কলঙ্কের শোণিতে রঞ্জিত হইল।

ক্রমে মিবারে এ সংবাদ পঁহুছিল। ক্রমে মিবারের গৃহে গৃহে এ সংবাদ লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। এ ভয়ানক সংবাদ মহারাজ রায়মল্লকে শুনাইবে কে? বাপ্পারাওর সন্তানের শোণিতে রাও সুরতনের হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাকে আজ রক্ষা করিবে কে? সকলেই ভাবিতে লাগিল, আর সুরতনের পরিত্রাণ নাই। রায়মল্লের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ সহোদরের পরাক্রমে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, দ্বিতীয় পুত্র ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত পিতার আদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, কেবল এক জয়মল্লই পিতার হৃদয়-রঞ্জন ছিলেন। আজ সেই হৃদয়-

রঞ্জন কুসুম বৃন্তচ্যুত হইল। হায়! আজ নিদারুণ শোকের আঘাতে রায়মল্ল অধীর হইবেন। তাঁহাকে সুস্থির করিবে কে? মিবারের রাজপুতেরা ইহা ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইল. কথা আর দীর্ঘকাল গোপনে রহিল না, মহারাজ রায়মল্লের কানে গেল। রায়মল্ল ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার ধীরতার ব্যতিক্রম হইল, অকস্মাৎ তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রাণাধিক পুত্রের শোচনীয় পরিণামে তিনি কাতর হইলেন না। রায়মল্ল অকাতরে বজ্রগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "যে কুলাঙ্গার পুত্র পিতার সম্মান এইরূপে নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহার এইরূপ শাস্তিই প্রার্থনীয়। সুরতন কুলাঙ্গারকে সমুচিত শাস্তি দিয়া ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন।" মহারাজ রায়মল্ল ইহা কহিয়া পুত্র হন্তা রাও সুরতনকে ক্ষত্রিয়-কুলোচিত পুরস্কার স্বরূপ বেদনোর রাজ্য সমর্পণ করিলেন।

প্রকৃত বীরের চরিত্র এইরূপ উচ্চ ভাবে পূর্ণ। প্রকৃত বীর এইরূপ মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতায় অলঙ্কৃত। এই মহাপ্রাণতা ও এই তেজস্বিতার সমুচিত সম্মান করিতে পারেন, আজ এই বিশাল ভারতে এমন কয়টি প্রকৃত কবি বা প্রকৃত ঐতিহাসিক আছেন? আর কি চারণগণ অতীত গৌরবের গীতি গাইয়া চির-নিদ্রিত ভারতকে জাগাইবে না?

বীরবালক ও বীররমণী।

১৭৫৬ অব্দে পরাক্রান্ত মোগল-সম্রাট্ আকবর শাহ যখন চিতোর নগর আক্রমণ করেন, স্বাধীনতাপ্রিয় বীরগণ যখন গরীয়সী জন্মভূমির জন্য অকাতরে রণভূমির ক্রোড়শায়ী হন, রাজপুতকুল-গৌরব জয়মল্ল যখন শত্রুর হস্তে নিহত হন, ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্ত যখন অসীম উৎসাহে স্বাধীনতার জয়-পতাকা উড়াইয়া শত্রুর সম্মুখে আইসেন, তখন বীরভূমি চিতোরের তিনটি বীরাঙ্গনা স্বদেশের জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কোমল দেহে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া মোগল-সেনার গতি প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই ললনাত্রয় শত্রু-নিপীড়িত রাজস্থানের প্রকৃত বীরাঙ্গনা, স্বাধীনতার জ্বলন্ত মূর্ত্তি, আত্মত্যাগের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

পরাক্রান্ত জয়মল্ল স্বর্গে গিয়াছেন। অন্যায় সমরে পুরুষ-সিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। বীরভূমি বীরশূন্য হইয়াছে। চিতোর রক্ষা করিবে কে? দুর্দ্দান্ত মোগল দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বাধা দিবে কে? স্বাধীনতার লীলাভূমি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছে, এ দুর্ব্বহ নিগড় ভাঙ্গিবে কে? বীরভূমি আজ হতাশ ও হতোদ্যম। এই সময়ে একটি বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। জয়মল্ল জন্মের মত চিতোর হইতে বিদায় লইয়াছেন, তাহার অভাবে চিতোর শূন্য হইয়াছে; পুত্ত এই শূন্য স্থান

পূরণ করিলেন। পুত্তের বয়স ১৬ বৎসর। বয়সে তিনি বালক, কিন্তু সাহসে, বিক্রমে ও ক্ষমতায় তিনি বর্ষীয়ান্ পুরুষ। পুত্ত মাতার নিকট বিদায় লইলেন। কর্ম্মদেবী আশ্বস্ত হৃদয়ে প্রিয়তম পুত্রকে যুদ্ধ-স্থলে যাইতে কহিলেন। পুত্ত প্রিয়তমার নিকটে গেলেন, কমলাবতী প্রফুল্লহৃদয়ে প্রাণাধিক স্বামীকে বিদায় দিলেন, ভগিনী কর্ণবতী জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত সহোদরকে উত্তেজিত করিলেন। ষোড়শবর্ষীয় বালক—চিতোরের অদ্বিতীয় বীর, জন্মের মত বিদায় লইয়া অসীম উৎসাহে পবিত্র কার্য্য সাধনের জন্য পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। মোগল-সেনা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। আকবর এক ভাগের সেনাপতি হইয়াছিলেন। অন্য ভাগ আর এক জন বিচক্ষণ যোদ্ধার অধীনে ছিল, দ্বিতীয় দলের সহিত পুত্তের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সম্রাট্ অপর দিক হইতে পুত্তকে বাধা দিবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

বেলা দুই প্রহর। এই সময়ে সহসা আকবরের সৈন্য যুদ্ধস্থলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, তাহারা পুত্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা তাহাদের গতি রোধ হইল। সম্মুখ সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম, গিরিবর্ত্মের পুরোভাগে দুই একটি শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। এই বৃক্ষের পশ্চাদ্ভাগ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া মোগল-সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। মোগলেরা স্তম্ভিত হইল। এদিকে অনবরত গুলি আসিতেছিল, অনবরত গুলির আঘাতে সৈন্যগণ রণভূমির ক্রোড়শায়ী হইতেছিল। আকবর সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনটি বীরাঙ্গনা গিরিবর্ত্ম আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। একটি বর্ষীয়সী,

আর দুইটি ঈষৎ উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় অপূর্ণযুবতী। তিনটিই অশ্বে আরূঢ়, তিনটিই দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত এবং তিনটিই শস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। মধুরতার সহিত ভীষণতার এইরূপ সংমিশ্রণ দেখিয়া আকবরের হৃদয় বিচলিত হইল। এই তিনটি বীরাঙ্গনার পরাক্রমে তাঁহার অসংখ্য সৈন্যের গতি রোধ হইয়াছে, ইহাদের অব্যর্থ সন্ধানে বহু সৈন্য রণস্থলে দেহত্যাগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট ক্ষোভে, লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

এ দিকে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, তুমুল যুদ্ধে কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী আপনাদের লোকাতীত পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন। ষোড়শবর্ষীয় পুত্র—স্নেহের একমাত্র অবলম্বন, প্রবল শত্রুর সহিত একাকী যুদ্ধ করিবে, ইহা কর্ম্মদেবী স্থিরচিত্তে দেখিতে পারেন না, প্রিয়তম স্বামী—পবিত্র প্রেমের অদ্বিতীয় আস্পদ, একাকী মোগল-শস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, একাকী গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণ ত্যাগ করিবে, ইহা কমলাবতী প্রাণ থাকিতে সহিতে পারেন না, ভালবাসার ও প্রীতির আশ্রয়ভূমি সহোদর পবিত্র কার্য্যের জন্য দেহ ত্যাগ করিবে, দুরন্ত শত্রু স্বদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইবে, ইহা কর্ণবতী নীরবে দেখিতে পারেন না। পুত্ত মোগলসৈন্যের এক দল আক্রমণ করিয়াছেন, আকবর আর এক দল লইয়া পুত্তের বিরুদ্ধে যাইতেছেন; কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী, হঠাৎ এই সৈন্যের গতি রোধ করিলেন, তুচ্ছ প্রাণের মমতা ছাড়িয়া কোমল দেহে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, পবিত্র দেশের পবিত্র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত্রুর ব্যূহভেদে দণ্ডায়মান হইলেন।

এক দিকে ষোড়শবর্ষীয় পুত্র, আর এক দিকে তাঁহার বর্ষীয়সী জননী এবং অপূর্ণবয়স্কা প্রণয়িনী ও সহোদরা। চিতোরের বীর্য্য-বহ্নির এই তিনটি অত্যুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ দিল্লীর সম্রাটের অসংখ্য সৈন্য ছারখার করিতে উদ্যত। এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের অনন্ত মহিমা আজ কে বুঝিবে? ভারত আজ নির্জীব, ভারত আজ বীরত্ব-রহিত, ভারত আজ জাতীয় জীবন-শূন্য। ভারত আজ এ বীরবালক ও বীরাঙ্গনার পবিত্র বীরত্বের পূজা করিবে কি?

ঝটিকা বহিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনটি বীরাঙ্গনার গুলির আঘাতে মোগলসৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনাত্রয় দুরন্ত শত্রুর গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ইঁহাদের অস্ত্র-চালনায় অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। আকবর প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি এই তিন বীরাঙ্গনার বীরত্বে স্তম্ভিত ও মোহিত হইলেন। এই বীরত্বের যথোচিত সম্মান করিতে তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে এই বীরাঙ্গনা তিনটিকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে বহু অর্থ পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। কিন্তু সকলে যুদ্ধে উন্মত্ত, সম্রাটের এ কথায় কোন ফল হইল না। মোগলেরা জ্ঞানশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিনটি বীর-রমণী অসীম সাহসে তাঁহাদের আক্রমণে বাধা দিতে লাগি-লেন। সহসা কর্ণবতীর শরীর অবশ হইল, সহসা কর্ণবতী বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ভূতলে ঢলিয়া পড়িলেন। কর্ম্ম-

দেবীর দৃক্‌পাত নাই, প্রাণাধিক দুহিতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া তিনি কাতর হইলেন না,—অকাতরে অবিচলিত হৃদয়ে তিনি শত্রু-পক্ষের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে একটি গোলা আসিয়া কমলাবতীর বাম হস্তে প্রবেশ করিল। ভীষণ আঘাতে কমলাবতী প্রথম টলিলেন না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া শত্রুর সৈন্য নষ্ট করিতে লাগিলেন। মোগলেরা উন্মত্ত, গোলার উপর গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। যখন কমলাবতী ও কর্ম্মদেবী, উভয়েই ভূতলশায়িনী হইলেন, তখন পুত্ত সম্রাটের সৈন্য পরাজয় করিয়া গিরিবর্ত্মের নিকট আসিলেন। তাহার আরাধ্যা জননী, প্রিয়তমা, প্রণয়িনী ও প্রাণাধিকা সহোদরার দেহ পবিত্র যুদ্ধ-স্থলে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। পুত্ত ইহা দেখিলেন, দেখিয়া দুরন্ত মোগল-সৈন্যের অনেককে নষ্ট করিলেন। এ দিকে কমলাবতী ও কর্ম্মদেবীর বাক্‌রোধ হইয়া আসিতেছিল। পুত্ত বাহু প্রসারিয়া ইহাঁদিগকে তুলিয়া লইলেন। কমলাবতী ধীরভাবে প্রাণকান্তের দিকে চাহিলেন, ধীরভাবে পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী প্রাণেশ্বরের বাহুমূলে মাথা রাখিয়া অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্মদেবী প্রিয়তম পুত্রকে আবার যুদ্ধ করিতে কহিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাহাদের সহিত স্বর্গে আসিতে অনুরোধ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। পুত্ত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভীষণ "হর হর" রবে শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহু ক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া ষোড়শবর্ষীয় বীর জন্মভূমির ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন। পুত্তের দেহ তদীয় প্রণয়িনীর

সহিত এক চিতায় দগ্ধ করা হইল। কর্ম্মদেবী ও কর্ণবতীর দেহ আর এক চিতায় শায়িত হইল। ইঁহারা অমর-লোকে গমন করিলেন। ভূলোকে ইঁহাদের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয় অক্ষরে লেখা রহিল।

বীর-ধাত্রী।

মিবারের বীর-ধাত্রীর অপূর্ব্ব কথা অলৌকিকভাবে পূর্ণ। এই ধাত্রী এক সময়ে আপনার মহাপ্রাণতা ও রাজভক্তি দেখাইয়া পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রাজপুত-কুলগৌরব পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। যিনি সাহসে অবিচলিত ও বীরত্বে অতুল্য ছিলেন, অস্ত্রাঘাতের আশীটি গৌরবসূচক চিহ্ন যাঁহার দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, যিনি বিধর্ম্মী যবনদিগের সহিত যুদ্ধে ভগ্নপাদ ও ছিন্নহস্ত হইয়াও আপনার বীরত্ব-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ পঞ্চ ভূতে মিশিয়া গিয়াছে। শত্রুর চক্রান্তজালে পড়িয়া পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। মিবা-রের অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। তাহার শিশু সন্তান আজ শত্রুর হস্তগত। ভবিষ্যৎ বিপদে অনভিজ্ঞ ছয় বৎসরের বালক নিশ্চিন্ত মনে আহার পানে পরি-তুষ্ট হইতেছে, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে, এ দিকে যে দুরন্ত শত্রু তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল অনভিজ্ঞ শিশু

তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। সংগ্রামসিংহের দাসী-পুত্র বনবীর মিবারের সিংহাসন অধিকারের আশায় এই কোমল কোরকটিকে বৃন্তচ্যুত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। এই ঘোর বিপদ হইতে আর পরাক্রান্ত সংগ্রাম-সিংহের শিশু সন্তান উদয়সিংহকে রক্ষা করিবে কে? বাপ্পা-রাওর পবিত্র বংশ নির্ম্মূল হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, এ বংশের আজ উদ্ধার করিবে কে? আজ একটি অসহায় রমণী এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতেছে; অনাথ বালক আজ একটি তেজস্বিনী ধাত্রীর আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতেছে। ধাত্রী পান্না আজ অশ্রুতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগবলে বাপ্পারাওর বংশধরকে জীবিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছে।

কি উপায়ে পান্না এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিল? কি উপায়ে পিতৃহীন সহায়হীন শিশু অক্ষত শরীরে রহিল? তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে উদয়সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে, এমন সময়ে এক জন ক্ষৌর-কার আসিয়া ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারির মধ্যে নিদ্রিত উদয়সিংহকে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া ক্ষৌরকারের হস্তে সমর্পণ করিল। বিশ্বস্ত ক্ষৌরকার সেই চাঙ্গারি লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে গেল এমন সময়ে বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি প্রসা-

বধ করিল। বনবীর উদয়সিংহ বোধে সেই ধাত্রী পুত্রেরই প্রাণ-সংহার করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে রাজবংশীয় কামিনী-গণের রোদন-ধ্বনির মধ্যে সেই ধাত্রীপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ধাত্রী নীরবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় শিশু সন্তানের প্রেতকৃত্য দেখিয়া ক্ষৌরকারের নিকট গমন করিল।

এইরূপে পান্না অবলীলাক্রমে অসঙ্কোচে আপনার হৃদয়রঞ্জন শিশু সন্তানকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাণা সংগ্রাম-সিংহের পুত্রের প্রাণ-রক্ষা করিল। যে রমণী চিতোরের জন্য, বাপ্পারাওর বংশরক্ষার নিমিত্ত, জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুত্তলী নয়নতারা সন্তানকে মৃত্যু-মুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কত দূর মহান্? যে রমণী হৃদয়-রঞ্জন কুসুম-কোরককে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও আপনার কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ না হয় তাহার হৃদয় কত দূর তেজস্বিতার পরিপোষক? আজ এই মহান স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সী তেজস্বিতার গৌরব বুঝিবে কে? বাঙ্গালী! তুমি ভীরু। প্রকৃত তেজস্বিতা আজও তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তুমি আজও প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষিতার মহান ভাব বুঝিতে পার নাই। তুমি পান্নাকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পার। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী ও যথার্থ হিতৈষী পুরুষ এই অসামান্যা ধাত্রীকে আর এক ভাবে চাহিয়া দেখিবে। এই অসাধারণ ভাব সাধারণের আয়ত্ত নয়। অসাধারণ লোকেই ইহার গৌরব বুঝিতে সমর্থ। হায়! আজ ভারতে এইরূপ অসাধারণ লোক কয়টি আছেন? প্রতি-ধ্বনি বিষন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কয়টি আছেন? ভারত আজ নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট। ভারত শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধ অথবা

কূর্ম্মের ন্যায় আজ আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। কে ইহার উত্তর দিবে? প্রতিধ্বনি আবার কহিতেছে, কে ইহার উত্তর দিবে?

প্রতাপসিংহের বীরত্ব।

আজ ১৬৩১ সংবতের ৭ই শ্রাবণ। আজ মিবারের রাজ-পুরুষগণ 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমির জন্য আপনাদের প্রাণ দিতে উদ্যত। সম্রাট্ আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম রাজা মানসিংহের সহিত মিবার অধিকার করিতে আসিয়াছেন। বিধর্ম্মী যবন, পবিত্র সূর্য্যবংশে কলঙ্কের কালিমা দিতে উদ্যত হইয়াছে, মিবারের বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আজ এই বংশ অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্যত। প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর আজ প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরব রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। চিরস্মরণীয় হলদিঘাটে চৌহান, রাঠোর, ঝালাকুলের বাইশ হাজার রাজপুত বীর একত্র হইয়াছে, প্রতাপসিংহ এই বাইশ হাজার রাজপুতের অধিনেতা হইয়া পরাক্রান্ত মোগল-সৈন্যের গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছেন।

হলদিঘাট একটি গিরিবর্ত্ম। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, প্রায় সকল দিকেই সমুন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই স্থান পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। প্রতাপ

সিংহ এক গিরিবর্ত্ম আশ্রয় করিয়া আকবর-তনয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। হলদিঘাটের যুদ্ধের দিন, রাজপুত বীরের অনন্ত উৎসবের দিন। রাজপুতগণ এই উৎসবে মাতিয়া আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং একে একে এই উৎসবে মাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। এই উৎসবে মহাবীর প্রতাপসিংহ সকলের আগে ছিলেন। তিনি প্রথমে আম্বের-রাজ মানসিংহের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু মানসিংহ দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে ছিলেন, প্রতাপ সে সৈন্য ভেদ করিতে পারিলেন না, মেঘ-গম্ভীর স্বরে মানসিংহকে কাপুরুষ, রাজপুত-কুলাঙ্গার বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপের এ তিরস্কারে কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর যুবরাজ সেলিম হস্তীতে আরোহণ করিয়া যে দিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন, প্রতাপ সেই দিকে অসি-চালনা করিলেন। এক এক আঘাতে সেলি-মের দেহ-রক্ষকগণ ভূমিশায়ী হইতে লাগিল। হস্তীর মাহুত প্রাণ ত্যাগ করিল। প্রতাপ নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগি-লেন। তিনি তিন বার মোগল-সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। তিন বার তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। রাজপুত-গণ আপনাদের প্রাণ দিয়া তাঁহাকে তিন বার এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। রাণার প্রাণরক্ষার জন্য তাহারা আত্মপ্রাণ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার শরীরে এক স্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বড়শার আঘাত, এবং তিন স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি এইরূপে সাত স্থানে আহত হইয়াছিলেন তথাপি উন্মত্ত ভাবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতগণ আবার তাঁহার উদ্ধা

রের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের অনেকে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। চৌহান, রাঠোর, ঝালা-কুলের প্রায় সকলেই গরীয়সী জন্মভূমির রক্ষার জন্য অসি হস্তে করিয়া অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল. প্রতাপকে উদ্ধার করা এ বার অসাধ্য বোধ হইল। দৈলবারার বীরমল্ল ইহা দেখিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার সৈন্য লইয়া প্রতাপের দিকে ধাবমান হইলেন। এ বার মোগলের ব্যূহ ভেদ হইল। প্রতাপসিংহ রক্ষা পাইলেন। কিন্তু বীরমল্ল ফিরিলেন না। প্রভুর জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণভূমির ক্রোড়-শায়ী হইলেন। প্রতাপ বীরমল্লের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেলবারা! আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিলেন।" আসন্ন-মৃত্যু দৈলবারা অস্পষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন, "রাজপুত বীরধর্ম্ম জানে। বিপৎকালে মহারাণাকে ত্যাগ করে না।" মোগল-সৈন্য রাজপুতের বিক্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুতের জয়লাভ হইল না। মোগল-সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় চারি দিকে ছাইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হটিল না। চৌদ্দ হাজার রাজপুতের শোণিতে হলদিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে হলদিঘাটের সমরের অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত হলদিঘাট রক্ষার্থ অম্লান-বদনে, অসঙ্কুচিত-চিত্তে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করে। হলদিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্ত কাল ঘোষিত হইবে। প্রতাপসিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্র-সমাজে

হৃদয়গত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্রতর হইয়া, অনন্তকাল অমর-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

প্রতাপসিংহ অনুচর-বিহীন হইয়া চৈতক নামে নীলবর্ণ তেজস্বী অশ্ব-আরোহণে রণস্থল ত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দার প্রতাপের পশ্চাতে ধাবিত হয়, তখন চৈতক লম্ফ প্রদানে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধ স্থলে আহত হইয়াছিল। আহত স্বামীকে লইয়া এই আহত বাহন চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ প্রতাপ পশ্চাতে অশ্বের পদ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শক্ত আসিতেছেন। শক্ত প্রতাপের শত্রু, তিনি ভ্রাতৃধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মোগলের সহিত মিশিয়াছিলেন। প্রতাপ এই ক্ষত্রকুলের কলঙ্ক সহোদরকে দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে অশ্ব স্থির করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। তিনি হলদিঘাটে জ্যেষ্ঠের অলৌকিক সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়াছিলেন, স্বদেশীয়গণের স্বদেশ-হিতৈষিতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে তাহার মনে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এখন আর ক্ষত্রিয় শোণিত অপবিত্র না করিয়া সজলনয়নে জ্যেষ্ঠের পদানত হইলেন। প্রতাপ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। বহু দিনের শত্রুতা অন্তর্হিত হইল। প্রতাপ প্রগাঢ় স্নেহে কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন করিলেন। এখন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া মিবারের বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এ দিকে পথে চৈতকের প্রাণ

বিয়োগ হয়। প্রিয়তম বাহনের স্মরণার্থ প্রতাপ এই স্থলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আজ পর্য্যন্ত এই স্থান "চৈতক্‌কা চবুতর্" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হলদিঘাট মিবারের গৌরব-স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিত-স্রোতে প্রক্ষালিত হয়। এ দিকে সেলিম বিজয়ী হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কমলমীর ও উদয়পুর শত্রুর হস্তে পতিত হইল, প্রতাপ সন্তানবর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া, অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর আসিতে লাগিল, তথাপি প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না। প্রতি নূতন বৎসর নূতন নূতন কষ্ট সঙ্গে করিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপ অটল রহিলেন, মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন না। ক্রমে মিবারের আকাশ অধিক অন্ধকারময় হইতে লাগিল, ক্রমে পরাক্রান্ত শত্রু অনেক স্থানে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিল, তথাপি প্রতাপ অটল রহিলেন, বাপ্পারাওর শোণিত কলঙ্কিত করিলেন না। এই সময় প্রতাপসিংহ এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, একদা বিশ্বাসী ভিলগণ তাঁহার পরিবারবর্গকে একটি নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া আহার দিয়া, তাহাদের প্রাণ রক্ষা করে।

প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্মচারী ঈদৃশী দেশ-হিতৈষণায় বিমোহিত হইয়া, প্রতাপকে সম্বোধন

পূর্ব্বক এই ভাবে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, "পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের সমুদয় রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী শত্রু-রও প্রশংসাভাজন হইয়া, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানদিগের কষ্ট এক এক সময় তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি পাঁচ বার খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরি-ত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়নপর হন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ মলনামক ঘাসের বীজ দ্বারা কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। এই খাদ্যের একাংশ সকলে সেই সময় ভোজন করিয়া, অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। প্রতাপের একটি দুহিতা এই অবশিষ্ট রুটীখানি খাইতেছিল, এমন সময়ে একটি বন্য বিড়াল তাহার হস্ত হইতে সেই রুটী কাড়িয়া লয়। বালিকা কাঁদিয়া উঠে, প্রতাপ অদূরে অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া, আপনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, দুহিতার রোদনে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটীখানি অপহৃত হইতেছে। বালিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতেছে। প্রতাপ অম্লানবদনে হলদিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত স্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লান-বদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মান-রক্ষার্থ আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লান-বদনে রাজপুত বংশের গৌরব-রক্ষার জন্য রণস্থলবর্ত্তিনী করাল সংহার-মূর্ত্তির বিভী-

বিকায় দৃক্‌পাত না করিয়া কহিয়াছিলেন, "এই ভাবে দেহ বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু এক্ষণে তিনি স্থিরচিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ বালিকাকে কাতর স্বরে কাঁদিতে দেখিয়া, তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল, যেন শত শত কাল ভুজঙ্গ আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল. প্রতাপ আর যাতনা সহিতে পারিলেন না, আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য আকবরের নিকট আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে আকবর নগর মধ্যে মহোল্লাসে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। প্রতাপ আকবরের নিকট যে পত্র পাঠাইলেন, সেই পত্র পৃথ্বীরাজ দেখিতে পাইলেন। পৃথ্বীরাজ বিকানেরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বজাতি-হিতৈষিতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনত-মস্তক হইবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত দগ্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া, নিশ্চিন্ত ভাবে কয়েকটি কবিতা রচনা পূর্ব্বক, প্রতাপের নিকট পাঠাইলেন,—

"হিন্দুদিগের সমস্ত আশা ভরসা হিন্দুজাতির উপরেই নির্ভর করিতেছে। রাণা এখন সে সকল পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদের সর্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের সে সতীত্ব-গৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে, আকবর সকলকেই এই সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। আমাদের জাতির বাজারে আকবর এক জন ব্যবসায়ী, তিনি সকলই কিনিয়াছেন, কেবল

উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। সকলই হতাশ্বাস হইয়া নৌরোজার বাজারে আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশধরকে আজ পর্য্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এই অবলম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বাজারের এই ব্যবসায়ী কিছু চিরদিন জীবিত থাকিবে না, এক দিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অবসৃত হইবে। তখন আমাদের জাতির সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুত-বীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইবে। যাহাতে এই বীজ রক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে ইহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার সমুজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।"

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শত সহস্র রাজপুতের তুল্য বল-কারক হইল। ইহা প্রতাপের মুহ্যমান দেহে জীবনী শক্তি দিল, এবং তাহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের গৌরবকর মহৎ কার্য্য সাধনে সমুত্তেজিত করিল। প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি স্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ কিছুতেই পর্ব্বত-কন্দরে থাকিতে পারিলেন না, মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া, সিন্ধু নদের তটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত ধন আনিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন।

এই সম্পত্তি এত ছিল যে, ইহা দ্বারা বার বৎসর পঁচিশ হাজার ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহসসহকারে অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্র হইল, প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া আরাবলী অতিক্রম করিলেন। মোগল-সেনাপতি শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে ছিলেন, প্রতাপ প্রবল বেগে আসিয়া মোগল-সেনা আক্রমণ করিলেন। দেওয়ীরের যুদ্ধে প্রতাপের জয়লাভ হইল। শাহবাজ পরাস্ত হইলেন। ক্রমে কমলমীর ও উদয়পুর হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। এই বিজয়-বার্ত্তা আকবর শুনিলেন। পরাক্রান্ত মোগল দশ বৎসর কাল যত অর্থ ব্যয় ও যত সৈন্য নষ্ট করিয়া মিবারের যে বিজয়-লক্ষ্মী অধিকার করিয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহ এক দেওয়ীরের যুদ্ধে তাহা আপনার করায়ত্ত করিলেন। ইহার পর মোগল-সৈন্য মিবারে আর উপস্থিত হইল না। প্রতাপের বিজয় লক্ষ্মী অটল থাকিল। কিন্তু এইরূপ বিজয়ী হইলেও প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বতশিখরে উঠিলেই তাহার নেত্র চিতোরের দুর্গপ্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত, অমনি তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। যে চিতোরে বাপ্পারাওর জীবিত-কাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে চিতোরের রাজপুত-কুল গৌরব সমর সিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ দমদ্বতী নদীর তীরে পৃথীরাজের সহিত দেহ-ত্যাগ করিতে সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলেন, যে চিতোরের বাদল, জয়মল্ল ও পুত্ত পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অম্লানবদনে—অমুক্ত-

হৃদয়ে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ সেই চিতোর শ্মশান, আজ সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈল-শ্রেণীর ন্যায় রহিয়াছে। প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তা—এইরূপ কল্পনায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অন্তর্দাহে প্রতাপ তরুণবয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া শীঘ্রই তাঁহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ ও তাঁহার সর্দারগণ পেশোলা হ্রদের তীরে আপনাদের দুর্গতির সময় ঝড় বৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ বীর তনয় অমর সিংহের প্রতি আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার অমর সিংহ নিরতিশয় সৌখীন যুবক, রাজ্যরক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহ্য হইবে না। পুত্রের বিলাস-প্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না। এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্ন-মৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতে লাগিল। এক জন সর্দার এই কষ্ট দেখিয়া প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বাহির হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে।" পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হয় ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ

নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।” সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন, “যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।” প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

এইরূপে ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে স্বদেশ-বৎসল প্রতাপ সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হইল। যদি মিবারের থিউকিদিদিস অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে “পেলপনিসসের সমর”* অথবা “দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন” † কখনও এই রাজপুতশ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুর ভাবে কীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা, অশ্রুত-

---

* গ্রীসের দুইটি নগর—স্পার্টা ও এথিনা। এথিনা পারস্যের সহিত যুদ্ধে বিশেষ গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা অসূয়-পরবশ হইয়া সমর-সজ্জার আয়োজন করে। ইহাতে স্পার্টার সহিত এথিনার তিনটি সংগ্রাম হয়। ইহাই “পেলপনিসসের যুদ্ধ” বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিউকিদিদিস এই মহাসমরের সবিস্তর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

† পারস্যের রাজা দ্বিতীয় দরায়ুস লোকান্তরগত হইলে, তাঁহার পুত্র অর্ত্তক্ষত্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্ত্তক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীকসৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হন। খৃঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কাইরস সমরে নিহত হইলে, গ্রীক-সেনাপতি জেনোফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশল সহকারে স্বদেশে

পূর্ব্ব অধ্যবসায় সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবলপরাক্রান্ত উন্নতাকাঙ্ক্ষ সহায়-সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এজন্য আজ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। যত দিন স্বদেশ-হিতৈষিতা রাজপুতের মনে অঙ্কিত থাকিবে, তত দিন প্রতাপ সিংহের এই দেব-ভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

প্রতাপ সিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুরন্ত যবন হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তৎসমুদয়ের বিবরণ চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে এই বৃত্তান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের এই বৃত্তান্ত বলিবার সময় রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনী মধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয় এবং নয়ন-জলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রতাপ সিংহের কার্য্যপরম্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্ত্বের বিষয়। কোন ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সর্ব্ব প্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হন নাই; কোনও ব্যক্তি স্বদেশহিতৈষণায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতারক্ষার্থ বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া প্রতাপের ন্যায় কষ্ট ভোগ করেন

প্রত্যাগত হন। ইহাই "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রীক-সেনাপতি ও ইতিহাস-লেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

নাই। আরাবলী পর্ব্বতমালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপ সিংহের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। চিরকাল এই গৌরব-স্তম্ভ উন্নত থাকিয়া, রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে। ভারত মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও ইহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অভ্রস্পর্শী শৃঙ্গপাতেও ইহা বিচূর্ণ হইবে না।

আত্ম-ত্যাগ।

আমরা ধীরে ধীরে মিবারের বীরপুরুষ ও বীর-রমণীর তেজস্বিতার জলন্ত দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বহু শতাব্দীর অত্যাচার অবিচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত ও আপনাদের জাতীয় গৌরবের অপ্রাধান্য প্রতিহত রাখিয়াছে? তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার হতসর্ব্বস্ব ও হতবীর হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ শত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া আপনার সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে নাই। মানবজাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য সহিয়া বিজেতার পদানত হয় নাই এবং বিজেতার

সহিত মিশিয়া আপনাদের জাতীয় গৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে ব্রিটনেরা বিজেতার সহিত একবারে মিশিয়া যায়। তাঁহাদের পবিত্র বৃক্ষের সম্মান, তাঁহাদের পবিত্র বেদীর মর্য্যাদা, তাঁহাদের পুরোহিত-(ড্রুইড্)-গণের প্রাধান্য সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই। তাহারা অনেক বার আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হইয়াছে,—কিন্তু কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম বা পবিত্র আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের অনেক রাজ্য পর-হস্ত-গত হইয়াছে, অনেক সৈন্য পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছে, অনেক বংশ অনন্ত কাল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে,—মিবার আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। এই বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি আপনার বিমুক্তির জন্য আত্ম-সম্মান বিনষ্ট করে নাই। মিবারের বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, স্বতন্ত্রতা রক্ষায় ঔদাসীন্য দেখান নাই, মিবারের বীররমণী সংগ্রাম-স্থলে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত হন নাই, মিবারের বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য পবিত্র রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই, মিবারের বীরধাত্রী স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশু পুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছেন, প্রভুর বংশ রক্ষায় পরাঙ্মুখ হয় নাই, মিবারের অধিপতি আপনার হৃদয়রঞ্জন তনয়ের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, ন্যায়ের

পবিত্র রাজ্যে পাপের কালিমা ছড়াইতে উদ্যত হন নাই; মিবারের কুলপুরোহিত রাজবংশের মঙ্গলের জন্য অম্লানবদনে স্বীয় হস্তে স্বীয় জীবন নষ্ট করিয়াছেন, আপনার মহৎ উদ্দেশ্য রক্ষায় কাতর হন নাই। ব্রিটিষ-ভূমি যাহা দেখাইতে পারে নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে।

কুলপুরোহিতের এই অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগের কথা অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বে পূর্ণ। যদি জগতে কোনরূপ নিঃস্বার্থপরতা থাকে, তাহা হইলে এই পুরোহিত তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি, যদি কোনরূপ উদার মহান্ ভাবের আশ্রয়-স্থান থাকে, তাহা হইলে তাহা এই পুরোহিতের হৃদয়। মিবার যথার্থ এ আত্ম-ত্যাগ-গরিমার লীলা-ভূমি। আর কোন ভূখণ্ড এ অংশে মিবারের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নিজের জীবন দিয়া পরের জীবন রক্ষা করা নিঃসন্দেহ অলৌকিক কাজ। মিবারের পুরোহিত এই অলৌকিক কাজ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এ নশ্বর জগতে, এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে, কাহারও সহিত এই "দান-বীরের" তুলনা সম্ভবে না।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একদা দুইটি রাজকুমার মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। যুবকদ্বয়ের মধ্যে আকৃতিগত কোনরূপ বৈষম্য নাই। উভয়ের দেহই বীরত্ব-ব্যঞ্জক। উভয়েই সুগঠিত, সুশ্রী ও যৌবন-সুলভ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। এই তেজস্বিতার প্রখর দীপ্তির সহিত একটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের শীতল আলোক উভয়ের মুখমণ্ডলেই বিকাশ পাইতেছিল। যুবকদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সদ্ভাব ছিল। দীর্ঘকাল উভয়েই প্রীতির আদান প্রদানে সুখানুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিবারের

মৃগয়া-ভূমিতে হঠাৎ এই সদ্ভাবের ব্যতিক্রম হইল, হঠাৎ প্রীতির স্থলে বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ করিল। যুবকদ্বয় কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। এই দুইটি তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর, মহারাণা উদয় সিংহের পুত্র। একটির নাম প্রতাপ সিংহ, অপরটির নাম শুক্ত। একটি অতুল্য বীরত্ব দেখাইয়া এবং চিরকাল স্বাধীনতার উপাসনা করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, অপরটি স্বদেশী স্বজাতির শোণিতে আপনার বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিতর্পণ করিয়াছেন। একটি জাতীয় গৌরবের জীবন্ত মূর্ত্তি, অপরটি জাতীয় কলঙ্কের আশ্রয়-ভূমি। আজ এই তেজস্বী ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বিরোধ ঘটিল। আজ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবার সূত্রপাত হইল। যে বীরত্ব ও তেজস্বিতা একত্র থাকিলে মিবারের গৌরব-সূর্য্য উজ্জ্বলতর হইতে পারিত, হায়! আজ তাহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার বল-ক্ষয় করিল।

প্রতাপ সিংহ মহারাণা উদয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং মিবারের গদি তাঁহারই হস্তগত হইয়াছিল। উদয় সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শুক্ত, ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তেজস্বিতা ও কঠোরতায় শুক্ত কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। একদা একখানি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আসিলে উহাতে ধার আছে কি না, জানিবার জন্য কতকগুলি মোটা সূতা একত্র ধরিয়া তরবারির আঘাতে উহা দ্বিখণ্ড করিবার প্রস্তাব হয়। শুক্ত নিকটে ছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে কহিয়া উঠিলেন, "যে তরবারি অতঃপর মাংস অস্থি ছেদন করিবে, সূতা কাটিয়া তাহার পরীক্ষা করা উচিত নহে।" শুক্ত ইহা কহিয়াই পূর্ব্বের

ন্যায় গম্ভীরভাবে তরবারি লইয়া নিজের অঙ্গুলিতে আঘাত করিলেন। আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। এই সময় শুক্তের বয়স পাঁচ বৎসর। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু যে সাহস ও তেজস্বিতা দেখাইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে সাহস ও তেজস্বিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহা শুক্তের হৃদয় হইতে দূর হয় নাই। প্রতাপ সিংহও কনিষ্ঠের উপর জাতক্রোধ ছিলেন। কিছুতেই এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ তিরোহিত হইল না। কিছুতেই আর পূর্ব্বতন সদ্ভাব ও প্রীতি আসিয়া উভয়কে একতা-সূত্রে বাঁধিতে পারিল না। ক্রমে এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ গাঢ়তর হইল, ক্রমে উভয়ে উভয়ের শোণিতপাতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। একদা প্রতাপ সিংহ চক্রাকার অস্ত্র-ক্রীড়া-ভূমিতে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। তাহার হস্তে শাণিত বড়শা দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি এই ক্রীড়া-ভূমিতে আপনার অস্ত্রচালনার কৌশলের পরিচয় দিতেছিলেন। এমন সময়ে শুক্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রতাপ গম্ভীর স্বরে বনিষ্ঠকে কহিলেন, "আজ এই ক্রীড়া-ভূমিতে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আমাদের বিবাদের মীমাংসা হইবে, আজ দেখিব, শাণিত বড়শা চালনায় কাহার অধিক ক্ষমতা আছে।" শুক্ত হটিলেন না, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আয়োজন হইলে তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি কি আরম্ভ করিবে?" অবিলম্বে উভয়ে বড়শা লইয়া উভয়ের সম্মুখীন হইলেন। মিবারের আশা-ভরসা-স্থল তেজস্বী বীরযুগলের জীবন আজ সংশয়-দোলায় আরোহণ করিল। ঠিক এই সময়ে উভয় ভ্রাতার মধ্যে একটি কমনীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব

হইল। সমাগত পুরুষ তেজস্বিতা ও মধুরতা উভয়েরই আশ্রয়-স্থল,—উভয়ই তাঁহার দেহ-লক্ষ্মীকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছিল। সাহসী পুরুষ ধীরভাবে বিরাট-পুরুষের ন্যায় যুদ্ধোদ্যত দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। এই মাধুর্য্যময় তেজস্বী পুরুষ মিবারের পবিত্র কুলের মঙ্গল-বিধাত্রী দেবতা। পবিত্র কুল-পুরোহিত আজ দুই ভাইর যুদ্ধ-নিবারণে উদ্যত, আজ দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুইয়ের জীবন-রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। পুরোহিত ধীরে গম্ভীর-স্বরে এই দুই ভাইকে কহিলেন, "এ ক্রীড়াভূমি, প্রকৃত যুদ্ধস্থল নহে। ভাই ভাই যুদ্ধ করা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। তোমাদের শাণিত বড়শা শত্রুর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক, তোমাদের তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিত-তরঙ্গিণীতে সন্তরণ করুক। বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিও না। মহাপুরুষ বাপ্পারাওর পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইও না। দেখিও, ভ্রাতার শোণিতে যেন ভ্রাতার পবিত্র অস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট না হয়।" কিন্তু পুরোহিতের এ কথায় কোন ফল হইল না। বীরযুগল উভয়ে উভয়ের জীবন-সংহারে সমুদ্যত হইলেন। শাণিত বড়শা পূর্ব্বের ন্যায় উভয়ের হস্তে দীপ্তি পাইতে লাগিল। পবিত্র-কুলের হিতার্থী পবিত্রস্বভাব পুরোহিত ইহা দেখিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও লোচনদ্বয় দীপ্তিময় হইল, মুহূর্ত্তমাত্র তিনি কি যেন চিন্তা করিলেন। আর কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। নিমেষ মধ্যে তিনি ক্ষুদ্র তরবারি বাহির করিয়া আপনার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল। মিবারের মঙ্গলবিধাত্রী কুল-দেবতা

যুদ্ধোন্মুখ ভ্রাতৃযুগলের প্রাণ রক্ষার জন্য অকাতরে অম্লানভাবে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

প্রতাপ সিংহ ও শুক্ত ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের অঙ্গ অবশ ও হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল। পুরোহিতের শব তাঁহাদের মধ্যস্থলে পড়িয়া রহিয়াছিল। তাঁহার পবিত্র শোণিত তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। প্রতাপ সিংহ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। আর তিনি কনিষ্ঠকে অস্ত্রাঘাত করিলেন না। মহান্ আত্মত্যাগের মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইল। প্রতাপ হস্তোত্তোলন করিয়া তীব্রস্বরে আপনার কনিষ্ঠকে রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে কহিলেন। শুক্ত জ্যেষ্ঠের আদেশের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, এবং মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগল-সম্রাট আকবরের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে আবার প্রণয় স্থাপিত হইতেছিল। সেই মিবারের থর্ম্মাপলীতে—হলদীঘাটের গিরিসঙ্কটে—সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থে শুক্ত জ্যেষ্ঠের অসামান্য সাহস, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য লোকাতীত পরাক্রম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যুদ্ধের অবসানে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পদানত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন, দুই জন আবার প্রীতি-ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

বীরবালা।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী অনন্ত কালের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করিয়াছে। পরাধীন পরপীড়িত ভারতবর্ষ দুরন্ত তিমুর লঙ্গের আক্রমণে মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হইয়াছে। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তগলক জীবন্মৃতের ন্যায় এই মহাশ্মশানের এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার প্রভাব সমস্তই অন্তর্ধান করিয়াছে। তাঁহার রাজধানী মহানগরী দিল্লী নিষ্ঠুর আক্রমণকারীর অশ্রুত-পূর্ব্ব অত্যাচারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া শোকের, দুঃখের ও দারিদ্র্যের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য বিকাশ করিয়া দিতেছে। ভারতের এই দুর্দ্দশার সময়ে বীরভূমি রাজস্থান আপনার চিরন্তন বীরত্বের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছিল। রাজস্থানের বীরবালা আপনার অসাধারণ চরিত্রগুণ এবং অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া পতির উদ্দেশে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বীরভূমির এই তেজস্বিনী বীরবালার নাম কর্ম্মদেবী।

রাজস্থানে যশলমীর নামে একটি জনপদ আছে। এই জনপদ মরুভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার চারি দিকে বিশাল বালুকা-সাগর নিরন্তর ভীষণভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া পথিকের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। প্রকৃতির এই ভীষণ রাজ্যে কেবল যশলমীর শ্যামল তরুলতায় পরিশোভিত হইয়া বাসন্তী লক্ষ্মীর মহিমা বাড়াইয়া দিতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশলমীরের অন্তর্গত পূগল নামক ভূখণ্ডে অনঙ্গদেব আধিপত্য

করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাধু। ভট্টিজাতির মধ্যে সাধু সর্ব্বপ্রধান বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার ক্ষমতা এবং তাঁহার বীরত্বের নিকট সকলেই মস্তক অবনত করিত। তিনি বিশাল মরুভূমি হইতে সিন্ধু নদের তট পর্য্যন্ত আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে কেহই পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে আত্ম-প্রাধান্য ঘোষণা করিতে পারিত না। পূগল-কুমার এইরূপে ভীষণ মরুভূমির মধ্যে অসীম প্রতাপ ও অবিচলিত সাহসের সহিত স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়াছিলেন।

একদা সাধু জনপদ-বিজয়-প্রসঙ্গে কোন যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বহুসংখ্য অশ্ব, উষ্ট্র ও সৈন্যের সহিত অরিন্ত নগরে উপনীত হইলেন। অরিণ্ড নগর মহিলবংশীয় মাণিকরাওর রাজধানী। মাণিকরাও ১,৪৪০ খানি গ্রামে আধিপত্য করিতেন। তিনি আদরের সহিত পূগল-কুমারকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধুও প্রসন্নচিত্তে মহিল-রাজের অতিথি হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বীরত্ব-মহিমা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। সৌন্দর্য্য-লীলাময়ী উদ্যান-লতা সুদৃঢ় আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিল। মহিল-রাজ মাণিকরাওর দুহিতা কর্ম্মদেবী সাধুর গুণ-পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। রাঠোর-বংশীয় মন্দোর-রাজকুমার অরণ্যকমলের সহিত মহিল-রাজকুমারী কর্ম্মদেবীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে কর্ম্মদেবীর ইচ্ছা হইল না। পূগল রাজকুমারের অতুল বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, এখন তিনি সেই বীরবরের বীরত্ব-ব্যঞ্জক অনির্ব্বচনীয় দৃঢ়-

তার পরিচয় পাইলেন। বীরবালা এ পবিত্র বীর-কীর্ত্তির অবমাননা করিলেন না, অরণ্যকমলকে অতিক্রম করিয়া মরুভূমি-বিহারী পুরুষসিংহের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক হইলেন।

সাধু এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। অরণ্যকমলের ভয়ে তাঁহার নির্ভয় হৃদয়ে কিছুমাত্র আতঙ্কের আবির্ভাব হইল না। তিনি আপনার সাহস ও বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া এই লাবণ্যবতী কামিনীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যথাসময়ে বিবাহের দিন অবধারিত হইল। যথাসময়ে মাণিকরাও স্বীয় রাজধানী অরিন্ত নগরে দুহিতা-রত্ন সাধুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। উদ্যান-শোভিনী নবীন-লতা লাবণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিয়া, তাহার দেহ-লক্ষ্মীর গৌরব বাড়াইল।

এ বিবাহে অরণ্যকমলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাঁহার হতাশ হৃদয় হইতে আশার সম্মোহন দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। যে কল্পনা তাঁহার সম্মুখে ধীরে ধীরে সুখের, শান্তির ও প্রীতির রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা অতর্কিতভাবে কোথায় যেন মিশিয়া গেল। অরণ্যকমল প্রতিহিংসার কঠোর দংশনে অধীর হইলেন। আশার সম্মোহন দৃশ্যের স্থলে, মোহিনী কল্পনার অনন্ত উৎসবময় রাজ্যের পরিবর্ত্তে অরণ্যকমল হিংসার তীব্র হলাহল-পূর্ণ বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি বৈরনির্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই এ সাধনা হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইবেন না। যত দিন ক্ষত্রিয়-শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা

করিলেন, তত দিন প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুকে নির্জ্জিত করিতে বিমুখ থাকিবেন না। বিধাতার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি অপূর্ণ-বিকশিত কামিনী-কুসুম লাভে বঞ্চিত হওয়াতে অরণ্যকমলের হতাশ হৃদয় এইরূপ কালীময় হইয়াছিল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহাকে এইরূপ ভয়ঙ্কর ব্রত সাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল। সাধুর ভবিষ্য সুখের পথ এইরূপে কণ্টকিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল।

অবিন্ত-রাজ জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ বহুমূল্য মণি মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, একটি স্বর্ণময় বৃষ এবং তেরটি কুমারী দিয়া স্নেহসহকারে বিদায় করিলেন। তিনি জামাতার সঙ্গে চারি হাজার মহিল-সৈন্য দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু ইহাতে অমত প্রকাশ করিয়া সাত শত মাত্র ভট্টি-সেনা এবং আপনার অসাধারণ সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই নবপরিণীতা প্রণয়িনীকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শেষে অবিন্তরাজের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে পঞ্চাশ জন মাত্র মহিল-সৈন্য সঙ্গে লইতে হইল। কর্ম্মদেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই সৈন্যের অধিনেতার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সকলে অবিন্ত নগর হইতে যাত্রা করিল। সকলে একই উৎসব ও একই আহ্লাদের স্রোতে ভাসিয়া পূগল নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে চন্দননামক স্থানে সাধু যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন দূর হইতে মরুভূমির ধূলিরাশি উড়াইয়া এক দল সৈন্য প্রবল বেগে তাহার অভিমুখে আসিতে লাগিল। সৈন্যদল দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিল। দেখিতে দেখিতে মহাদর্পে সাধুর বিশ্রাম-ভূমির সম্মুখবর্ত্তী হইল। সাহসী সাধু চাহিয়া দেখি-

লেন, বহুসংখ্য সৈন্য তাঁহার নিকট আসিতেছে। অরণ্য-কমল মহা-আক্রোশে তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে এই সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছেন। দেখিবামাত্র সাধু ধীর-ভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ধীরভাবে আপনার সৈন্যদিগকে আত্মবিসর্জ্জন অথবা বিজয়লক্ষ্মী অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চারি হাজার রাঠোর-সৈন্য উপ-স্থিত হইযাছে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তেজস্বী অরণ্যকমল তদীয় শোণিত-জলে স্বীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিতর্পণ জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া-ছেন, ইহাতে সাধু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া কিছুমাত্র আত্ম-চাপল্যের পরিচয় দিলেন না। বীরত্বাভিমানী বীরযুবক বীরধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারি হাজার রাঠোর-সৈন্য মহাবিক্রমে ভট্টিসেনার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সাহসী রাঠোরগণ সংখ্যায় অধিক ছিল, তাহারা অল্পসংখ্যক ভট্টি-সেনাকে একবারে আক্রমণ করিল না। এরূপ আক্রমণে তাহারা সর্ব্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করিত। প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বীতে প্রতিদ্বন্দ্বীতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুহুর্মুহুঃ আক্রমণ করিয়া আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। ১৪০৭ খৃঃ অব্দে রাজস্থানের মরুপ্রান্তরবর্ত্তী চন্দন নামক ভূখণ্ডে লাবণ্যবতী রাজপুত-বালার জন্য এইরূপে দলে দলে যুদ্ধ হইল। অবশেষে সাধু অশ্বারূঢ় হইয়া সমর-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি দুই বার অস্ত্র সঞ্চালন করিতে করিতে পরাক্রান্ত রাঠোর-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দুই বার তাঁহার অস্ত্রাঘাতে বহুসংখ্য রাঠোর বীর-শয্যায় শয়ন করিল।

অসময়ে অতর্কিতভাবে এইরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে কর্ম্মদেবী ভীত হন নাই, আশঙ্কার তীব্র দংশনে আত্ম-বিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার সুখদুঃখের অদ্বিতীয় অবলম্ব—প্রাণাধিক স্বামী বহুসংখ্য শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, প্রিয়তমের জীবন সংশয়-দোলায় অধিরূঢ় হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মদেবী কাতর হইলেন না। তিনি সাহসের সহিত প্রিয়তমকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের অদ্ভুত সমর-চাতুরী ও অদ্ভুত সাহস দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সাধুর পরাক্রমে ছয় শত রাঠোর সমর-ভূমির ক্রোড়শায়ী হইল, সাধুরও প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কর্ম্মদেবী পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে রহিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে স্বামীকে কহিলেন, "আমি তোমার রণ-পার-দর্শিতা দেখিব, তুমি যদি রণশায়ী হও, আমিও তোমার অনু-গামিনী হইব।" সাধু বালিকার অপরিস্ফুট কুসুম-সুকুমার দেহে এইরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা ও অটলতার আবির্ভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন, এবং অপরিসীম প্রীতির সহিত স্নেহমাখা দৃষ্টিতে বালিকার এই তেজস্বিতার সম্মান করিয়া, অরণ্যকমলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অরণ্যকমল এই যুদ্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন, এখন প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিতে আপনার অসম্মানের চিহ্ন প্রক্ষালন করিতে সাধুর সম্মু-খীন হইলেন। মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়কে শীলতার সহিত সম্ভাষণ করিলেন,—এ পবিত্র যুদ্ধে প্রতারণার আবেশ নাই, চাতুরীর পঙ্কিল ভাব নাই—অধর্ম্মের ছায়াপাত নাই—তেজস্বী ক্ষত্রিয়-যুবকদ্বয় আত্মপ্রাধান্য, আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য মুহূর্ত্তকাল উভয়ে

উভয়কে শীলতার সহিত সম্ভাষণ করিয়া অসি উত্তোলন করিলেন। অস্ত্রের সংঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিল। সাধু অরণ্য-কমলের স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিলেন, অরণ্যকমলও সাধুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুদ্বেগে স্বীয় অসি চালনা করিলেন। কর্ম্মদেবী দেখিলেন, তাঁহার প্রাণেশ্বরের মস্তকে অসি নিপতিত হইয়াছে। যুবকদ্বয় অচৈতন্য হইয়া যুদ্ধ-স্থলে পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অরণ্যকমলের চেতনা লাভ হইল। কিন্তু সাধু আর এ নিদ্রা হইতে উঠিলেন না। তেজস্বী পূগল-কুমার তেজস্বিতার সম্মান রক্ষার জন্য অকাতরে, অম্লানভাবে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্মদেবীর সমস্ত আশাভরসা ফুরাইল, যে কল্পনার তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে তেজস্বিনী বালা পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে পূগলে আসিতেছিল, তাহা চিরদিনের জন্য অন্তর্দ্ধান করিল। বালিকার প্রাণের অধিক ধন আজ ভীষণ মরু-প্রান্তরে অপহৃত হইল। কিন্তু কর্ম্মদেবী ইহাতে কাতর হইলেন না। তিনি ধীরভাবে অসি গ্রহণ করিলেন, এবং ধীরভাবে উহা দ্বারা নিজ হাতে নিজের এক বাহু কাটিয়া কহিলেন, এই বাহু প্রিয়তমের পিতাকে দিয়া যেন বলা হয়, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপই ছিল। তিনি আর এক বাহুও এই ভাবে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কর্ম্মদেবী এই ছিন্ন বাহু তাঁহার বিবাহের মণি-মুক্তার সহিত মহিল-কবিকে উপহার দিতে কহিলেন। অনন্তর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চিতা প্রস্তুত হইল। পতিপ্রাণা সাধ্বী বালা প্রাণাধিক ধনকে বুকে রাখিয়া প্রশান্তভাবে জ্বলন্ত অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে

পরিণত হইয়া গেল, কিন্তু তদীয় পবিত্র কীর্ত্তির বিলয় হইল না। তেজস্বিনী বীরবালা অপূর্ব্ব চরিত্রগুণ ও অসাধারণ পতি-ভক্তি দেখাইয়া অনন্ত কীর্ত্তির মহিমায় অমরী হইয়া রহিলেন।

কর্ম্মদেবীর ছিন্ন বাহু যথাসময়ে পূগলে পঁহুছিল। বৃদ্ধ পূগল-রাজ উহা দগ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। দাহস্থলে একটি পুষ্করিণী খনিত হইল। এই পুষ্করিণী "কর্ম্মদেবীর সরোবর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। অরণ্যকমলের ক্ষত স্থান ভাল হইল না। ছয় মাসের মধ্যে তিনিও সাধুর অনুগমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।

Printed at the Vina Press,—Calcutta.

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত
গ্রন্থাবলী

পাণিনি-বিচার	১৲
জয়দেব-চরিত	।৵০
সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাস, ১ম ভাগ	২৲
সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাস, ২য় ভাগের ১ম খণ্ড	।৵০
আর্য্য-কীর্ত্তি, ১ম খণ্ড	৵০
আর্য্য-কীর্ত্তি, ২য় খণ্ড (শিখ)	৵০
আর্য্য-কীর্ত্তি, ৩য় ,,	৶০
আর্য্য-কীর্ত্তি, ৪র্থ ,,	।০
ভারত-কাহিনী	১৲
প্রবন্ধ মালা	।০
প্রবন্ধ-কুসুম	।৵০
নব-চরিত	।০
ঐতিহাসিক পাঠ	[illegible]
ভারতের ইতিহাস (হিন্দু ও মুসলমান-রাজত্ব)	॥০
ভারতের ইতিহাস (ইংরেজ-রাজত্ব)	॥০
পাঠ-লহরী	।০
নীতি-হার	৵০
কবিতা-সংগ্রহ	।০
কুমারী কার্পেণ্টারের জীবন-চরিত	।০
সাহিত্য-সংগ্রহ	।৵০

প্রতি গ্রন্থের ৫০ কাপি একবারে লইলে ক্রেতাদিগকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া যায়।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

প্রথমখণ্ড।

। চতুর্থ সংস্করণ।

রাজপুতকুলচূড়ামণি বীরবর প্রতাপসিংহের

জীবন চরিত।

শ্রীমনোমোহন রায় প্রণীত।

ঢাকা

আরমানীটোলা, আদর্শ-যন্ত্রে

শ্রীলছমন বসাক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২৮ আগষ্ট।

১৮৮৭

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

উপহার।

যিনি আমাব

চবিত্র ও শিক্ষাব আদর্শ ছিলেন

সেই

স্বর্গীয় ভ্রাতা ললিতচন্দ্র রায়েব

উদ্দেশে

এই সামান্য প্রীতি-পুষ্প

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

ভারতে এখন যুগ পরিবর্ত্তন উপস্থিত। কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক যাবতীয় বিভাগেই তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এই ঘোর বিপ্লবের সময় স্বদেশীয় মহাপুরুষগণের জীবনচরিত পর্য্যালোচনা করিবার একান্ত প্রয়োজন। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সুলেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়া হিন্দু আর্য্যগণের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমিও তাঁহাদের পন্থানুসরণপূর্ব্বক "ঐতিহাসিকপ্রবন্ধ" প্রণয়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সংপ্রতি প্রথম খণ্ডে রাজপুতকুল-চূড়ামণি মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবনচরিত প্রকাশ করিলাম। বীরবরের উজ্জ্বল চরিত্র অঙ্কিত করিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সহৃদয় পাঠকবর্গই তাহা বিবেচনা করিবেন।

এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, এই প্রবন্ধ ঢাকা ন্যাসনেল স্কুলের ছাত্রসমিতিতে পঠিত হইলে, উক্ত স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রগণ আমাকে এতৎপ্রচারে সবিশেষ অনুরোধজ্ঞাপন করেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আর সুহৃদ্‌প্রধান পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও বৈকুণ্ঠচন্দ্র নাথ মহাশয় আমার গ্রন্থখানি দেখিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকটেও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। ইতি—

১২৯২ সন
২৬শে অগ্রহায়ণ।

শ্রীমনোমোহন রায়
গ্রন্থকার।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুগ্রহে এই গ্রন্থ চতুর্থবার মুদ্রিত হইল। বালকগণের সুবিধার জন্য দুরূহ শব্দ সকলের অর্থ ও কঠিন কঠিন পদগুলির ভাবার্থ প্রত্যেক পৃষ্ঠার নিম্নভাগে লিখিত হইল। পুস্তকের শেষার্দ্ধ এবার পাঠ্যভুক্ত নয় বলিয়া উহার টীকা দেওয়া হইল না। পূর্ব্ববঙ্গচক্রের ইনেস্পেক্টার ও আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টার মহোদয়গণের নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

১২৯৪ সন
১লা ভাদ্র।

শ্রীমনোমোহন বসু।

প্রতাপসিংহ।

প্রাচীন জগতের প্রতি স্থিরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্পষ্ট-রূপে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া মানবজীবনের উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার পবিত্র প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া—স্বদেশহিতৈষণার অনন্ত উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া, হিন্দু-আর্য্যগণ জাতীয় গৌরব সংরক্ষণার্থ যেরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও

প্রাচীন জগৎ ইত্যাদি—পুরাতন কালের ইতিহাস পাঠ করিলে।

ভারতীয় আর্য্য ইত্যাদি—আর্য্যদিগের প্রথম নিবাসস্থল মধ্য আসিয়া। তথা হইতে ইহাঁরা নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া দেশ দেশান্তরে গমন করেন। ইহার যে দল ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতীয় আর্য্য বলিয়া খ্যাত।

শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ইত্যাদি—শরীর ও মন, এই দুই উপাদান লইয়া মনুষ্য গঠিত। অনুশীলনের দ্বারা মানসিক বৃত্তি নিচয়ের সম্যক্ পরিণতি হইলে, এবং ব্যায়ামাদি শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়। ভারতীয় আর্য্যগণের তাহাই হইয়াছিল।

অনুপ্রাণিত—সঞ্জীবিত।

আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিযাছেন, পৃথিবীব অতি অল্প জাতিই সেরূপ বীরত্ব ও নিঃস্বার্থ প্রেমেব উদাহবণ দেখাইতে পাবিয়াছে। আধুনিক সময়ে তাঁহাদেব অধঃপতিত বংশধবগণ, এই নশ্বব জগতে যে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন কবিয়া গিযাছেন, জগতে তাহাও অতুলনীয। উল্লিখিত বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদনার্থ আমবা সূর্য্যবংশোদ্ভব একটী নবপতিব জীবনকাহিনী পর্য্যালোচনা কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আত্মোৎ-সর্গেব জীবন্তমূর্ত্তি—অলৌকিক বীবত্বেব পবিত্র আধাব—গিহ্লোট-কুলতিলক রাণা প্রতাপসিংহ আমাদিগেব নাযক এবং স্বাধীন-তাব লীলাক্ষেত্র মিবাবভূমি আমাদিগেব বর্ণনীয স্থল। মহাবাণা প্রতাপসিংহের জীবনী আবম্ভ কবিবাব পূর্ব্বে গিহ্লোটকুলেব একটু আভাস দেওযা যাইতেছে।

প্রমাববংশোদ্ভবা বাজকন্যা পুষ্পবতী ভগবতী অম্বা ভবানীব মন্দির হইতে প্রত্যাগমনকালে শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণপতি শিলাদিত্য হত হইযাছেন। পুষ্পবতী এ নিদারুণ সংবাদে অধীবা হইযা বাজপুত-প্রথানুসারে তখনই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিযা, প্রাণবিসর্জ্জন কবিতে সঙ্কল্প কবিলেন, কিন্তু অন্তঃসত্বা থাকাতে তাঁহাকে সেই ভীষণসংকল্প হইতে বিরত

স্বাধীনতাব লীলাক্ষেত্র—এই স্থানেব কি পুরুষ, কি বমণী যাবতীয অধিবাসীই প্রাণপাত কবিতেও স্বীকৃত হইত, তথাপি শত্রুব নিকট মস্তক অবনত কবিতে সম্মত হইত না। সাধীনতা-কেই ইহাবা জীবনেব সর্ব্বস্ব জ্ঞান কবিত। এজন্য কল্পনা কবা হইযাছে যে, স্বাধীনতা যেন জীবন্ত মূর্ত্তি পবিগ্রহ করিয়া এই স্থানে সর্ব্বদা লীলা খেলা করিতেছে।

হইতে হইল। তিনি মালিযাগিরির এক নিভৃত গুহায় আশ্রযগ্রহণ করিয়া অচিরে তথায একটী পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুসন্তানকে কমলাবতী নাম্নী কোনও ব্রাহ্মণ পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া পতিব্রতা নারী স্বামীর বিয়োগে অধীরা, হইয়া তদুদ্দেশে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। গিরিগুহায জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কমলাবতী শিশু সন্তানের নাম গোহ রাখিলেন। সেই গোহ হইতে গিহ্লোট শব্দের উৎপত্তি হইযাছে।

খ্রীষ্টীয ৭২৮ অব্দে গিহ্লোটকুলকেশরী বাপ্পারাও চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইযাছিলেন। ত্রিকূটগিরির পাদতলে নগেন্দ্র-নগরে শিবোপাসক শান্তিপ্রিয ব্রাহ্মণগণের আশ্রয়ে থাকিযা, যে বালক রাখালবেশে শৈলশিখরে পর্য্যটনপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিত, কে জানিত সেই বালক এক দিন চিতোরের মৌর্য্যবংশীয নরপতি মানসিংহের সিংহাসনে উপবেশন করিবে? গগনের সুদূরপ্রান্তে যে মেঘখণ্ডের কণিকামাত্র পরিলক্ষিত হইযাছিল, কে জানিত তাহা অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রবল ঝটিকা সমুৎপাদন করিবে?

যবনসেনাপতি সাহাবুদ্দিন যখন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সিংহাসনলোলুপ হইযা দৃষদ্বতীর তীরে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন

বালক—বাপ্পাকে বুঝাইতেছে'

যে মেঘখণ্ডের ইত্যাদি—বাল্যকালের রাখালবেশধারী বাপ্পাকে মেঘকণার ন্যায, এবং যৌবন সময়ের পরাক্রমশালী বাপ্পাকে প্রবল ঝটিকার ন্যায় কল্পনা করা হইযাছে।

দৃষদ্বতী—বর্ত্তমান কাগার নদী।

গিহ্লোটকুলতিলক চিতোরাধিপতি রাণা সমরসিংহ সেই পবিত্র সলিলা নদীর সৈকতদেশে অসংখ্য যবন নিপাতিত করিয়া জাতীয় ইতিহাসে অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র কল্যাণ ও ত্রয়োদশসহস্র প্রধান প্রধান সামন্ত ও সৈন্যগণসহ রণভূমিতে দেহত্যাগ করেন। আবার যখন দিল্লীশ্বর যবনরাজ খিলজী বংশীয় মামুদ অসংখ্য সৈন্য লইয়া চিতোরে উপনীত হন, তখন বীরপ্রবর হামির উদ্বেলসাগরসদৃশ ম্লেচ্ছসেনা নিপাতিত করিয়া সেই পরাক্রান্ত খিলজীরাজকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। গিহ্লোটকুলতিলক বীরবর হামির তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষে সার্ব্বভৌম নরপতি বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। মাররার, জয়পুর, বুন্দী, গোয়ালিয়র, চান্দেরী, রাইসিনপ্রভৃতি ভূভাগের নরপতিগণকে তাঁহার নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল। আবার যখন ভারতের সম্রাট্‌শিরোমণি মোগলবীর আকবর গিহ্লোটকুলকলঙ্ক উদয়সিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন যে সকল রাজপুতবীর অলৌকিক বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে সেই বীরপুরুষ ও বীররমণী গণের অপূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

মোগলবীর আকবরসাহ অমিততেজে চিতোরে উপস্থিত হইয়াছেন। চিতোরের আজ ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত। স্বাধীন-

---

উদ্বেলসাগরসদৃশ—তরঙ্গস্ফীতসাগরেরন্যায়।
সার্ব্বভৌম নরপতি—সম্রাট।
অমিততেজে—প্রবল পরাক্রমে।

তার লীলাভূমি, বীরপ্রসূ চিতোরপুরী, গিহ্লোটকুলকলঙ্ক কাপুরুষ উদয়সিংহের হস্তে আজ পতনোন্মুখী। লিখিতে লেখনী স্তম্ভিত হয়, শিশোদীয়কুলোদ্ভব, বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওয়ের বংশধর, বিক্রমকেশরী হামির ও সমরসিংহের উত্তরাধিকারী, চিতোরের মহারাণা উদয়সিংহ, মোগলের ভয়ে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে অকূলসাগরে ভাসাইয়া নির্জ্জন গিরিগহ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন! বিপক্ষের আক্রমণে যে ভূভাগের সীমন্তিনীগণ লৌহবর্ম্ম পরিয়া রণচণ্ডীবেশে সমরে অসংখ্য শত্রু নিপাতিত করিয়া, অবলীলায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আজ সেই মিবারের ক্ষত্রিয় নরপতি শত্রুভয়ে ভীত হইয়া দুর্গম গিরিগহ্বরে পলায়ন করিলেন! কিন্তু তাই বলিয়া কি বীরপ্রসূ মিবারভূমি নির্ব্বীরা? চিরস্বাধীনা চিতোরপুরীর গৌরবরক্ষার্থ, শিশোদীয় কুলের হৈম বৈজয়ন্তী প্রসারণ করিবার নিমিত্ত কি একটী বীরও আজ দণ্ডায়মান হইবে না? ঐ দেখ, মিবারের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে, ঘোরঘনঘটাসমাচ্ছন্ন মিবারাকাশের অভেদ্য তিমিররাশি

বীরপ্রসূ—বীরপ্রসবিনী।

সীমন্তিনীগণ—রমণী সমূহ।

রণচণ্ডীবেশে—অসুর সংহার কালে, ভগবতী যে রূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে।

ক্ষত্রিয় নরপতি—যুদ্ধ কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলে ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গ লাভ হইল বলিয়া মনে করে। এমন ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও। এইরূপ ভাব প্রকাশের নিমিত্তই এস্থলে ক্ষত্রিয় শব্দ প্রযোগ হইয়াছে।

হৈমবৈজয়ন্তী—সুবর্ণ পতাকা।

দূরীভূত করিয়া ধীরে ধীরে সুদূরপ্রান্তে রাজপুতকুলের গৌরব-রবি সমুদিত হইতেছে। মিবারের এই ভীষণ সঙ্কটসময়ে কৈলবার ও বিদনোরপতি অশ্রুতপূর্ব্ব ও অলৌকিক বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া এই নশ্বর জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া, জাতীয় গৌরব সংরক্ষণার্থ যেরূপ আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশপ্রেমিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বীরজগতে তাদৃশ দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। চারণগণের মোহিনী কবিতায় তাঁহাদিগের বীরত্বকাহিনী রাজপুতনার ঘরে ঘরে আজিও পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। বীরচূড়ামণি আকবরসাহ যুবকবৃন্দের অদ্ভুত সাহস ও অপূর্ব্ব বীরত্ব দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকাহিনী জ্বলদক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া বিনশ্বর জগতে তাঁহাদিগকে অবিনশ্বর করিয়া গিয়াছেন। বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমিকতার কণিকামাত্রও যতদিন এই জগতীতলে সমাদৃত হইবে, মানবহৃদয়ে তাঁহাদিগের বীরসিংহাসন ততদিন অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপের লেশমাত্রও যতদিন রাজপুতহৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, জয়মল্ল ও পুত্তের অপূর্ব্বকাহিনী তাঁহারা ততদিন কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। মহারাণা পলাইয়া গিয়াছেন। আজ এই বীরদ্বয়ের অপূর্ব্বকীর্ত্তি কে সন্দর্শন করিবে? কে আজ এই সঙ্কটসময়ে জ্বলন্তবাক্যে তাঁহাদিগকে সমুৎসাহিত করিবে? দেখিতে দেখিতে শালোম্ব্রা-

---

চারণগণ—ভাটগণ।

মানব হৃদয়ে ইত্যাদি—ততদিন মনুষ্যগণ বীর বলিয়া তাহাদিগকে সম্মান করিবেই করিবে।

মহারাণা—উদয়সিংহ।

পতি চিতোরের দুর্গদ্বারেই নিপাতিত হইলেন। মহোল্লাসে যবনসেনা ভৈরবহুঙ্কারে দুর্গাভিমুখে প্রধাবিত হইল। শৈলনিঃসৃত তরঙ্গিণীর ভীষণস্রোতের ন্যায় যবন অক্ষৌহিণী প্রবলবেগে ধাবিত হইল। কাহার সাধ্য আজ সেই যবনসেনার দুর্দমনীয় স্রোতের গতিরোধ করে? বুঝিবা চিতোরের প্রলয়কাল সমুপস্থিত। কিন্তু ঐ দেখ, যোড়শবর্ষীয় একটী বালক রাজপুতসেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শালোম্ব্রাপতির শূন্য স্থান পরিপূর্ণ করিল। অহো! বীরবালক কি অসীম সাহসে—কি অদম্য উৎসাহে—কি অপূর্ব্ব বীরত্বে মোগল অনীকিনীকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়া রাজপুতকুলের অজেয় গৌরব সংরক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু একি! মুহূর্ত্তের জন্য যোদ্ধৃগণের উদ্ধৃত অসি স্তম্ভিত হইল কেন? মুহূর্ত্তের জন্য চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় সমুদয় যোদ্ধার বিস্মিত নয়ন একই দিকে আকর্ষিত হইল কেন? অহো! কি রমণীয় দৃশ্য! কি অচিন্তনীয় ব্যাপার! বীরবালক পুত্রের বীর্য্যবতী জননী নবোঢা পুত্রবধূকে রণবেশে সুসজ্জিতা করিয়া স্বয়ং সহ-

---

শৈল নিঃসৃত ইত্যাদি—পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে নিম্নাভিমুখে পতনের সময় যেরূপ প্রবল বেগে নদীর স্রোত বহিতে থাকে সেই ভাবে।

প্রলয়কাল—চরম সময়।

বালক—পুত্তকে বুঝাইতেছে।

মোগল অনীকিনীকে—মোগলগণের সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল বলিয়া, মোগল সৈন্যসমষ্টিকে অনীকিনী বলা হইয়াছে।

নবোঢ়া—নববিবাহিতা।

চরীগণে পরিবৃতা হইয়া রণচণ্ডীবেশে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভীষণ আবর্ত্তময়ী মহাতরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবলবেগে সমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতেছেন। পুত্র তাঁহার একমাত্র সন্তান—সুবিখ্যাত চন্দ্রবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। স্বামী স্বদেশহিতৈষণার প্রণোদিত হইয়া জন্মভূমির স্বাধীনতারক্ষার্থ যুদ্ধে অকাতরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আজ চিতোরের ভীষণ দুর্দ্দিনে, রাজপুতজাতির গৌরবসংরক্ষণার্থ, সজাতীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়তম, বিধবার একমাত্র অবলম্বন, জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রকে, জননী স্বহস্তে পীতবসন পরিধান করাইয়া, চিতোরের স্বাধীনতারক্ষার্থ ভীষণ সমরে প্রেরণ করিয়াছেন। কোমল শিশুকে যুদ্ধস্থলে পাঠাইয়া, রাজপুতজননী কি নিশ্চিন্তমনে গৃহে অবস্থান করিতে পারেন? রাজপুতকামিনী কি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অথবা সংগ্রামের ভৈরবরবে রণক্ষেত্রে গমন করিতে কুণ্ঠিতা? পুত্রকে বিদায় দিয়া বীর্য্যবতী জননী স্বয়ং রণবেশে সজ্জিতা হইলেন। তাঁহার প্রাণাধিকা পুত্রবধূও কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, সঙ্গে যাইতে সঙ্কুচিতা হইলেন না। উভয়েই শাণিত অস্ত্র লইয়া নির্ভয়ে মোগলসৈন্যের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বীরচূড়ামণি আকবরসাহ সবিস্ময়ে রাজপুতরমণীগণের অদ্ভুত সমরচাতুরী দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি

প্রণোদিত—উত্তেজিত।

পীতবসন—যুদ্ধযাত্রা কালে রাজপুতদিগের মধ্যে পীত বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

মুহূর্ত্তের জন্য ইত্যাদি—রমণীগণকে হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত

সমরক্লেশ বিস্মৃত হইলেন—মুহূর্ত্তের জন্য তিনি রাজপুতবৈরিতা ভুলিয়া গেলেন। বীররমণীগণ অদম্য উৎসাহে—অমিততেজে—বিপুল পরাক্রমের সহিত সমরকুশল যবনবীরগণকে ভূমিতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অনন্তসাগরে জলবিম্বের ন্যায় রাজপুতকামিনীগণ সেই উদ্বেলসাগরসদৃশ যবন অনীকিনীতে বিলীন হইয়া গেলেন। জগতীতলে তাঁহাদিগের অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইল। বীরবালক পুত্ত স্বচক্ষে বীর্য্যবতী জননী ও বীরা পত্নীর অলৌকিক বীরত্ব সন্দর্শন করিলেন। স্বচক্ষে স্নেহময়ী জননী ও প্রাণাধিকা প্রণয়িনীর ভীষণ পরিণাম চাহিয়া দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল—মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। বীরবালক নিদারুণ শোকে অধীর হইলেন। অধীর হইয়াই ভীষণ পরাক্রমে যবনসৈন্য আক্রমণ করিলেন, এবং সমরপ্রাঙ্গণে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মোগলের বিশাল অনীকিনীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, রাজপুতকুলগৌরব—রাজপুতের শেষ ভরসা—বীরবর পুত্ত ধরাতলে অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক অনন্তকালের জন্য ধরণীপৃষ্ঠে শায়িত হইলেন। ধন্য পুত্ত! ধন্য তোমার স্বদেশপ্রেমিকতা! ধন্য তোমার অসীমসাহসিকতা! তুমি যেরূপ আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া চলিয়া গেলে, জগতে তাহা অতুল-

---

দেখিয়া, আকবর ক্ষণকালের জন্য আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

ভীষণপরিণাম—যুদ্ধক্ষেত্রে মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক তাহাদের বধ কার্য্য।

অনন্তকালের ইত্যাদি—প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

নীয। ইতিহাস তোমাব কীর্ত্তিকাহিনী সমগ্র জগতে অনন্তকাল বিঘোষিত কবিবে। পুত্ত ভীষণ সমবে পতিত হইলে পব, বীববব জয়মল্ল নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক প্রবলপবাক্রমে শত্রুসৈন্য ধ্বংস কবিতে লাগিলেন। মোগল অক্ষৌহিণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ একি। কামানেব একটী গোলা আসিয়া বীবপ্রবব জয়মল্লকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পাতিত কবিল। বাজপুতকুলেব একমাত্র ভবসা—শেষ আশা বীববব জয়মল্ল অনন্তকালেব জন্য নয়নদ্বয় নিমীলিত কবিলেন। জয়মল্লকে আকবব স্বয়ং গুলি কবিয়াছিলেন। বাজপুতবীব অন্যায় যুদ্ধে হত হইলেন বলিয়া দারুণ মনঃক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া ইহলোক পবিত্যাগ কবিয়া গেলেন। চিতোবেব আশা ভবসা ফুবাইয়া গেল! চিতোবদুর্গ যবনহস্তে পতিত হইল!

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চিতোব আক্রমণেব অব্যবহিত পরেই মহাবাণা উদযসিংহ স্বীয বাজধানী পবিত্যাগ কবিয়া বিজন অবণ্যে পলায়ন কবিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বাজপিপ্পলীব নিবিড় অবণ্যে গোহিলাদিগেব আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছিলেন। অধুনা চিতোবদুর্গ মুসলমানেব কবায়ত্ত হইলে পব, তিনি আরাবলীগিরিশৃঙ্গেব এক নির্জ্জন প্রদেশে তাহাব সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ বীববব বাপ্পারাওযের নিভৃতনিলযেব পার্শ্বে অবস্থান কবিতে লাগিলেন, এবং অচিরে উদয়পুর নামে একটী নগর সংস্থাপনপূর্ব্বক তথায় স্বীয় বাজধানী প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। বাজ্যচ্যুত কাপুরুষ উদয়সিংহ তদীয নবপ্রতিষ্ঠিত উদযপুরে চারি বৎসর কাল

নিভৃত নিলয—বিজন গৃহ।

জীবিত থাকিয়া ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমে গোগুণ্ডা নগরে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। অল্পবয়সেই তিনি ধরাধাম হইতে বিচ্যুত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বদেশের সম্মান ও গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টরূপে অনুমিত হইবে যে, এই ৪২ বৎসরই বীরতনয় মিবারবাসিগণের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি চিতোরের সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। চিতোরের অমূল্য রত্ন—স্বর্গীয়রত্ন—স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। বীরকেশরী বাপ্পারাওয়ের বংশধর আজ ম্লেচ্ছরাজের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। প্রতাপসিংহ নিদারুণ মনস্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া সময় সময় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিতেন "হায়। উদয়সিংহ যদি গিহ্লোটকুলে না জন্মিতেন, রাণা সঙ্গের অব্যবহিত পরেই যদি রাজ্যভার আমার হস্তে সমর্পিত হইত, অহো! কি সাধ্য, তাহা হইলে সামান্য তুর্কী আসিয়া আজ রাজপুতনার শাসনদণ্ড পরিচালন করে!" উদয়সিংহ তাঁহার ঐ ঘৃণিত জীবনের অন্তিম সময়েও একটী অন্যায় কার্য্য করিয়া যাইলেন। রাজপুতনার চিরপ্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রিয়পুত্র যোগমল্লকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়া গেলেন।

ফাল্গুনমাসের বসন্তপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র নির্ম্মল আকাশে দীপ্তি

মস্তক অবনত করিলেন—পরাধীনতা স্বীকার করিলেন।

শাসন দণ্ড পরিচালন করে—রাজত্ব করে।

ঘৃণিত জীবন—উদয়সিংহ শত্রুর ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়া এস্থলে ঘৃণিত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

পাইতেছে। মিবারের সামন্ত ও রাজপুত্রগণ স্রোতস্বিনীর সৈকতদেশে উদয়সিংহের মৃতশরীরের সৎকার্য্য করিতেছেন। এমন সময়ে যোগমল্ল নবপ্রতিষ্ঠিত উদয়পুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। "মহারাজ। চিরজীবী হউন" বলিয়া দূতগণ উচ্চধ্বনিতে তাঁহার বিজয়ঘোষণা করিতেছে। এই মহোল্লাসের সময়ে মিবারের সামন্তগণ উদয়সিংহের চিতাপার্শ্বে ঘোরতর ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন। উদয়সিংহ শনিগুরু রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজকুমারীর গর্ভে বীরবর প্রতাপসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ জ্যেষ্ঠপুত্র, অতএব প্রতাপই আজ উদয়পুর সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কিন্তু অন্যায়রূপে প্রতাপসিংহ রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। ঝালোরাও স্বীয় ভগিনীর মর্য্যাদারক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি ঔৎসুক্য সহকারে মিবারের প্রধান সামন্ত চন্দাবৎপতি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সামন্তবর, একি। আপনি জীবিত থাকিতে যোগমল্ল অন্যায়রূপে প্রতাপের সিংহাসন অধিকার করিল? আপনি কিরূপে এরূপ অন্যায় কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন?" চন্দাবৎপতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "রোগী মুমূর্ষু সময়ে একটু জল পান করিতে চাহিলে, তাহাকে বঞ্চিত করিবার প্রয়োজন কি? শনিগুরুরাও আপনার ভাগিনেয়কেই আমি মনোনীত করিয়াছি। প্রতাপের পার্শ্বেই আমি দণ্ডায়মান হইব।"

যোগমল্ল সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সানন্দচিত্তে পারিষদ-

ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন—চক্রান্তে লিপ্ত।
পারিষদ্‌বর্গ—সভাসদগণ।

বর্গের সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছেন। তাঁহার মানসকাননের অঙ্কুরিত আশালতা ফলবতী হইয়াছে। আজ তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মানব অদৃষ্ট চক্রনেমির ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তন করিতেছে। আজ যিনি সসাগরা ধরার সার্ব্বভৌম নরপতি, কে বলিতে পারে, কাল তিনি পথের ভিখারী হইবেন না? যোগমন্ত্রেরও তাহাই ঘটিল। অদৃষ্টদেবী তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না হইলেন। তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। শালোম্ব্রাপতি রাউৎকৃষ্ণ, গোয়ালিয়রের রাজ্যচ্যুত নৃপতি সমভিব্যাহারে নবাভিষিক্ত যোগমন্ত্রের সমক্ষে উপনীত হইয়া, ধীরগম্ভীরস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহারাজ! আপনার ভুল হইয়াছে। এই উচ্চাসন আপনার নয়, আপনার ভ্রাতা প্রতাপসিংহ এই আসনে উপবেশন করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্র।" এই বলিতে বলিতে সামন্তশেখর শালোম্ব্রাপতি ও গোয়ালিয়রাধিপতি উভয়ে তাঁহার দুই হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিলেন। রাউৎকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ প্রতাপসিংহকে দেবীপ্রদত্ত পারিবারিক তরবারিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া,

---

তাঁহার মানস কাননের ইত্যাদি—রাজত্ব পাইবেন বলিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা পূর্ণ হইয়াছে।

চক্রনেমি—চাকার প্রান্তভাগ। এই শব্দটী কালিদাস মেঘদূতে এইভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

যথা—"নিচৈর্গচ্ছতি উপরিচ দশা চক্রনেমি ক্রমেণ।"

দেবী প্রদত্ত ইত্যাদি—কথিত আছে দেবী ভবানী সন্তুষ্ট হইয়া বাপ্পাকে একখানি তরবারি প্রদান করিয়াছিলেন। এস্থলে সেই তরবারির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বারত্রয় মৃত্তিকা স্পর্শপূর্ব্বক তাঁহাকে মিবারের রাণা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অন্যান্য সামন্তগণও শালোম্ব্রাপতির অনুকরণ করিলেন। এইরূপে প্রতাপসিংহ মিবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই প্রতাপসিংহ সামন্তবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"অমাত্যবর্গ। আহেরিয়া মহোৎসব সমাগত। প্রাচীন রীতি রক্ষা করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব অশ্ব সজ্জিত করুন। চলুন মৃগয়া করিবার জন্য অরণ্যে গমন করি, এবং ভগবতী গৌরির নিকট বরাহ বলিদান করিয়া আগামী বর্ষের শুভাশুভ গণনা করি।" রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র সামন্তগণ স্বীয় স্বীয় তুরঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক মহোল্লাসে নবীন নৃপতির অনুগমন করিলেন, এবং বিজন অরণ্যে প্রবেশানন্তর অসংখ্য বন্যমৃগ সংহার করিয়া মৃগয়ার বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই দিন, সেই কৃত্রিম সংগ্রামে, প্রতাপসিংহের অপূর্ব্ব রণচাতুর্য্য ও অমানুষিক পরাক্রম অবলোকন করিয়া, সামন্তগণ অবধারণ করিলেন যে, মিবারাকাশের সেই বিশাল মেঘরাশি দূরীভূত করিয়া অচিরেই সৌভাগ্য-সূর্য্য পুনরুদিত হইবে।

আহেরিয়া মহোৎসব—বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজপুতগণ দল বাঁধিয়া মহা সমারোহে বন্যপশু শিকারে বাহির হইত। সেই উৎসবকে আহেরিয়া উৎসব বলা হইত।

মিবারাকাশের ইত্যাদি—মেঘরাশির সহিত মিবারের দুর্দ্দশা এবং সৌভাগ্য-সূর্য্যের সহিত প্রতাপসিংহের তুলনা করা হইয়াছে। প্রতাপসিংহ শীঘ্রই মিবারের দুর্দ্দশা মোচন করিতে সক্ষম হইবেন।

প্রতাপসিংহ মিবারের মহারাণার পদে প্রতিষ্ঠিত। যে মিবারাধিপতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে একদিন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড কম্পান্বিত হইত, আজ প্রতাপসিংহ সেই মিবারের সেই সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! মিবারের সেই একাধিপত্য, সেই সার্ব্বভৌমিকতা আজ কোথায়? মিবারের রাজধানী চিতোরপুরী আজ কৈ? গিহ্লোটকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও, বাপ্পারাওয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও প্রতাপ আজ নিঃসহায়। প্রতাপের রাজধানী নাই, সহায়সম্পদ্ নাই, বন্ধুবান্ধবগণ দুর্দ্দশার ভ্রূকুটিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন। প্রতাপ আজ এই ভীষণ দুর্দ্দিনে সংসারারণ্যে একাকী—একাকী বলিয়াই কি গিহ্লোটকুলোদ্ভব মিবারেশ্বর স্বীয় রাজধানী ম্লেচ্ছপদতলে পরিদলিত দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? আর্য্যশোণিত এখনও তাঁহার ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী এখনও তাঁহার নয়ন সমক্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। চিতোরের পুনরুদ্ধারার্থ— শিশোদীয় কুলের পূর্ব্বগৌরব পুনঃসংস্থাপনার্থ—বীরবর হামিরের সেই সার্ব্বভৌমিকতা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য—স্বদেশ

দুর্দ্দশার ভ্রূকুটিমূর্ত্তি—"দুর্দ্দশায় পতিত হইবে" এই কথাটি মনে হইলেই মনুষ্যের অন্তঃকরণে নানারূপ ভয় উপস্থিত হয়। এই জন্য দুর্দ্দশার মূর্ত্তি ভ্রূকুটিমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত হয়।

আর্য্যশোণিত ইত্যাদি—যে আর্য্যগণ প্রাণপাত করিতেও স্বীকৃত হইত, কিন্তু তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য যবনের বশ্যতা স্বীকার করিত না, এমন আর্য্যগণের বংশধর।

প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আজ সুমহৎ ব্রতে জীবনোৎসর্গ করিলেন। কাহার সাধ্য তাঁহার এ ভীষণ প্রতিজ্ঞার প্রতিরোধ করিবে? স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে যে হৃদয় দীক্ষিত হইয়াছে—স্বদেশোদ্ধারের উৎসাহবহ্নি যে হৃদয়ে একবার প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, কাহার সাধ্য সে হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় স্রোতের গতিরোধ করিবে? প্রতাপ সহায় সম্বলের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। রাপ্পারাওয়ের প্রসিদ্ধ রাজধানী সামান্য তুর্কীর করায়ত্ত হইয়াছে, এই অসহনীয় নিদারুণ মনঃক্ষোভে মর্ম্মপীড়িত হইয়া মোগলরাজ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য, তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। চিতোরের দুর্গে ম্লেচ্ছরাজগণ অনেকবার কারাবন্দী হইয়াছেন, কে বলিতে পারে যে, মিবারাধিপতির সেই দুর্গ একদিন মোগলসম্রাট্ আকবরসাহের কারাগার হইবে না? কে বলিতে পারে যে, দিল্লীর সৌধোপরি পুনরায় একদিন হিন্দুবৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে না? অদৃষ্টচক্রের এইরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের উপর প্রতাপসিংহ বিশ্বাস স্থাপন করি-

---

স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে ইত্যাদি—স্বাধীনতাই যাঁহার উপাস্য মন্ত্র হইয়াছে। স্বধীনতাকেই যিনি জীবনের সর্ব্বস্বধন বলিয়া মনে করিতেন।

বৈজয়ন্তী—পতাকা।

অদৃষ্টচক্রের এইরূপ অচিন্তনীয় ইত্যাদি—মানবের ভাগ্য নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। রাজা পথের ভিখারী হইতেছে, পথের ভিখারী রাজত্ব পাইতেছে। এই জন্য প্রতাপসিংহ ভাবিলেন যে হয়ত আর্য্যগণ পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন।

লেন। কিন্তু উদাবহৃদয বাজপুতবীব তাঁহাব ভীষণ বৈবীব নীচ প্রকৃতি সম্যক্ উপলব্ধি কবিতে পাবেন নাই। আর্য্যতনয়, যবনেব কুটিল চবিত্র হৃদযঙ্গম কবিতে সক্ষম হযেন নাই। তিনি বুঝিতে পাবেন নাই যে, ধর্ম্মযুদ্ধ কাহাকে বলে, যবন তাহা জানে না। তাই জন্মভূমিব উদ্ধাব সাধনে কৃতসংকল্প হইযা, নিবাশহৃদযে যখন তিনি আশাব বীজ বোপণ কবিতেছিলেন, দারুণ উত্তাপে বিশুষ্ক তরুব মূল প্রদেশে যখন তিনি জলসিঞ্চন কবিতেছিলেন, তাঁহাব সেই উদ্যমসমযে, কুটিল যবনাধিপতি তাঁহাব যে কি ভযানক সর্ব্বনাশ সংসাধন কবিতেছিলেন, তিনি তাহাব বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন না। তিনি অকস্মাৎ শুনিতে পাইলেন যে, বাজপুতনাব গৌবব—বাজপুতনাব ভবসা—প্রধান প্রধান নৃপতিগণ যবনেব দাসত্ব স্বীকাব কবিযা তাঁহাব বিরুদ্ধে দণ্ডাযমান হইযাছেন। শুনিলেন যে, মাববাব, আম্বেব ও বিকানেবেব অধিপতিগণ আকববেব সহিত মিলিত হইযা, স্বজাতিব বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ কবিতে কৃতসংকল্প হইযাছেন। আবও

আর্য্যতনয ইত্যাদি—আর্য্যগণ কখনও কুটিলতা কিম্বা কপটতাব আশ্রয গ্রহণ কবিতেন না, পক্ষান্তবে যবনগণেব উহাই মূলমন্ত্রস্বরূপ ছিল। এই পার্থক্য বিশদরূপে বুঝাইযা দেওযাব নিমিত্তই প্রতাপসিংহ ও আকববেব নামোল্লেখ না কবিযা "আর্য্য তনয" ও "যবন" এই দুইটী শব্দ ব্যবহাব কবা হইযাছে।

দারুণ উত্তাপে বিশুষ্ক তরুব ইত্যাদি—দারুণ উত্তাপ—ঘন ঘন বিপৎপাত।

বিশুষ্ক তরুব মূলপ্রদেশ—দগ্ধ হৃদয, নিবাশ হৃদয।

জলসিঞ্চন—আশাব উদ্রেক।

শুনিলেন যে, তাঁহার সুহৃদ্প্রধান বুন্দীশ্বরও আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারই শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, তাঁহার সহোদর ভ্রাতা সাগরজিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কুলশত্রু যবনরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতাপ দেখিলেন যে, একে একে রাজপুতনার প্রায় সমুদয় নৃপতিই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তুর্কীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন যে, আসন্ন যবন সমরে একাকী তাঁহাকে বিশাল অক্ষৌহিণীর প্রবল গতির প্রতিরোধ করিতে হইবে। কিন্তু তথাপিও বীরবরের অটল হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চল হইল না। প্রশান্ত মহাসাগরের সলিলরাশির ন্যায় তাঁহার সুপ্রশস্তহৃদয় প্রবল ঝটিকাসম্পাতেও বিচলিত হইল না। একাকী হওয়াতে তাঁহার অতুল সাহস দ্বিগুণ হইল। তিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন "জননীর স্তন্য পান করিয়াছি, জননীর মুখ উজ্জ্বল করিব।" আজ এই সঙ্কট সময়ে প্রতাপসিংহের জিহ্বা-হইতে যে বাক্য উচ্চারিত হইল, বীরচূড়ামণি চিরজীবনেও তাহার অন্যথা করিলেন না। পঁচিশ বৎসরকাল হিমালয়ের উত্তুঙ্গশৃঙ্গেরন্যায় অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, প্রবল ঝটিকার দারুণ আঘাত অকাতরে সহ্য করিলেন। মোগল সম্রাট্ আকবরসাহের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই সময়ে প্রতাপসিংহ কত কষ্ট কত যন্ত্রণাই না সহ্য করিলেন। হিংস্র-শ্বাপদ

সমরে একাকী—অন্য কোনও রাজার সাহায্য ব্যতিরেকে।
প্রবল ঝটিকাসম্পাতেও—ভীষণ বিপদ্পাতেও।
হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল—শোণিত পিপাসু বন্যপশুতে পরিপূর্ণ।

সঙ্কুল নিবিড়অরণ্যানী মধ্যে শিশুসন্তানসহ পরিভ্রমণ করিয়া মহাপুরুষ কত বিপদেই না পতিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অটল হৃদয় বিচলিত হইল না—কিছুতেই তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞার অবমাননা করিলেন না। "বাপ্পারাওয়ের বংশধর সামান্য মানবের নিকট মস্তক অবনত করিবে? তুর্কীরকরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মিবারাধিপতি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে? প্রতাপ জীবিত থাকিতে কখনই এ অবমাননা সহ্য করিতে পারিবে না। হীনতা স্বীকার করিয়া প্রতাপসিংহ কখনই মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিবে না।" এইরূপ উক্তিতে স্বীয় সামন্তগণকে সমুৎসাহিত করিয়া, বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহ, দুর্গম-গিরিশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া মোগলসম্রাট্‌কে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুটিলমতি আকবরসাহা, সম্রাট্‌প্রদত্ত পদগৌরবাভি-লাষী রাজানুগ্রহাকাঙ্ক্ষী অর্থগৃধ্নু নৃপতিগণকে প্রতাপের পক্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি মিবাররাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ প্রতাপের একমাত্র সহায় প্রধান প্রধান সামন্তগণকেও ধনরত্নের প্রলোভনে বিমোহিত করিবার প্রয়াস পাই-লেন। কিন্তু যাঁহাদিগের পিতৃপুরুষগণ মিবারভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ রাজপদে ধন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—যাঁহাদিগের বীর্য্যবতী জননীগণ রণবেশে সুসজ্জিতা হইয়া, সমরপ্রাঙ্গণে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া, জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—সেই

অর্থগৃধ্নু—অর্থলোভি।

বীরপুরুষগণের বংশধরগণ, সেই বীররমণীগণের সন্তানগণ, কি আজ তুচ্ছ ধনরত্নের জন্য হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে? সেই জয়মল্ল ও পুত্তের বংশধরগণ, কি আজ ম্লেচ্ছপ্রদত্ত তুচ্ছ রাজ্যের আশায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমিকে তুর্কীর করে সমর্পণ করিবে? আকবরসাহের সমুদয় যত্ন, সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রতাপের সামন্তবর্গ ধন রাজ্যের প্রলোভনে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা সম্পদ্‌বিপদে প্রতাপের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দৈলবারাধিপতি, প্রতাপের দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া জন্মভূমির উদ্ধার বাসনায় কৃতসংকল্প হইয়া, তাঁহারই সহিত যবনসমররূপ মহাব্রতে জীবনোৎসর্গ করিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে আপনার "দক্ষিণবাহু" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দৈলবারাধিপতিকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি আপনাকে বিপুল সহায় সম্পন্ন মনে করিলেন, এবং তাঁহার উত্তেজিত হৃদয় দ্বিগুণ উৎসাহে পূর্ণ হইল।

এইরূপে সামন্তগণ একে একে আসিয়া প্রতাপের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী সামন্তগণের মন্ত্রণা গ্রহণপূর্ব্বক প্রতাপসিংহ তাঁহার প্রণষ্ট রাজ্যের সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সামন্তগণকে গুণানুসারে জায়গীর প্রদান করিতে লাগিলেন। কমলমীর, গোগুণ্ডা প্রভৃতি পার্ব্বত্য দুর্গে বহুল সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতাপসিংহ চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, মিবারের সমতলভূমিতে তিনি স্বল্পসংখ্যক

প্রণষ্ট রাজ্য—যে রাজ্য একেবারে ধ্বংস হইয়াছে।

সৈন্যদ্বারা কথনই মোগলসম্রাটের অযুতসৈন্যের যথেচ্ছাচারিতা নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইবেন না। তাই ভাবিয়াই, তিনি দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে কমলমীরদুর্গে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন, এবং সমগ্র রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহার সমুদয় প্রজাকেই মিবারের সমতলভূমি পরিত্যাগ করিয়া ধনরত্ন সমভিব্যাহারে অবিলম্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিতে হইবে। নতুবা রাণার আদেশে তাহাদিগের শিরশ্ছেদন হইবে। দেখিতে দেখিতে মিবারবাসিগণ স্বীয় স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শৈলশিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। জনাকীর্ণ মিবারভূমি লোকশূন্য হইল। বুনাস্ ও বেরিস্ নদীর নির্ম্মলসলিলবিধৌতা শস্যশালিনী শ্যামলভূমি "বেচেরাগ্" প্রদীপশূন্য হইল।

প্রতাপসিংহ তাঁহার এই কঠোর আদেশ প্রজাগণকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অশ্বারোহিসৈনিক সমভিব্যাহারে সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হইতেন। প্রতাপ দেখিতেন, তাঁহার সাধের রাজধানী শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে, যে মিবারভূমি জীবগণের কোলাহলধ্বনিতে অহোরাত্র নিনাদিত হইত, তাহা মরুভূমির গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়াছে, যে মিবারক্ষেত্রের শ্যামলশস্য পবনহিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া নেত্রের প্রীতি সংবর্দ্ধন করিত, তাহা তৃণগুল্মে পরিপূরিত হইয়াছে, যে বিচিত্র অট্টালিকাতে পুরবাসিগণ নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকে বিমুগ্ধ হইয়া

জনাকীর্ণ—লোক পরিপূর্ণ।
পর্য্যবেক্ষণ—দেখন।

পরমানন্দে সুখে বিহার করিত, তাহা বন্যজন্তুর আবাসনিলয় হইয়াছে। প্রতাপ এই সকল শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নির্জ্জনে একবিন্দু অশ্রুপাত করিতেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শস্যশালিনী মিবারভূমি শ্মশানভূমিতে পরিণত না করিলে, রাজ্যলোভী যবনরাজের দুরাকাঙ্ক্ষা প্রতিরোধ করিবার অন্য উপায় নাই। তাই তিনি তাঁহার কঠোর আদেশের বিন্দুমাত্রও বিরুদ্ধাচরণ দেখিলে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেন।

একদা একটী অজপালক রাণার আদেশ অবজ্ঞা করিয়া বুনাস্ নদীর শ্যামল সৈকতে পরমানন্দে অজচারণ করিতেছিল। সায়াহ্ন পবনের কোমলস্বরে, কণ্ঠ মিশাইয়া কৃষকনন্দন সঙ্গীতধ্বনিতে প্রান্তরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। হতভাগা ভাবিয়াছিল যে, সে বিজনভূমিতে মহারাণা কখনই আগমন করিবেন না। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে? মহারাণা অশ্বারোহী সহচরগণসহ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই বিজন কান্তারেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বজ্রগম্ভীরস্বরে অজপালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি সাহসে রাণার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া এই শস্যশালী প্রদেশে অজচারণ করিতেছিস্?" অভাগা কৃষক হতজ্ঞান হইয়া অস্ফুট বাক্যে স্বীয় দোষ স্বীকারপূর্ব্বক রাণার নিকট ক্ষমা চাহিল। কিন্তু যে হৃদয়ের স্তরে স্তরে চিতোরধ্বংসের প্রবল হুতাশন ভীষণ দাবানলরূপে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, যবনানির্য্যাতনরূপ দারুণচিন্তা যে হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—সেই দগ্ধীভূতচিত্তে হত-

---

শ্মশানভূমিতে পরিণত না করিলে—লোক শূন্য না করিলে।

ভাগার সকরুণ আর্ত্তনাদ স্থানপ্রাপ্ত হইল না। স্বজাতির উদ্ধার ও স্বদেশহিতৈষণার ভীষণ প্রতিজ্ঞার সমক্ষে প্রতাপের কোমলহৃদয় পরাজিত হইল—প্রতাপসিংহ স্বীয় অসি নিষ্কোশিত করিয়া স্বহস্তে সেই অভাগা অজপালকের শিরশ্ছেদন করিলেন। এই-রূপে নির্ম্মমতার কঠিন উপাদানে স্বীয় হৃদয়কে গঠিত করিয়া, প্রতাপসিংহ স্বর্ণপ্রতিম মিবারভূমিকে মরুভূমিতে পরিণত করি-লেন। স্বদেশোদ্ধারের মহৎব্রত অবলম্বন করিয়া, তিনি শারীরিক সুখসচ্ছন্দতার প্রতি একেবারে উদাসীন হইলেন। তিনি অমা-ত্যবর্গের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন চিতোরোদ্ধার না হইবে—যতদিন পূর্ব্ব গৌরবের পুনঃ সংস্থাপন না হইবে, ততদিন তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে পান ভোজন করিবেন না। বৃক্ষপত্রই তাঁহাদিগের একমাত্র আহারীয় পাত্র হইবেক। তৃণগুল্মই তাঁহাদিগের একমাত্র শয্যা হইবেক এবং এই নিদারুণ শোকের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহারা ততদিন শ্মশ্রু-রাজিতে ক্ষুর স্পর্শও করিবেন না। এখন হইতে লুপ্তগৌরব-পুনরুদ্ধার পর্য্যন্ত রণোন্মাদকারী "নাকাড়া" সমরোন্মুখী সৈন্য-গণের পুরোভাগের পরিবর্ত্তে পশ্চাদ্ভাগে ধ্বনিত হইবে। মিবারভূ-মিতে সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইল না। তাই আজিও সৈন্যগণের

প্রতাপের কোমল হৃদয়—স্বভাবতঃ প্রতাপ দয়ালু ছিলেন। কিন্তু এস্থলে তাহার দয়ার বৃত্তি কোনও কার্য্যকারী হইল না।

নির্ম্মমতার কঠিন উপাদানে ইত্যাদি—বাধ্য হইয়া নির্দ্দয় হইলেন।

মিবারভূমিতে সৌভাগ্য-সূর্য্য ইত্যাদি—মিবার প্রদেশ আর স্বাধীন হইল না।

পশ্চাদ্ভাগে নাকাডাধ্বনি হইয়া থাকে—আজিও প্রতাপের উত্তরাধিকারিগণ স্বর্ণ ও রজতপাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র স্থাপন করিয়া থাকেন—আজিও সুখস্পর্শ কোমল শয়নের অধোদেশে তৃণরাজি বিস্তৃত করিয়া রাখেন এবং আজিও শোকচিহ্ স্বরূপ শ্মশ্রুরাজিতে মুখমণ্ডল পরিবৃত করিয়া রাখেন। ধন্য রাজপুত। ধন্য তোমার স্বদেশপ্রেমিকতা।

স্বদেশোদ্ধারের পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, প্রতাপসিংহ এইরূপ কঠোরব্রত অবলম্বন করিয়া, স্বীয় সামন্তগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সামন্তগণই তাঁহার একমাত্র সম্বল। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অকলঙ্ক আর্য্যকুলের কলঙ্কস্বরূপ রাজপুতনার অন্যান্য নৃপতিগণ, তুচ্ছ ধনরাজ্যের প্রলোভনে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া, ম্লেচ্ছরাজের স্বর্ণনিগড় গলদেশে পরিধান করিয়াছেন। অম্বরাধিপতি ভগবান দাস এই সমুদয় নৃপতির অগ্রণী ও নেতা ছিলেন। মাররার ও অম্বরপতিই সর্ব্বপ্রথমে তুর্কীর হস্তে স্বীয় স্বীয় দুহিতা অর্পণ করিয়া রাজপুতকুলে কলঙ্করেখা পাতিত করেন। ম্লেচ্ছের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই প্রতাপ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। পতিত বিবেচনা করিয়াই তাঁহাদিগের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মিবারাধীশ্বর

স্বদেশোদ্ধারের পবিত্রমন্ত্রে ইত্যাদি—স্বদেশোদ্ধারই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করিয়া।

ম্লেচ্ছরাজের স্বর্ণনিগড় ইত্যাদি—যবন রাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন।

কুলশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত করিলেন বলিয়া, রাজপুত নৃপতিগণ বিপুল ধনরত্নের অধিকারী হইয়াও মনঃক্ষোভে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এমন কি, ভক্তসিংহ ও জয়সিংহ নামক মারবার ও অম্বারের দুইটী প্রধান নৃপতি সম্রাট্ সদনে আশাতিরিক্ত পদমর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াও পতিত বলিয়া একদিন আপনাদিগকে শত ধিক্কার প্রদান করিলেন এবং কৃত পাপের অনুশোচনা করিয়া বিনয়নম্র বচনে প্রতাপের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন "মহারাজ! আমরা কলঙ্কিত হইয়াছি—পতিত হইয়াছি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে ঐ পবিত্র কুলের পার্শ্বে স্থান দান করুন্।" এইরূপে একাকী হইয়াও প্রতাপসিংহ শিশোদীয় কুলের চিরগৌরব সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে বীরপুঙ্গবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে হিমাবৃত ককেশস্ হইতে সুদূর "কণক চারসনিস্" পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড কম্পান্বিত হইয়াছিল—যে বীরকেশরীর অলৌকিক বীরত্ব ও আশ্চর্য্য কৌশলে ভারতের প্রতীচ্য সীমার বহির্ভূত সুদূর আফগানিস্থান হইতে প্রাচ্য সীমা ব্রহ্মদেশ ও হিমালয়ের পাদদেশ হইতে গিরিকন্দরসমাচ্ছন্ন দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত সমগ্রভূভাগে মোগল-সম্রাটের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল—বলিতে কি, যে বীর-চূড়ামণি, ভারতের সম্রাট্শেখর আকবরসাহের অতুল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ও অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন—সেই রাজপুতবীর অম্বারাধিপতি

অনুশোচনা—পরিতাপ।
প্রতীচ্য—পশ্চিম।
প্রাচ্য—পূর্ব্ব।

মানসিংহ, নিঃসহায় প্রতাপের এরূপ কুলগর্ব্ব সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রতাপের এ অহঙ্কার, এ দর্প চূর্ণ করিবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। ভাগ্য তাঁহার অনুকূল হইল। সুযোগ আপনিই ঘটিয়া উঠিল।

সোলাপুরে মোগল বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া রাজা মানসিংহ সগর্ব্বে হিন্দুস্থানে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ তাঁহার প্রফুল্লচিত্ত অমানিশার ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন হইল। একটী নিদারুণ চিন্তা তাঁহার মর্ম্মদেশে আঘাত প্রদান করিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যদি রাজপুতকুল হইতে বিচ্যুত হইলাম—যদি প্রতাপের সঙ্গে আহারাদি পর্য্যন্তও না করিতে পারিলাম, তাহা হইলে সম্রাট্‌প্রদত্ত এ বৃথা পদগৌরবের ফল কি?" এই ভাবিয়া তিনি প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার মনস্থ করিলেন। শিশোদীয়কুলের চিরশত্রু, মোগলের প্রধানতম সেনানী, এই সঙ্কটসময়ে, একাকী প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার পার্ব্বত্যদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন শুনিয়া বর্ত্তমানকালের পাঠকগণ বোধ হয়, বিস্মিত হইবেন। কিন্তু আর্য্যগণের যুদ্ধনীতি যাঁহারা বিদিত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট এটী কিঞ্চিন্মাত্রও বিস্ময়কর নহে। আর্য্যগণ প্রবলতম অরিকেও নিঃসহায় অবস্থায় আক্রমণ করিতেন না। তাঁহাদিগের পবিত্র ইতিহাস রামায়ণ ও মহাভারত এ বাক্যের

সোলাপুরে মোগল বৈজয়ন্তী ইত্যাদি—সোলাপুর মোগল রাজ্য ভুক্ত করিয়া।

তাঁহার প্রফুল্ল চিত্ত ইত্যাদি—তাঁহার প্রসন্ন মন বিষণ্ণ হইল।

সাক্ষ্য প্রদর্শন করিতেছে। মানসিংহ জানিতেন, প্রতাপ যবন নয, হিন্দুসন্তান। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি শত্রুপুরীতে একাকী গমন কবিলেন। প্রতাপ মানসিংহেব আগমনবার্ত্তা শ্রবণানন্তব উদযসাগব পর্য্যন্ত অগ্রসব হইয়া তাঁহাব অভ্যর্থনা কবিলেন, এবং পবম সমাদবে তাঁহাকে দুর্গাভ্যন্তবে লইযা গেলেন। কিযৎকাল কথোপকথনেব পর ভোজনকাল সমাগত হইল। মানসিংহ স্নানাহ্নিক সমাপনানন্তব ভোজনাগাবে প্রবিষ্ট হইযা দেখিলেন যে প্রতাপেব জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা কবিবাব নিমিত্ত উপস্থিত বহিযাছেন। প্রতাপসিংহ স্থানান্তবে গমন কবিযাছেন। মানসিংহ জিজ্ঞাসা কবিলেন "অমব! তোমাব পিতা কোথায ?" অমবসিংহ বিনীতভাবে উত্তব কবিলেন, "মহাবাণা শিবঃপীডায কাতব আছেন, আমিই আপনাব পবিচর্য্যায নিযুক্ত আছি, অতএব মহাশয! জাতীয আচাব ব্যবহাবেব* প্রতি লক্ষ্য না কবিযা আহাব করুন।" মানসিংহ গম্ভীবস্ববে প্রত্যুত্তব কবিলেন "অমব। মহাবাণাকে বল, আমি তাঁহাব শিবঃপীডাব কাবণ বুঝিতে পাবিযাছি। যে ভ্রম একবাব হইযা গিযাছে, তাহা আব সংশোধন কবিবাব উপায নাই। এখন মহাবাণা যদি আমাব সঙ্গে একত্র উপবেশন কবিযা আহাব না কবেন, তবে বল দেখি কে আব আমাব সঙ্গে আহাব করিতে সাহসী হইবে?" কিঞ্চিৎকাল

পবিচর্য্যায—সেবায।

* বাজপুত জাতিব মধ্যে একটী নিযম ছিল যে, অতিথি সমাগত হইলে, গৃহস্বামী স্বযং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাব সহিত আহারাদি ক্রিয়া সম্পাদন কবিতেন।

যে ভ্রম—ম্লেচ্ছকে কন্যা সম্প্রদান।

এইরূপ তর্কবিতর্কের পর, মানসিংহ যখন জেদ্ করিতে লাগি-লেন, তখন প্রতাপসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন, "যে রাজপুত তুর্কীর হস্তে ভগিনী সমর্পণ করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ তুর্কীর সঙ্গে একত্র আহার করিয়াছে, শিশোদীয় কুলোদ্ভব রাণা প্রতাপসিংহ তাহার সঙ্গে একত্র আহার করিতে ঘৃণা বোধ করেন।" মানসিংহ! তুমি নিজের ভ্রমে অপমানিত হইলে। যে প্রতাপ তুর্কীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য, সুধু উচ্চকুলের গৌরব রক্ষা করি-বার জন্য, রাজ্য, ধন পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন, মানসিংহ! তুমি কি সাহসে তুর্কীর করে ভগিনী সমর্পণ করিয়া, আজ সেই প্রতাপসিংহের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া আহার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলে? মানসিংহ! তুমি রাজপুত্র হইয়া প্রতাপের চরিত্র বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিলে, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রতাপ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে আহ্বান করিয়া অবমাননা করেন নাই, অতএব এ ব্যাপারে প্রতাপসিংহ কিঞ্চিন্মাত্রও দোষী নহেন।

প্রতাপের কঠোর উক্তি শ্রবণানন্তর মানসিংহ আর অন্ন ব্যঞ্জন স্পর্শও করিলেন না। যে কয়েকটী অন্ন ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা স্বীয় উষ্ণীষে ধারণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন, এবং বিদায়কালে বলিয়া গেলেন, "প্রতাপসিংহ! তোমারই গৌরব রক্ষা করিবার জন্য আমরা ম্লেচ্ছপদে সর্ব্বস্ব

প্রয়াসী—যত্নবান।

সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছি—ধন, মান, কুল, সমুদয় অর্পণ করিয়াছি।

উৎসর্গ করিয়াছি, তোমারই মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় সম্মানে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তুর্কীর হস্তে ভগিনী ও কন্যা-গণকে সমর্পণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি বুঝিলে না, যদি বিপদকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই সাধ হইয়া থাকে, তবে জানিও এ ভূমি আর তোমাকে অধিককাল বক্ষে ধারণ করিবে না।” এই বলিতে বলিতে বীরবর মানসিংহ স্বীয় তুরঙ্গে আরোহণ করিলেন। তিনি প্রস্থানকালে পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, প্রতাপসিংহ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতাপসিংহকে দেখিবামাত্রই অম্বরাধিপতির চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধকম্পিতস্বরে প্রতাপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “প্রতাপসিংহ! যদি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নাম মানসিংহ নহে।” প্রতাপ ধীর গম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন, “মানসিংহ! আপনার কথায় পরিতৃপ্ত হইলাম, রণপ্রাঙ্গণে আপনার সাক্ষাৎ পাইলে বড় সুখী হইব।” প্রতাপের কথা শেষ হইতে না হইতেই মানসিংহ অশ্বে কশাঘাত করিলেন। তৎকালে একটী লোক মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “মানসিংহ! সমরভূমিতে আসিবার সময় তোমার ফুপ্পা আকবরকে সঙ্গে আনিতে ভুলিয়া যাইও না।” মানসিংহ অবমাননার গুরুভার মস্তকে লইয়া বায়ুবেগে সম্রাট্

বিপদকে আলিঙ্গন ইত্যাদি—নিতান্তই বিপদে পতিত হইতে চাও।

এ ভূমি আর তোমাকে ইত্যাদি—নিশ্চয়ই তুমি মিবার ভূমি হইতে বিতাড়িত হইবে।

রণপ্রাঙ্গণে—সমর ক্ষেত্রে।

সদনে উপনীত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে সমুদয় বৃত্তান্ত তৎ-সমক্ষে বিবৃত করিলেন। আকবরসাহা মানসিংহের অবমাননাকে স্বীয় অবমাননা বলিয়া গণনা করিলেন এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে মানসিংহ প্রস্থান করিলে পর, তিনি যে স্থানে আহার করিতে উপবেশন করিয়াছিলেন, প্রতাপ ও তাঁহার অনুচরবর্গ গোময় ও গঙ্গাজলদ্বারা তাহা বিধৌত করিলেন। মানসিংহকে তাঁহারা ম্লেচ্ছ হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়া গণনা করিতেন। আজ সেই রাজপুতকুলাঙ্গার ঘোরনারকীর মুখ সন্দর্শনে তাঁহারা আপনাদিগকে অপবিত্র ও কলুষিত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহারা পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীর পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া আপনাদিগের পাপরাশি ক্ষালনপূর্ব্বক নির্ম্মলচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে মিবারভূমিতে যে তুমুল কাণ্ড সমুত্থিত হইল—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে যে ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইল—ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড হইতে যে প্রবল ঝটিকা সমুৎপন্ন হইল—সেরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার জগতে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। এই ঘটনা হইতেই প্রতাপের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, এবং এই ঘটনাতেই তিনি এ মর্ত্ত-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

প্রতাপের এবম্প্রকার অবমাননায় মর্ম্মাহত হইয়া দিল্লীসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সেলিম চিরজয়ী সেনাপতি মানসিংহ ও সাগরজীর জাতিভ্রষ্ট পুত্র মহাবৎখাঁ-সমভিব্যাহারে অসংখ্য সৈন্যসহ প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ভারতের পরাক্রান্ত সম্রাটের বীরতনয়, সাম্রাজ্যের যাবতীয় প্রধান প্রধান

সেনাপতি-পরিবৃত হইয়া—নানাপ্রকার আগ্নেয় অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া—নিঃসহায় প্রতাপের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রতাপের কি আছে? তাঁহার সাধের চিতোরদুর্গ নাই—তাঁহার অতুল ধনসম্পত্তি নাই—তাঁহার বন্ধুবান্ধবও নাই। অম্বার, মারবার প্রভৃতি যাবতীয় রাজ্যের নৃপতিগণ তাঁহার বিপক্ষপক্ষে যোগদান করিয়াছেন। নিঃসহায় হইয়াও তাঁহার যে ধন ছিল, তাহাতেই তিনি আপনাকে বিপুল সহায়সম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার অদম্য সাহস—দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত—পার্ব্বত্য ভীল—এই তিনটিতে তিনি আজও বঞ্চিত হয়েন নাই। এবং এই দ্রব্যত্রয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি আজ মোগলের বিশাল অক্ষৌহিণীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তুত হইলেন।

সমরকুশল প্রতাপসিংহ, নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী উদয়পুরের সমক্ষে একটী উত্তুঙ্গ পর্ব্বতে শিবির সংস্থাপন করিলেন। পর্ব্বতের পাদদেশে ও অধিত্যকাপ্রদেশে রাজপুতসৈন্যগণ সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হইল। পার্ব্বত্য ভীলগণ, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া—কার্ম্মুকশরে সুসজ্জিত হইয়া, যবনসৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা শত্রুদিগকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য শিলাখণ্ড আনিয়া পদপ্রান্তে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিল।

এদিকে মোগলবীর সেলিম, পার্ব্বত্যপ্রদেশের নানা দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া, ঐ অভ্রভেদী পর্ব্বতের পাদদেশে হলদিঘাট নামক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমুপস্থিত হইলেন। উভয় দল সম্মুখীন হইল। যবনগণ ভৈরবরবে গগন বিদীর্ণ করিয়া রাজপুতদিগকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিল। রাজপুতগণ বীরকেশরী প্রতাপের উৎসাহবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া ভৈরবহুঙ্কারে মোগলের বিশাল

অনীকিনীতে আপতিত হইল। যবনগণ প্রতিহিংসার কালকূট-মন্ত্র ও রাজ্যলালসার সম্মোহিনী আশার বশবর্ত্তী হইয়া প্রবল বিক্রমে হিন্দুসৈন্য ধ্বংশ করিতে লাগিল। রাজপুতগণ স্বাধীনতার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া—সজাতীয় প্রেমে প্রণোদিত হইয়া—অমিততেজে যবন অক্ষৌহিণী ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। চির-পূজিত গিহ্লোটকুলের পদমর্য্যাদা—রাজপুতকামিনীর সতীত্বরত্ন—হিন্দুর সর্ব্বস্ব, আজ এই সমরের ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে, এই ভাবিযাই যেন অধীর হইয়া মদোন্মত্তমাতঙ্গের ন্যায—শৈলনিঃসৃত স্রোতস্বিনীর ন্যায—হিন্দুসৈন্যগণ কোনও বাধা বিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, উত্তালতরঙ্গমালাসমাচ্ছন্ন মহাসাগরসদৃশ সেই যবন অক্ষৌহিণীতে আপতিত হইল। কি সাধ্য যে, যবনগণ সেই প্রবলস্রোতের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়-মান থাকিবে? বাতাহত কদলীর ন্যায ম্লেচ্ছসৈন্যগণ ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। রণপ্রাঙ্গণের যে দিকে মুসলমানের হুঙ্কার রব, যে দিকে যুদ্ধভীষণতম, বীরকেশরী প্রতাপসিংহ সেই স্থানেই সমুপস্থিত। অদ্ভুত কৌশলে স্বীয সৈন্য পরিচালন করিয়া প্রতাপসিংহ রণনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রতাপসিংহ, রণমদে উন্মত্ত হইয়া হিন্দুকুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ মান-সিংহের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মনে বড় সাধ, আজ এই মহাহবে সেই নরাধমের পাপমুণ্ড স্বহস্তে ছেদন করেন। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। কোথাও মানসিংহের সাক্ষাৎ পাইলেন না। প্রতাপসিংহ ক্ষুধার্ত্তব্যাঘ্রের ন্যায যবনদিগকে আক্রমণ করিতেছেন, এমন সময তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে একাকী যুবরাজ সেলিমের মত্তমাতঙ্গের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন।

প্রতাপের সুশিক্ষিত "চৈতক" অশ্ব অমনি এক পা হস্তীর শুণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া স্বীয় বাহককে ঊর্দ্ধে উত্থিত করিল। প্রতাপ তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বর্ষা যুবরাজের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। কাহার সাধ্য বিশাল-ভুজ-নিক্ষিপ্ত প্রতাপের সেই বর্ষার প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে পারে? ভারতের ভাবীসম্রাট্ তখনই মানবলীলা সংবরণ করিতেন। বলিতে পারা যায় না, সেই মুহূর্ত্তের ঘটনায় ভারত অদৃষ্টের কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যুবরাজ লৌহনির্ম্মিত দুর্ভেদ্য হাওদায় সুরক্ষিত ছিলেন। প্রতাপের বর্ষা হাওদায় ফিরিয়া অঙ্কুশধারীকে প্রবলতেজে আঘাত করিল এবং সেই আঘাতেই হতভাগ্য ভূমিতলে নিপতিত হইল। মত্তমাতঙ্গ পরিচালকাভাবে উন্মত্ত হইয়া সেলিমকে লইয়া রণ-প্রাঙ্গণ হইতে সুদূরে প্রস্থান করিল।

সেলিমকে বিষম সঙ্কটে পতিত দেখিয়া যবনসৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সেই স্থলে উপনীত হইয়াছিল। মিবারের প্রধান প্রধান সামন্তগণও মহারাণার বিপদ্ দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রতাপের মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র শোভা পাইতেছিল। সামন্তগণ তাঁহাকে কতবার অনুনয় করিয়া বলিয়াছিল, "মহারাজ! এই ঘোর সঙ্কট সময়ে রাজচ্ছত্র মস্তকোপরি থাকিলে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা, অতএব এখন ছত্র ধারণ করা বিধেয় নহে।" কিন্তু প্রতাপ তাহা শুনেন নাই। মৃত্যুর ভয়ে রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করিতে প্রতাপসিংহ স্বীকৃত হয়েন নাই। প্রকৃত বীরগণ সম্মানের নিকট প্রাণকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। বীরজগতে এরূপ উদাহরণ সময়ে সময়ে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই চিহ্ন ইউ-

রোপীয় বীর নেল্‌সনেরও একদিন কালস্বরূপ হইয়াছিল। শত্রুগণ রাজচিহ্ন সন্দর্শনে প্রতাপকে চিনিতে পারিয়া প্রবলবেগে তাঁহা-রই দিকে ধাবিত হইল। প্রতাপের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইল। তরবারি, গুলি ও ভল্লের আঘাতে তাঁহার শরীরের সপ্তস্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। ক্ষতস্থল হইতে অবিরল ধারায় রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হওয়ায় তাঁহার শরীর অবসন্নপ্রায় হইয়াছে। এই ঘোর বিপদ্ সময়ে শত্রুগণ কেবল তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভৈরব হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া সম্মিলিত হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনবার এই রাজচিহ্ন তাঁহাকে এইরূপ বিপদে পাতিত করিয়া-ছিল। তিনি তিনবারই অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যবনগণের ঈদৃশ প্রচণ্ড আক্রমণ তিনি পূর্ব্বে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। সেলিমের দুর্দ্দশা সন্দর্শনে মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল এবং সেই উন্মত্তাবস্থায়ই এখন তাহারা প্রতাপসিংহকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ প্রমাদ গণিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি একবার মিবারের ভবিষ্যচিত্র স্বীয় মনে অঙ্কিত করিলেন—মুহূর্ত্তের জন্য একবার হিন্দুর লুপ্তপ্রায় আশার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার বীরধমনীতে প্রবলরূপে রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় দারুণ জিঘাংসায় উন্মত্তবৎ হইল। তিনি অনন্ত আকাশের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সমরতরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। আজ এই ভীষণ দানবসংগ্রামে প্রতাপ-সিংহ তাঁহার অপূর্ব্ব শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। একাকী চতুর্দ্দিক রক্ষা করিয়া সমরকুশল বহুল যবনসৈন্য নিপা-তিত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যবনগণ দলে দলে

আসিয়া স্বল্পসংখ্যক রাজপুতগণকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহাবিপদ্‌ —বুঝিবা মিবারের গৌরবসূর্য্য আজ এই হলদিঘাটেই অস্তমিত হয়। এমন সময় ঝালাধিপতি আত্মোৎসর্গের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, রাজপুতগৌরব—হিন্দুর শেষ ভরসা প্রতাপ-সিংহের জীবন রক্ষা করিলেন। স্বদেশ-প্রেমিক মান্না নিরুপায় দেখিয়া কণক-তপন-পরিশোভিত মিবারের সেই সুবর্ণচ্ছত্র মহারাণার মস্তকোপরি হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং সেই রাজচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক মহারাণার ভাণ করিয়া সেই ভীষণ সংগ্রামের সঙ্কট স্থলে উপস্থিত হইলেন। মহারাণার ছত্র সন্দর্শন করিয়া, শত্রুগণ প্রবলবেগে সেই দিকে ধাবিত হইল। ঝালাধিপতি মান্না অপূর্ব্ব কৌশলে বিপুলসৈন্য নিপাতিত করিয়া, হলদিঘাটের সেই পবিত্র রণভূমিতে, অনন্তকালের জন্য শায়িত হইলেন। ধন্য মান্না! ধন্য তোমার স্বদেশহিতৈষণা। জন্মভূমির স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিবার জন্য অনেক বীর অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু মান্না! তুমি আজ আত্মোৎসর্গের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে, ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। তুমি আজ সমরপ্রাঙ্গণে যে কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া চলিয়া গেলে, জগতে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ দৃষ্টিগোচর হয় না। মান্না! তোমার নৈপুণ্য অদ্ভুত! তোমার চাতুর্য্য অদ্ভুত! তোমার জীবন অদ্ভুত!

এদিকে প্রতাপের অনুচরবর্গ তাঁহাকে সমরপ্রাঙ্গণ হইতে দূরে লইয়া গেল। তিনি কিছুতেই সমরভূমি হইতে দূরে যাইতে চাহিলেন না। বলিতে লাগিলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু আর্য্যশোণিত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ তিনি

কিছুতেই যবনসংহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। মনে বড সাধ ছিল, আজ এই হলদিঘাটে যবন অক্ষৌহিণী নিপাতিত করিয়া—মানসিংহ ও সেলিমের মস্তক ছেদন করিয়া—হিন্দুর পূর্ব্বগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মনের সাধ মনেই রহিল। যবনের বিশাল অক্ষৌহিণীর মধ্যে অনন্তসাগরে জল বিম্ববৎ তাঁহার স্বল্পসংখ্যক সৈন্য বিলীন হইযা গেল। তাঁহার দ্বাবিংশসহস্র রাজপুতের মধ্যে মাত্র আট্ সহস্র সৈন্য প্রাণ লইযা রণপ্রাঙ্গণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুতবীর সেই দিন, সেই হলদিঘাটে, পবিত্রভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ অবলীলাক্রমে জীবন বিসর্জ্জন করিল। প্রতাপ অনন্যোপায় হইযা একাকী রণপ্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিলেন। দুইটী যবন সৈন্য দূর হইতে দেখিতে পাইল যে, একটী বীরপুরুষ অশ্বে কশাঘাতপূর্ব্বক তীব্রবেগে রণপ্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিতেছে। অশ্বারোহীর প্রতি সন্দিহান হইযা, তাহারা অনতিবিলম্বে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। প্রতাপ নিরুপায় দেখিয়া পুনঃ পুনঃ অশ্বে কশাঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শ্রান্ত অশ্ব অধিক দূর যাইতে না যাইতেই সৈনিকদ্বয় তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। প্রতাপ বড় বিপদে পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে, তিনি একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর তীরে আসিযা উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চৈতক অশ্ব এক লম্ফে সেই পার্ব্বত্য সরিৎ উত্তীর্ণ হইযা পূর্ব্ববৎ তীব্রবেগে ধাবিত হইল। কিন্তু সৈনিকদ্বযের ঘোটক স্রোতস্বিনী উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইল না। প্রতাপ এই অবসরে অনেক দূর যাইযা পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার অশ্ব অতি শ্রান্ত হওযাতে তাহার গতি হ্রাস হইযা আসিল। অশ্ব ধীরে চলিল। এমন

সময়ে সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশে পুনরায় অন্য অশ্বের পদশব্দ উত্থিত হইল। "হো নীলঘোড়াকা শোয়ার" এই বজ্রগম্ভীর স্বর, সেই নির্জ্জনপ্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়া, প্রতাপের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। প্রতাপ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিলেন যে, একটী অশ্বারোহী সৈনিক দ্রুতবেগে তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে। প্রতাপ চাহিলেন, চাহিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন, দেখিলেন, তাঁহার প্রবলতম শত্রু নিষ্ঠুর ভ্রাতা শক্তসিংহ। প্রতাপ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতময়। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় কি সাধ্য যে, সেই রাজপুত বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি প্রাণ বাঁচাইবেন। তাই তিনি প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং তরবারি নিষ্কোশিত করিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সৈনিক পুরুষ প্রতাপের সমক্ষে উপনীত হইলেন। প্রতাপ সবিস্ময়ে দেখিলেন, শক্তের মুখমণ্ডলে ঈর্ষা ও ক্রোধের চিহ্ন মাত্রও পরিলক্ষিত হইতেছে না। শান্তি ও স্নেহের নির্ম্মল জ্যোতিঃ তাঁহার নয়নদ্বয়ে বিরাজ করিতেছে। শক্তসিংহ ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া গদগদ বচনে তাঁহাকে বলিলেন "ভ্রাতঃ! এ হতভাগার অপরাধ ক্ষমা করুন।" প্রতাপসিংহ প্রফুল্লচিত্তে শক্তকে আলিঙ্গন করিলেন। শুভক্ষণে দুই ভ্রাতার মিলন হইল। তাঁহারা পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া গেলেন। বহুদিন পরে ভ্রাতার সহিত মিলন হইল। আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। এমন সময় তাঁহার জীবনরক্ষক

চৈতক ভূমিতলে পতিত হইযাই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রতাপ সিংহ মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। শক্তসিংহও চৈতকের মৃত্যুতে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। স্বীয় অশ্ব প্রতাপকে প্রদানপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং “সেলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই পুনরায় আপনার সহিত সম্মিলিত হইতেছি” এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

শক্তসিংহ সেলিমের শিবির হইতে দেখিযাছিলেন যে, প্রতাপসিংহ একাকী তাঁহার নীলঘোটকে আরোহণ করিযা দ্রুতবেগে রণপ্রাঙ্গণ হইতে পলায়ন করিতেছেন। পশ্চাতে দুইটী যবনসৈনিককে ধাবিত হইতে দেখিযাই তিনি স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিযাছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একান্ত অসহায় দেখিয়া শক্তসিংহ পূর্ব্ববৈরিতা ভুলিযাছিলেন এবং পথিমধ্যে সেই সৈনিকদ্বয়কে নিপাতিত করিযা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রতাপের সহিত মিলিত হইযাছিলেন।

প্রতাপের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিযা শক্তসিংহ ঐ হতসৈনিকদ্বয়ের একটী ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে সেলিমের নিকট উপস্থিত হইলেন। চতুর সেলিম শক্তসিংহের মুখভঙ্গী দর্শন করিযাই তাঁহার মনের ভাবপরিবর্ত্তন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “শক্তসিংহ! বৃত্তান্ত কি?” শক্তসিংহ বলিলেন, “যুবরাজ! প্রতাপ সেই সৈনিকদ্বয় ও আমার অশ্বকে হত করিযাছে। আমি খোরাসানী সৈনিকের অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি কষ্টে পলাইযা ত্রাণ

পাইয়াছি।” শক্তসিংহ ছলনা করিতেছেন, সেলিম ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “শক্তসিংহ! আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি সত্যকথা বল।” তখন শক্তসিংহ গম্ভীরভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, “যুবরাজ! আমার ভ্রাতার স্কন্ধে একটী রাজ্যের ভার স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ ঘোর বিপদসময়ে তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া আমি স্থির থাকিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম।” সেলিম তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। শক্তসিংহকে নিরাপদে তাঁহার ভ্রাতার সহিত মিলিত হইতে অনুমতি দিলেন। শক্তসিংহ প্রত্যাগমনকালে ভিনস্র দুর্গের উদ্ধার সাধন করিয়া মহারাণার নজরস্বরূপ ঐ জয়লব্ধ ধন তাঁহার চরণে অর্পণ করিলেন। প্রতাপ পরম সন্তুষ্ট হইয়া শক্তকে পুরস্কার স্বরূপ ঐ নবার্জ্জিত দুর্গ প্রদান করিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ দুর্গ শক্তাবংগণের প্রধান আবাসস্থান ছিল। শক্তসিংহ খোরাসান্ ও মুলতান-নিবাসী সৈনিকদ্বয়কে নিহত করিয়া, স্বীয় ভ্রাতা মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, মিবারের ভট্টগণ তাঁহার বংশধরগণকেও “খোরাসানী মুলতানীকা অগগল” এই গৌরবপূর্ণ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

সম্বৎ ১৬৩২ অব্দের [খৃঃ ১৫৭৬ জুলাই] ৭ই শ্রাবণ মিবার ইতিহাসের একটী চিরস্মরণীয় দিন। এই দিন হলদিঘাটের পার্ব্বত্যক্ষেত্র মিবারের প্রধান প্রধান সামন্তগণের পবিত্র শোণিতে প্লাবিত হইল। মহারাণার পরমাত্মীয় পাঁচশত যোদ্ধা রণপ্রাঙ্গণে চিরশয্যায় শয়ন করিল। গোয়ালিয়রের রাজ্যভ্রষ্ট রাজা রামসাহ স্বীয় পুত্র খান্দিরা ও সার্দ্ধ তিনশত তুয়ার বংশীয় রাজপুত সৈন্যের সহিত সেই মহাহবে প্রাণাহুতি প্রদান

পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতার পাশ হইতে বিমুক্ত হইলেন; এবং ঝালাধিপতি মান্না দেড় শত অধীনস্থ সামন্তের সহিত সেই ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গের অদ্বিতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এই যুদ্ধে মিবারভূমি একরূপ বীরশূন্যা হইল এবং এই যুদ্ধেই প্রতাপ সিংহের শেষ আশা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এদিকে সম্রাট্‌নন্দন সেলিম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বর্ষাকাল উপস্থিত। শত্রুগণ চলিয়া গিয়াছে। প্রতাপসিংহ একটু বিশ্রাম করিবার সময় পাইলেন, কিন্তু এই শান্তিসুখ অধিককাল সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। বসন্ত সমাগমে শত্রুগণ আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিল। নিঃসহায় প্রতাপ পরাজিত হইলেন। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় পার্ব্বত্য দুর্গ কমলমীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সাবাজখাঁ দুর্গ আক্রমণ করিলেন; কিন্তু প্রতাপসিংহ অদ্ভুত কৌশলে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ কিছুতেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তাহারা তাঁহার একমাত্র পানীয় "নোগান" কূপসলিলে কীটোৎপাদন করিয়া তাঁহাকে ঘোর বিপদে পাতিত করিল। প্রতাপ অনন্যোপায় হইয়া চৌন্দ নামক একটী পার্ব্বত্য নগরে প্রস্থান করিলেন। শনিগুরুরাও সাবাজখাঁর সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া কমলমীর দুর্গেই পতিত হইলেন। দুর্গ যবনের হস্তগত হইল।

কমলীর দুর্গ মোগলের করায়ত্ত হইলে পর, মানসিংহ ধুর্ম্মতী ও গোগুণ্ডা নামক দুইটী দুর্গ আক্রমণ করিলেন। উদয়পুর মহাবৎখাঁর হস্তগত হইল। ফরিদ খাঁ চৌন্দনগরে প্রতাপের

অনুসরণ করিলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া শক্রগণ তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি শৈল হইতে শৈলান্তরে, অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে, এইরূপে নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া, শক্রগণের ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুযোগ পাইলেই রাজপুতবীর শক্র-শিবিরে আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পুনরায় গিরিশৃঙ্গে আশ্রয় লইতেন। এইরূপে নিঃসহায় হইয়াও প্রতাপ সিংহ শক্রগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এক দিন কৌশল ক্রমে তিনি ফরিদখাঁকে এমন একটী গিরিসঙ্কটে রুদ্ধ করিলেন যে, যবনসেনাপতি আর কোনও ক্রমে তথা হইতে বহির্গত হইবার উপায় দেখিলেন না। প্রতাপ সেই কন্দরে তাঁহার সমুদয় সৈন্য নিপাতিত করিলেন। এইরূপে মোগলগণ সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রতাপকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার আশায় নিরাশ হইল। এবং সেই দুর্গমপ্রদেশ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

এইরূপে নিঃসহায় হইয়াও প্রতাপসিংহ অসীম সাহসিকতা ও অদ্ভুত রণনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কতিপয় সহচরের সাহায্যে মোগলসম্রাট্ আকবরসাহের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অর্থ প্রেমের নিকট পরাজিত হইল। বেতনভোগী মোগলসৈন্যগণ স্বদেশ প্রেমোন্মত্ত প্রতাপসিংহের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু জয়ী হইয়াও প্রতাপের কষ্টের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। একে একে সমুদয় দুর্গই মোগলের করায়ত্ত হইয়াছে। নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে বৃক্ষতলই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। বৎসরের পর

বৎসর অতীত হইতে লাগিল। তাঁহার হতাবশিষ্ট বন্ধুনিচয়ের ক্ষুদ্র সংখ্যাও ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিল। ক্রমশঃই তাঁহার কষ্ট ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বীরবরের অটলহৃদয় এক দিনের জন্যও বিচলিত হইল না। এক দিনের জন্যও মোগলের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ভোগসুখের জন্য তাঁহার স্থিরচিত্ত বিকৃত হইল না। কিন্তু যাহাদিগের ফুল্লকমলবৎ প্রহৃষ্ট আনন নিরীক্ষণ করিয়া তিনি সংসারের যাবতীয় ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া যাইতেন, অকূলসাগরে যাহারা তাঁহার একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্রস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগের সেই হর্ষোৎফুল্ল বদন নিদারুণ কষ্টে পরি-ম্লান হইয়াছে, অন্নাভাবে তাঁহাদিগের পূর্ণশরীর শীর্ণ হইয়াছে এই শোচনীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া তিনি সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ভার্য্যা ও ক্ষুদ্র শিশুসন্তান-গণের সজলনয়ন সন্দর্শন করিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতেন। পরিবারবর্গই এই সময় তাঁহার আশঙ্কার প্রধান কারণ হইয়াছিল। পাছে তাঁহারা ম্লেচ্ছ যবনের হস্তে পতিত হন, পাছে শিশোদিয় কুলের অকলঙ্ক গৌরব কলঙ্কিত হয়, এই ভয়ে প্রতা-পসিংহ সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। একদিন দুর্ভাগ্যক্রমে, সত্য সত্যই তাঁহারা শত্রুহস্তে পতিত হইতেছিলেন, সত্য সত্যই প্রতা-পের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন সময় বিশ্বস্ত ভীল-গণ কঞ্চির ঝুড়ির ভিতর তাঁহাদিগকে আবৃত করিয়া জিবারের টিনখনিতে লুক্কায়িত করিয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিল। ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণের কবালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভীলগণ প্রতাপের শিশুসন্তানগণকে কঞ্চির ঝুড়ির ভিতর রাখিয়া বৃক্ষডালে দোলাইয়া রাখিত। হায়রে! সুরম্য হর্ম্ম্যোপরি কুসু-

সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও যাহারা অঙ্গবেদনা অনুভব করিত, আজ তাঁহারা বৃক্ষশাখায় কঞ্চির ঝুড়ির ভিতর শয়ন করিয়া দিন যামিনী যাপন করিতেছে। যাহারা ক্ষীরনবনীতাদি সুস্বাদু খাদ্য আহার করিতে চিরাভ্যস্ত, আজ তাহারা কটু-তিক্ত ফলমূল ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে। অহো বিধাতঃ! তোমার বিচিত্রলীলা! কে তোমার গূঢ় রহস্যের মর্ম্মো-দ্ঘাটন করিবে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বীয় পুত্রকন্যার এইরূপ বিষম দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়াও বীরবর প্রতাপসিংহের হৃদয় বিচলিত হইল না। মুহূর্ত্তের জন্যও যবনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া অট্টালিকাবাসের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার উন্নত হৃদয়ে উদ্রিক্ত হইল না। প্রতাপের হৃদয় কি তবে শুষ্ক? প্রতাপের হৃদয় কি নির্ম্মমতার কঠিন উপাদানে গঠিত? না—তাঁহার বীরহৃদয় কোমলতারও আধার স্বরূপ ছিল। পুত্রকন্যার এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু বীরকেশরী যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন—যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, সে মহা-ব্রতের তুলনায় এ সকল সাংসারিক দুঃখ অতি তুচ্ছ পদার্থ। জাতীয় প্রেম ও স্বাধীনতা স্বর্গীয় পদার্থ। দিব্য পদার্থের তুল-নায় পার্থিব বস্তু অবশ্যই হেয়। তাই প্রিয়জনের নিদারুণ দুর্দ্দ-শায়ও প্রতাপের হৃদয় অটল রহিল। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে বিন্দুমাত্রও স্খলিত হইলেন না। ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার অটল হৃদয়! তুমি মানব নও, তুমি দেবতা!

এই ঘোরদুর্দ্দশার সময় তাঁহার অনুচরবর্গের ভক্তি ও প্রেম সন্দর্শনে বিস্মিত ও মোহিত হইতে হয়। প্রতাপ কি প্রকারে দিনপাত করিতেছেন, জানিবার নিমিত্ত আকবরসাহা একদিন

একটী গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। চরপ্রমুখাৎ মোগল-সম্রাট অবগত হইলেন যে, সম্পদ্‌কালের ন্যায় প্রতাপের অনুচরবর্গ এই ঘোর বিপদেও তাঁহার প্রতি তেমনি অনুরক্ত রহিয়াছে। এখনও প্রতাপ আহারের সময় সামন্তশ্রেষ্ঠকে "তুনা" (রাজপ্রসাদ) দান করিয়া থাকেন এবং কটুতিক্ত ফলমূল হইলেও সামন্তবর সেই রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে চিরকৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। আকবরসাহা এতৎশ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত ও ব্যথিত হইলেন। বীরহৃদয়ই বীরত্বের মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম। প্রতাপের প্রতি সম্রাটের ভক্তি দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার প্রধান সামন্ত খাঁ খানান রাজপুতবীরকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন, "এই জগতের সকলই নশ্বর। রাজ্য বল, ধন বল, কিছুই চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু সুকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণভাবে অনন্তকাল জগতে বর্ত্তমান থাকে। পুত্ত (প্রতাপ) ধন ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু মানবের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। ভারতবর্ষের যাবতীয় নৃপতিগণের মধ্যে তিনিই কেবল জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

এইরূপে একদিন দুইদিন করিয়া অনেকদিন চলিয়া গেল। প্রতাপের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়িল। মোগলগণ তাঁহাকে এরূপ ভাবে অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তিনি আর দুই দিনও একস্থানে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না, এমন কি, একদিন পাঁচবার আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা হইল, শত্রুগণের উৎপীড়নে পাঁচবারই উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। স্ত্রী পুত্রগণকে গিরিগহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ভার্য্যা ও কোমল

শিশুগণেব ঈদৃশী দুববস্থা সন্দর্শন করিয়া তিনি একবাবে অধীব হইযা পডিলেন। এমন সময় একদিন এমনই একটী ঘটনা ঘটিয়া উঠিল যে, তিনি আব ধৈর্য্য বক্ষা কবিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহাব অটল হৃদয টলিয়া গেল। একদিন মিবাবেৰ মহাবাণী স্বীয পুত্রবধূৰ সহিত নিবিড অবণ্যমধ্যে বাজপবিবা-বেব আহাবেব জন্য কযেকখানি ঘাসেব রুটি প্রস্তুত কবিলেন। প্রত্যেককে একখানি কবিয়া রুটি প্রদত্ত হইল। সকলেই একার্দ্ধ ভোজন কবিয়া অপবার্দ্ধ অপব বেলাব জন্য সঞ্চিত কবিযা বাখিলেন। মিবাবেব মহারাণা তৃণশয্যায শযন কবিযা নিমীলিতনেত্রে স্বীয দুর্দ্দশাব কথা চিন্তা কবিতেছেন, এমন সময তাহাব শিশুকন্যাব আর্ত্তনাদশ্রবণে চমকিযা উঠিলেন, দেখি-লেন, একটী বন্য বিডাল তাহাব সঞ্চিত রুটিখণ্ড লইযা গিযাছে। বালিকা অপববেলায কি খাইবে, তাই ভাবিযা চীৎকাব কবি-তেছে। আহা! একখানি রুটিব অর্দ্ধভাগ ভোজন করিয়া বালিকা কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবাবণ কবিযাছে। এখনও ক্ষুধায তাহাব উদব জ্বলিযা যাইতেছে। ইহাব উপব আবাব তাহাৰ সঞ্চিত রুটিখণ্ডও বিডালে লইযা গেল। বালিকা ক্ষুধায় আকুল হইযা এই বলিয়া কাঁদিযা উঠিল "বাবা বিড়ালে আমাব রুটি লইযা গেল। আমি কি খাব?" কোন্ হৃদয এ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে স্থিব থাকিতে পাবে? বাজনন্দিনী ক্ষুধায কাতব হইযা একখণ্ড রুটিব জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে! এদৃশ্য স্বচক্ষে দেখিযা কোন্ পিতা ধৈর্য্য বক্ষা কবিতে সক্ষম হয? প্রতাপ অনেক সহিযাছেন। তিনি স্বচক্ষে প্রাণাধিক পুত্র ও আত্মীয-গণকে বণক্ষেত্রে পতিত হইতে দেখিযাছেন। তিনি ধীবগম্ভীব

স্বরে বলিয়াছেন, "রাজপুত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র শিশুটী ক্ষুধায় কাতর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, এদৃশ্য তাঁহাকে একবারে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মানবহৃদয় বিচলিত হইল। তিনি ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া "রাজত্ব" নামে শত ধিক্কার প্রদান করিলেন এবং অনতি-বিলম্বে আকবর সাহের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা সকলেরই সীমা আছে। মানবহৃদয় সেই সীমায় আবদ্ধ। ঘটনানিচয় সেই সীমা অতিক্রম করিয়া যাইলে মনুষ্যের কি সাধ্য যে, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থির থাকিতে সক্ষম হয়? তাই প্রতাপ ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। প্রতাপের হৃদয় অলৌকিক উপাদানে নির্ম্মিত ছিল। নতুবা এই জগতে কোন মানব এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াও এতকাল ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, প্রতাপ অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন।

প্রতাপের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আকবরসাহা বিজয়োল্লাসে উন্মত্তবৎ হইলেন। তাঁহার বহুদিনের মনোরথ আজ পূর্ণ হইল। প্রজাগণকে মনের সাধে আমোদ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। রাজধানী কোলাহলে পূর্ণ হইল। রাজভবন ও নগরের স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হইতে লাগিল। রাজপথ সকল তোরণদ্বারে সুশোভিত হইল। আজ আকবরের রাজধানীতে আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। আকবরসাহা মহোল্লাসে বিকানীরের রাজপুত্র পৃথ্বীরাজকে প্রতাপের লিপি দেখাইলেন। পৃথ্বীরাজ প্রতাপকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন।

তিনি প্রতাপের লিপিদর্শনে শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "মহারাজ! এ পত্র কৃত্রিম, আমি প্রতাপকে বিশেষরূপে জানি, আপনার সাম্রাজ্য বিনিময়েও তিনি অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন না। মহারাজ! যদি অনুমতি করেন, আমি আমার লোকদ্বারা এই লিপির সত্যাসত্যতা অবগত হইতে পারি।" আকবর সম্মত হইলেন। পৃথ্বীরাজ লিখিলেন।—

হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর ভরসা,
হিন্দুর(ই) উপর হিন্দুকুল আশা,
জানে সে প্রতাপ, তবুও কি ভেবে
বসেছে হায়রে, ডুবাতে তায়।

সতীত্বরতন কামিনীর প্রাণ,
অপূর্ব্ব বীরত্ব ক্ষত্রিয়ের মান,
রাজপুতবালা, রাজপুত্রগণ
বিকায়েছে ঐ যবনের পায়॥

উথলে হৃদয়ে দুঃখের সাগর
ক্ষত্রিয়বন্দের ক্রেতা আকবর।
হায় রে! কব কি মনের বেদন,
যবনপিঞ্জরে ক্ষত্রিয় রাজন্!
এঘোর দুর্দ্দিনে উদয় তপন
রাখিয়াছে সুধু আপন মান।

কিসাধ্য তাহার বাঁধিবে প্রতাপে,

ঝড়েতে কি কভু তুঙ্গ শৃঙ্গ কাঁপে ?
প্রতাপ নহেরে ধনলুব্ধ নর,
কি দিয়ে ভুলাবে বীরের প্রাণ ?

নৌরোজার দিন কোন্ রাজপুত
সে দুর্দ্দৈব দিনে কোন্ ক্ষত্রসুত
পারেরে ফিরিতে লয়ে কুলমান ?
হায়রে ! তবুও ক্ষত্রিয় সন্তান,
তুচ্ছ ধনলোভে হইয়ে আকুল।
সুবর্ণ শৃঙ্খল পরিছে গলে।

চিতোর এ হাটে তবে কি আসিবে ?
তবে কিরে রাণা জলাঞ্জলি দি'বে
তুঙ্গগিরিসম সে মহান কুলে ?
তবে কি অনন্ত সাগরের তলে
ক্ষত্রকুল—রবি—একমাত্র আশা,
ডুবিবে, হায়রে পরাণ জ্বলে।

ধনরাজ্য সব করি পরিহার
বনবাস ক্লেশ সহি অনিবার,
গিহ্লোটকুলের বীরচুড়ামণি,
পরাজিছে অই সম্রাট সেনা।

জগৎ জিজ্ঞাসে এহেন সহায়

নির্দ্ধন প্রতাপ পাইছে কোথায় ?
ক্ষত্রিয় তনয—রাজপুত বীব,
হাম্বিব বংশেব সমুন্নত শিব,
যাচেনা সহায মানব সদনে
মানব ভ্রূকুটি ভ্রমে (ও) গণেনা ॥

স্বীয তরবারি স্বীয ভুজবল
মহাপ্রাণতাব কিবণ উজ্জ্বল,
ইহাই ক্ষত্রেব জীবন সম্বল
দ্বিতীয সহায জানে না কোথা।

বিধির বিধান মানব নশ্বব
আকবব কিছু নহেবে অমব,
ম্লেচ্ছবীব যবে মিশিবে ধুলায
যবন সাম্রাজ্য থাকিবে কোথায ?
প্রতাপ(ই) তখন হিন্দুব ভরসা
হায়রে বোঝেনা বাণা সে কথা

কবিতাব কি মোহিনী শক্তি! কবিত্ব মানব হৃদযেব অপূর্ব্ব বত্ন। নিবাশ হৃদযে আশাব বীজ বোপণ কবিতে, ভগ্ন হৃদয়ে উৎসাহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত কবিতে, কবিতাব ন্যায দ্বিতীয পদার্থ এই জগতে আব পবিলক্ষিত হয় না। যে হৃদয কবিত্ব-উচ্ছ্বাসে তবঙ্গায়িত হয না, চটুল কল্পনাব বিচিত্র লীলা যে হৃদযকে উদ্ভ্রাম্বিত কবে না, সে হৃদয নির্ম্মম অসাব ও ভাববহিত। প্রতাপেব হৃদয বিচিত্র উপাদানে বিনির্ম্মিত ছিল। বীব ও করুণবসেব

সমাবেশে সে হৃদয় ফলপুষ্পশোভিত কোমলবল্লবিবেষ্টিত দেব দারু বৃক্ষের ন্যায় কোমলতা ও কাঠিন্যের আধারস্বরূপ হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজের এই উদ্দীপ্ত কবিতা নৈরাশ্যের ঘোর তিমিররাশি বিদূরিত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় আশার বিমল জ্যোতিঃ প্রদান করিতে লাগিল। পুনরায় অদম্য উৎসাহ যেন জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার হৃদয়কে উন্মত্ত করিতে লাগিল। যবনের অত্যাচার স্মরণে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কি করিবেন? নিঃসহায় ও নিঃসম্বল প্রতাপ এই বিষম সঙ্কটে কোন পথে অগ্রসর হইবেন? অকলঙ্ক শিশোদিয় কুলের সম্মান ও মর্য্যাদা যবনের হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কলঙ্ক রাখিবেন? অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি জন্মভূমি মিবার ও চিতোরের মমতা পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমির অপর প্রান্তবর্ত্তী সিন্ধু প্রদেশে স্থানান্তরিত হইতে সঙ্কল্প করিলেন।

একদিন প্রতাপসিংহ স্বীয় অনুচর ও পরিবারবর্গের সহিত উত্তুঙ্গ আরাবলীর শৃঙ্গদেশ হইতে উপত্যকা প্রদেশে অবতীর্ণ হইলেন। নিঃসহায় স্বদেশপ্রেমিক বীর জন্মভূমির শোচনীয় পরিবর্ত্তনে মর্ম্মাহত হইয়া সজলনয়নে ধীরে ধীরে মরুভূমির প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপসিংহ সাধের মিবারভূমি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে এরূপ একটী অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে আর জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হইল না। তাঁহার প্রতি অদৃষ্টদেবী পুনরায় সুপ্রসন্না হইলেন। বীরপ্রসবিনী মিবারভূমি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আদর্শস্থল ছিল। মিবারবাসিগণ রাজভক্তির যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, জগতে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ পরি

লক্ষিত হয় না। একদিন ঝালাধিপতি মান্না রাজভক্তির প্রবল তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া—আত্মোৎসর্গের অদ্বিতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া সমরক্ষেত্রে মহারাণার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ মিবারের রাজমন্ত্রী ভামাসাহ পিতৃপুরুষগণের চিরসঞ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্য প্রতাপের হস্তে সমর্পণ করিয়া মিবারের উদ্ধার সাধন করিলেন। ভামাসাহের পূর্ব্বপুরুষগণ পর্য্যায়ক্রমে মিবারের রাজমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এত অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, যে তদ্দ্বারা পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈনিকপুরুষের দ্বাদশবৎসরের সমুদয় ব্যয় অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। ভামাসাহ এই অতুল ঐশ্বর্য্য অবলীলাক্রমে প্রতাপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অহো! কি নিঃস্বার্থ প্রেম! কি অপূর্ব্ব রাজভক্তি। ধন্য রাজপুত! জগতে তুমিই ধন্য!

এই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়াতে প্রতাপসিংহের বিশুষ্ক হৃদয় উজ্জীবিত হইল। নিরাশহৃদয়ে আশার মোহিনী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সুপ্তোত্থিত ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় তিনি শত্রুসংহারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পৃথ্বীরাজের জ্বলন্ত কবিতায় উৎসাহবহ্নির যে কণা তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল, আজ তাহা ভীষণ দাবানলে পরিণত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। বীরপুঙ্গব অনতিবিলম্বে স্বীয় সামন্ত ও অনুচরবর্গকে একত্রিত করিয়া দেবীর নামক স্থানে সাবাজখাঁকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিলেন। প্রতাপসিংহ পলায়নোদ্দেশে ব্যস্ত, এই ভাবিয়া সাবাজখাঁ নিশ্চিন্ত মনে বিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতাপ অতর্কিতভাবে তদীয় শিবিরে আপতিত হইয়া তাঁহাকে সমূলে নির্ম্মূল করিলেন। একদল সৈন্য

পলাইয়া আমৈতক নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রতাপ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া দুর্গস্থ সমুদয় সৈন্যকে কালসদনে প্রেরণ করিলেন। আমৈত দুর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই প্রতাপসিংহ কমলমীর দুর্গ হস্তগত করিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে দ্বাত্রিংশটি দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। ভয়বিহ্বল যবনসৈন্যগণ তাঁহার হস্তে নির্দ্দয়রূপে নিপাতিত হইল। তিনি অচিরে মিবারভূমিকে মরুভূমিতে পরিণত করিলেন; চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমুদয় মিবারে আধিপত্য স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন, জিঘাংসায় প্রণোদিত হইয়া চিরবৈরী মানসিংহের অম্বাররাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং উহার প্রধান বন্দর মানপুর লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তৎ-পর অচিরেই দেবপুর হস্তগত করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার বীরত্ব! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা!

এই সময় দিল্লীর সম্রাট্ আকবরসাহা অন্যান্য বিষয়ে একান্ত ব্যাপৃত থাকায় প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সক্ষম হই-লেন না। প্রতাপের অলৌকিক বীরত্ব সন্দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৈরিভাব পরিবর্ত্তে প্রতাপের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। আর প্রতাপের নিঃস্বার্থ প্রেম ও স্বদেশহিতৈষণায় বিমোহিত হইয়া সম্রাটের অধীনস্থ যাবতীয় হিন্দু নৃপতিগণ প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে আকবরকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আকবর তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। এই সমুদয়

কাবণে মোগলগণ আব মিবাব আক্রমণ কবিল না। প্রতাপ সিংহ শান্তমনে উদযপুবে বাজত্ব কবিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহাব পূর্ব্বপুরুষগণেব আবাসস্থান চিতোবদুর্গ তিনি কবায়ত্ত কবিতে পাবিলেন না; এই নিদাকণ দুঃখ তাঁহাকে মর্ম্মপীড়িত কবিতে লাগিল। সময়ে সময়ে তিনি মনঃক্ষোভে অধীব হইয়া পডিতেন। এই দুর্ব্বহ চিন্তায় অভিভূত থাকাতে তাঁহাব শবীব দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল, এবং অচিবে একদিন পেসোলানদীব তীবে একটি ক্ষুদ্র কুটীবে তাঁহাব প্রাণবায়ু দেহ-পিঞ্জব হইতে বিনির্গত হইযা অনন্ত আকাশে বিলীন হইযা গেল সেই ঘোব দুর্দ্দিনে মিবাবেব গৌবব-সূর্য্য অস্তমিত হইল।

সম্পূর্ণ।

MY DEAR MAN MOHAN BABU,

I have read your aitihasik Probandha with very great pleasure There is abundance of literary merit and beauties in the work, and I feel no hesitation to state that the book is highly worthy of notice, and will do an infinite deal of good to the students of the vernacular schools of the country who care to read it

DACCA
17-3-86

Yours sincerely
Gopi Mohan Bysack

আমি "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ' ১ম খণ্ড পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। এই খণ্ডে বীরবর প্রতাপসিংহের জীবনচরিত সুপ্রণালী ক্রমে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার লিপিপটু ও গবেষণাকুশল। গ্রন্থের ভাষায় আবেগ ও উচ্ছ্বাস আছে। আমি জানি গ্রন্থকার তরুণ-বয়স্ক এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনার তাঁহার এই প্রথম উদ্যম। এই প্রথম উদ্যমে লেখক যেরূপ গুণগৌরবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিদ্বৎসমাজের উৎসাহ পাওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

REMARKS ON ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

Dacca
21—2—86

MY DDAR, MANO MOHAN

I have read your book aitihasik Probandha There is considerable literary merit in your production * * * * * * * *

Yours sincerely
Dino Nath Sen

Dacca,
November, 15 1885.

MY DEAR SIR

I have read your book "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" with pleasure Your style is chaste, dignified and eloquent There is indeed a very high promise of literary skill in your work and I have the highest pleasure in hoping that by a proper cultivation, you will one day take a high place in the front ranks of our authors As it is, I feel sure that your book deserves to be used as a text-book in the higher forms of our vernacular schools

Yours sincerely
Nilkhantha Mojumdar

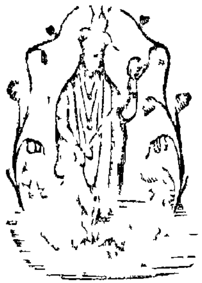
সমাজসংস্কারক

রাসবিহারী

অর্থাৎ

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে

সংবাদপত্রের প্রবন্ধ সংগ্রহ।



শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

ঢাকা

আরমাণীটোলা আদর্শ-যন্ত্র।

শ্রীলছমন বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৪ সন।

১°শে মাঘ।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সমাজসংস্কারক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে মহানুভব পত্রিকা সম্পাদকগণ সময় সময় যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কয়েকখণ্ড পত্রিকার প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আমি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। কারণ, কালে উহা লয় না হয় ইহাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। সহৃদয় পাঠকগণ একবার আমার সংগ্রহ পাঠ করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন, উক্ত মহাত্মা সমাজের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কত ক্লেশ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন। পতনোন্মুখ বঙ্গ সমাজের সংস্কার বিধান করিতে ঈদৃশ চেষ্টা অদ্যাপি আর কেহ করেন নাই বলা যাইতে পারে। রাসবিহারী যদি পরিবার পোষণার্থে এবম্বিধ যত্ন ও চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহার নাম কে জানিতেন? আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে সমাজ সংস্করণ বিষয়ে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া ভাবষ্য জীবন অমর কীর্ত্তি সোপানের উচ্চতম প্রদেশে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও যদি হিন্দুসমাজ নিঃস্বার্থ রাসবিহারীর পৃষ্ঠপোষক না হন তবে আর তাহাদিগের কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবে না। পরিশেষে আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে এই পুস্তক যতবার মুদ্রিত হইবে তাহার সমস্ত পুস্তকের স্বত্ব আমি পূজ্যপাদ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম।

সংগ্রাহক ও প্রকাশক—

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়।

নিবাস কান্দাপাড়া।

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮১। ৪র্থ সংখ্যা।

(ঢাকা নগরী হইতে প্রকাশিত।)

বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে নাজানেন বোধ হয়না ঢাকাপ্রকাশের গ্রাহক মণ্ডলীর মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তি আছেন। ইনি স্বয়ং কুলীন ও বহুবিবাহকারী হইয়াও বহু দোষাকর অধিবেদন প্রথার নিরাকরণোদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অপরিসীম ক্লেশ সহকারে প্রতিনিয়ত যেরূপ যত্ন কবিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিলে এমন ব্যক্তি নাই তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইনি ...হের বহু দোষদ্যোতক পুস্তক ও গান ...য়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। অসহ্য ...বাতাতপ এবং সামাজিক অসভ্য লো... পীড়ন ও অপমান সহ্য করিয়াও স্থানে২ ... পূর্ব্বক উক্ত বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি ... করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ...নিজের দারিদ্রতা পরিবারবর্গের অন্নাচ্ছাদন

ঘটিত কষ্টের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেছেন না। রাসবিহারীর ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তি সম্বন্ধে এতদপেক্ষা মহত্ত্বের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা ইহার সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়া যেরূপ জানিয়াছি তাহাতে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি ইনি উল্লিখিত বিষয়টী তাঁহার জীবনের একটী প্রধান লক্ষ্য স্থির করিযাছেন। এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইহাকে উক্ত বিষয়ের চিন্তা আলোচনা অথবা কোননা কোনরূপে উদ্যোগ চেষ্টা শূন্য থাকিতে দেখা যায়না।

ইতঃপূর্ব্বে গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর ঢাকায শুভাগমন করিলে তাঁহার সমীপে প্রচলিত অধিবেদন প্রথা আইন দ্বারা নিবারণ করিতে যে আবেদন প্রদত্ত হয় তাহাও প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়েব প্রযত্নে প্রস্তুতীকৃত। এবং বহু সংখ্যক ভদ্র সম্ভ্রান্ত সামাজিক হিন্দুদিগকর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এপর্য্যন্ত উক্ত আবেদনের কোন ফল দর্শন না করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে এই এক সংস্কার জন্মিয়াছে, ঢাকা হইতে যেরূপ আবেদন প্রদত্ত হইয়াছে বল্লালী প্রধান যাবতীয

স্থান হইতে যদি এরূপ আবেদন প্রেরিত হয় গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই মনোযোগী হইয়া প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন। উক্তরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই, কিছু দিন হইল উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরিশাল গমন করিযাছিলেন। ঐ জেলাব নানা পল্লীতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক কুলীন ও শ্রোত্রিয়, বংশজ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতির নাম স্বাক্ষর করাইয়া রায়েরকাটী নিবাসী দেশহিতৈষী জমিদার বাবু মাধবনারায়ণ রায় চৌধুরী মহোদয়ের দ্বারা উক্ত বিষয়ে আব একখানি আবেদন পত্র গত ৮ই মাঘ তারিখে গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছেন। পরন্তু আগামী আষাঢ়মাসে কৃষ্ণনগর, কলিকাতা এবং হুগলী অঞ্চলে গমন করিয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান সামাজিক লোকদিগের দ্বারাও উক্ত উদ্দেশে (আইন দ্বারা বহুবিবাহ নিবারনোদ্দেশে) আব কএক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই যে ইহাঁর যেরূপ যত্ন ও উদ্যোগ চেষ্টা সেরূপ অর্থবল নাই। যদি ইহাঁর তদনুরূপ-অর্থ সামর্থ্য থাকিত এতদিন উদ্দিষ্ট বিষয়ে অনেক

দূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। যাহাহউক আমাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে "যে যাহা চায়, সে তাহা পায়" এই প্রসিদ্ধ বাক্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যাইতে পারি বেন।

এডুকেশন গেজেট। ১২৭৯। ৪৩ সংখ্যা।

(হুগলী হইতে প্রকাশিত।)

কৌলীন্য সংশোধন ও কন্যাপণ নিবারণ সম্বন্ধে বাখরগঞ্জে কোন উদ্যোগ হয়না এজন্য বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায এদেশে আইসেন। প্রথমতঃ বাজনগর গ্রামে একটী ক্ষুদ্র সভাতে বক্তৃতা করিয়া অনেককেই তাঁহার প্রার্থনার বিশেষ মর্ম্মজ্ঞাত করাইয়া সন্তুষ্ট করেন। সকলেই এক বাক্য হইয়া তাঁহার প্রার্থনাকে সৎপ্রার্থনা বলিয়া স্বীকার করেন। তৎপরে কোটালীপাড়ার রাঢ়ীশ্রেণী এবং বৈদিক শ্রেণী উভয় শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহার রচিত পুস্তকাদি এবং কৌলীন্য সংশোধন কন্যাপণ নিবারণ বিষয়ের বক্তৃতাশ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার সদভিপ্রায়ের ধন্যবাদ করি-

লেন। তৎপরে সিকারপুরের ও রহমতপুরের লোকেরাও তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তথাকার কুলীন এবং শ্রোত্রিয় বংশজ সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার মতকে উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে গাড়রিয়া কলসকাটীর জমীদার ও কুলীন মহাশয়েরা সকলে যার পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। আরও দুই একজন রাসবিহারী যদি সমাজ সংশোধনে ব্রতী হইয়া তাঁহার ন্যায় পরিশ্রম ও পর্য্যটন করেন, তবে সমাজের বিশেষ উপকার হয়।

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮২। ৪৯ সংখ্যা।

আমাদের সমাজ সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সভ্যগণের মত না হওয়াতে তাঁহার সেই বাসনাটী সম্পূর্ণ হয় নাই। কেবল জয়পুরের মহারাজকে

এক খানি জীবন বৃত্তান্ত পুস্তক উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, মহারাজও ঐ পুস্তক সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর রাসবিহারী বাবু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি রাসবিহারী বাবুকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ্যময়ী সীতার বনবাস ও শৈশব জ্ঞানচন্দ্রীকা এবং তদীয় সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হন। এবং ঐসমস্ত পুস্তক তদীয় যন্ত্রে উৎকৃষ্টতররূপে মুদ্রিত করিবেন বলিয়াও অঙ্গীকার করেন। আর কৌলীন্য বিষয়ক সংগীত গুলি শ্রবণ করিয়া করুণরস স্থলে হুঁহুঁ শব্দে ক্রন্দন ও হাস্য স্থলে হাহা শব্দে হাস্য করিয়া সমবেত সভ্যগণের সহিত একবাক্যে বলেন, এইরূপ একটী রত্ন আমাদিগের পশ্চিম বাঙ্গলায় বর্ত্তমান থাকিলে আমরা পশ্চিম বাঙ্গলার যারপর নাই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম। তৎপরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মেলপর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া পূর্ব্বরূপ সর্ব্বদ্বারিকতা নিয়মে আদান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তৎশ্রবণে বিদ্যা-

সাগর মহাশয় পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ কার্য্য কালীন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপস্থিতির নিমিত্ত প্রোক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রার্থনা করিলে, তিনি সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক উপস্থিত হইবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। এবং উক্ত কার্য্যের সাহায্যার্থে ২০০৲ শত টাকা প্রদান করিবেন বলিয়াও অঙ্গীকার করিলেন। এইক্ষণ আমরা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধুসঙ্কল্প অচিরে পূর্ণ হউক। বশংবদ—

শ্রীরাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী মাসিক পত্রিকা।

১২৭৭। ফাল্গুন।

বিক্রমপুরান্তর্গত তারপাশা গ্রাম নিবাসী ফুলেমেল সম্প্রাদায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বল্লাল কৃত বর্ত্তমান কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহু বিবাহ ও শুক্র বিক্রয় নিবারণ জন্য স্বরচিত গ্রন্থের মর্ম্ম স্ববলীলাক্রমে বক্তৃতা করিয়া সভ্যগণের অসীম সন্তোষ সমুৎপাদন করণান্তর ধন্যবাদ লাভ করিলেন।

—০—

অমৃতবাজার পত্রিকা ১২৮৩। ২০ সংখ্যা।

(কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।)

ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য সম্বন্ধে বিক্রমপুরে একটী মহা আন্দোলন চলিতেছে। বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক এক জন ভঙ্গকুলীন এই আন্দোলনের নেতা। রাসবিহারী বাবুকে আমরা দেখিয়াছি। তিনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক এবং ইংরাজী জানেন না। সুতরাং এই আন্দোলনটী কোন হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ যুবকের দ্বারা উৎপত্তি হইলে যেমন হিন্দুসমাজে অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা হইত, তাহা আর হইবেনা বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি যে ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী পত্র ইহার সপক্ষতা করিতেছেন, তখন ইহা যে ঢাকার হিন্দুসমাজের অনুমোদিত তাহা বলা যাইতে পারে। এই আন্দোলনটী কি, তাহা এখনও আমরা বলি নাই। রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণেরা ৩৬টী মেলে বদ্ধ। ইহার মধ্যে কোন এক মেলের কুলীন, সকল মেলের সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন না। এক একটী মেলের এক একটী করিয়া পাল্টীঘর আছে। এই

দুইটী ঘরের পরস্পরের মধ্যে চিরকাল আদান প্রদান করিতে হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে কোন কোন মেলের পাল্টীঘরে পুরুষের অভাবে সেই মেলের কন্যাগণের অনূঢাবস্থায় চিরকাল যাপন করিতে হইতেছে। কোন কোন স্থলে একটী পুরুষের গলায় দশটী বিশটী করিয়া কন্যা গাথিয়া দেওয়া যাইতেছে, কোন কোন স্থলে মাতুলবংশে আদান প্রদান ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আমরা অনেক সময় এমন লোমহর্ষণকর বিবরণও শুনিয়াছি যে, একটী পাল্টী ঘরের পুরুষ মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইয়াছে কন্যার পিতা তাহার কুলরক্ষার্থে কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া দিলেন। কন্যা বিবাহের পরক্ষণেই বিধবা হইল। কিন্তু মেল বন্ধন হিন্দুশাস্ত্র সম্মত নহে। এবং উহা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্য করা হয়না। বরং এই প্রথার জন্য বহুসংখ্যক বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ স্বজনা পরিণয় জন্য দোষের উৎপত্তি হইতেছে। বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এই মেল ভঙ্গ করিয়া যাহাতে কুলীনদিগের মধ্যে সর্ব্বদ্বারিকতা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, ইহার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ

করিয়া বেড়াইতেছেন। এবং তিনি স্বয়ং একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। মেল বন্ধন জন্য কুলীনদিগের যে কত অসুবিধা কত মনোকষ্ট ও কত গ্লানি সহ্য করিতে হইতেছে তাহা এখন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন মেল ভাঙ্গিয়া আদান প্রদান করিলে শাস্ত্র বিরোধী কার্য্য করা হয় না, কি সমাজচ্যুত হইতে হয় না, তখন আমাদের ভরসা হইতেছে যে এই আন্দোলনের নেতা ও তাহার সাহায্যকারিগণ কৃতকার্য্য হইবেন।

—০—

ভারত সংস্কারক পত্রিকা। ১২৮০। ১২ সংখ্যা।

(কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।)

কোন প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, যত আমরা নিকৃষ্ট জাতীয় জীব দর্শন করি, ততই তাহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাই। মনুষ্য তিন বা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুষ্পাদদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক শ্রেণী। পক্ষীদিগের মধ্যে ততোধিক, ক্রমে কীটদিগের মধ্যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। দুঃখের বিষয়

স্বভাব ইতর জন্তুর মধ্যে যাহা করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য বুদ্ধিবলে তাহা স্বজাতীয় মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের চারি জাতিই থাকুক, তাহাই আবার কত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শত শত বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। জাতি প্রধান ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদিক, বারেন্দ্র, রাঢ়ী এই তিন শ্রেণীই থাকুক, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার কত ভাগ ও উপবিভাগ। কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিবা কুলীন উপাধিপ্রাপ্ত হন, ইহারাই রাঢ়ীশ্রেণী সংগঠন করেন। ইহাঁরা ৩৬টী মেলে বদ্ধ, তাহাদিগের পরস্পারের মধ্যে আদান প্রদান নাই। যাহাদের গাত্রে কৌলীন্য গন্ধ যত অধিক তাহারা তত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বিচরণ করেন। যাঁহারা অত্যন্ত মুখ্য কুলীন তাঁ-হাদের একটী কিম্বা দুইটীর অধিক ঘর নাই। কৌ-লীন্য গর্ব্ব সংরক্ষণ করিবার জন্য ইহারা প্রাণান্তেও ভিন্ন ঘরে পুত্র কন্যার বিবাহ দান করেন না। এই কুপ্রথা হইতে সমাজের যে কত অমঙ্গল ও শাস্ত্র এবং ধর্ম্মের যে কিরূপ অবমাননা হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কুলীন কন্যাগণকে

পালে পালে কখন একটী গুণহীন পুরুষের হস্তে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইতেছে, কখন আজীবন অবিবাহিতা রাখিয়া তাহাদিগের পাপের পথে সহায়তা করা হইতেছে। কখন মৃত্যুশয্যাস্থ বৃদ্ধের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়া বালিকাগণ জন্ম সার্থক করিতেছেন। কখন বা মুমূর্ষু বৃদ্ধা এক বালকের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়া দেহ শুদ্ধিপূর্ব্বক চিতারোহণ করিতেছেন। কেবল ইহা নহে শাস্ত্রে আছে যে,—

সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং।
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ ॥

পিতৃকুলের সপ্তমী ও মাতৃকুলের পঞ্চমী পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবেক। কুলীনদিগের মধ্যে সে শাস্ত্রনিয়ম রক্ষা পায় না। সময় সময় পিতাপুত্রে দুই সহোদরাকে বিবাহ করিয়া এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন। সময় সময় সপ্ত বা দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরস্পর দুই ঘরে পরিবর্ত্ত করিয়া বিকৃত শোণিত ও পুনঃ পুনঃ বিপর্য্যস্ত সম্বন্ধ হইতেছে। ঘৃণা, লজ্জা, শাস্ত্রভয়, ধর্ম্মভয় এবং ভাবি-

বংশের অনিষ্টভয়, কৌলীন্য মর্য্যাদা হানি আশঙ্কার নিকট পরাভব মানিয়াছে।

সম্প্রতি বিক্রমপুর নিবাসী বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কুলীনদিগের মেলভঙ্গের জন্য বিশেষ চেষ্টাপর হইয়াছেন। শুনিযা আমরা আহ্লাদিত হইলাম। সর্ব্বাঙ্গ বিকারপূর্ণ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের কোন অঙ্গের স্বাস্থ্য বিধানার্থ যিনি সচেষ্ট হন, আমরা তাহাকে সমাজের প্রকৃত হিতৈষী বলিয়া প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করি। রাসবিহারী বাবু যদি কুলীনদিগের মেল ভঙ্গ করিতে সমর্থ হন, অনেক কদাচার ও অসুবিধা হইতে কুলীন সমাজকে বিমুক্ত করিতে পারিবেন। রাসবিহারী বাবু স্বযং একজন প্রাচীন দলস্থ হিন্দু, অনেকগুলি হিন্দু পণ্ডিত তাঁহার পৃষ্ঠবল হইয়াছেন। আমরা আশা করি এ অঞ্চলের সুবিজ্ঞ কুলীন মহোদযগণও প্রস্তাবিত সমাজ সংস্কারের সহায়তা করিতে ত্রুটী করিবেন না। যে খানে উৎপত্তি সেখানেই নিবৃত্তি প্রকৃতির নিযম। এক শ্রেণী হইতে যেমন নানা শ্রেণী বিভাগ হইযাছে, সেইরূপ সকল শ্রেণী ক্রমে এক শ্রেণীতে মিলিত

হইবে কিন্তু ইহা যে সহজে সম্পন্ন হইবে বোধ হয় না। সমাজে একটী নিয়ম বদ্ধমূল হওয়া যেমন সহজ নহে, বদ্ধমূল একটী নিয়ম রহিত হওয়াও সেইরূপ সহজ নহে। মানের গর্ব্ব ত্যাগ করা সামান্য কথা হইলেও কোন ত্যাগ স্বীকার হইতে সহজ নহে। যাহা হউক কয়েক ব্যক্তি দৃষ্টান্ত স্বরূপ দণ্ডায়মান হইলেই যে কুসংস্কার পূর্ণ ও অমঙ্গলকর কুলাচার আপনা হইতেই তিরো-হিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

—০—

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮৪। ১১ সংখ্যা।

(ঢাকা নগরী হইতে প্রকাশিত।)

কালী পাড়া জ্ঞানদায়িনী সভায় পঠিত।

ধন্য রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ধন্য ধন্য অসামান্য শকতি তোমার।
তব সম বাঙ্গালায় আছে কয় জন।
দেশের মঙ্গল হেতু নিয়ত যাহার॥
ভুজ, পদ, মন, প্রাণ, আনন, নয়ন॥

ধন হীন নিরাশ্রয় কুলীন ব্রাহ্মণ।
কত কষ্টে পালিতেছ আত্ম পরিবার।
তথাপি স্বদেশ হিতে তব প্রাণপণ॥
দেশের কুপ্রথা নাশ প্রতিজ্ঞা তোমার॥

দিবানিশি গ্রামে গ্রামে করেছ ভ্রমণ।
তব পদ দ্বয় তবু ক্লান্ত হয় নাই।
করিবারে সকলের চিত্ত আকর্ষণ॥
বলেছ কাহারে মিতা, কারে দাদা ভাই।

বালক, বনিতা, বৃদ্ধ, যখন যাহারে।
পথে, ঘাটে, মাঠে, যথা করেছ দর্শন।
উপদেশ বাক্যে কত বুঝায়েছ তারে॥
করিবারে সমাজের কুরীতি শোধন॥

বক্তৃতা করেছ কত সভায় সভায়।
কত জনে কত মন্দ বলেছে তোমারে।
ধৈর্য্য ধরি অপমান ঠেলিযাছ পায॥
শুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে॥

একদিন কালীপাড়া জমিদার বাড়ী।
শত্রুগণ সনে ঘোর বাগযুদ্ধ করে।
সহ্য করেছিলে কত বিদ্রূপ চাতুরী॥
শুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে।

অনশনে কত নিশি করেছ যাপন।
পড়িয়ে রয়েছ একা কারো বহির্দ্বারে।
সহিয়াছ পিপীলিকা মশক দংশন॥
শুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে॥

এক কুলোদ্ভব তব বান্ধব স্বজন।
তব সবংশের চেষ্টা মারিতে তোমারে।
মরণের ভয় তব ছিলনা কখন॥
শুধু এই কুপ্রথার নিরারণ তরে॥

কেহ বলিয়াছে তব মুড়াইয়ে মাথা।
এখনি ঢালিব ঘোল দেখি কেকি করে।
তাহাতেও গণ নাই কিছুমাত্র ব্যথা॥
শুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে।

কেহবা বলিছে ওর অস্থি গুড়াইব।
রাখিব সমাজে ওরে একঘরে করে।
কত ক্লেশ সহিয়াছ কত বা লিখিব॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবাবণ তরে॥

দুর্দ্দান্ত ঘটক দল সময সময়।
বলিযাছে ওর প্রাণ লব কিল চড়ে।
করনাই তাতে তুমি অণুমাত্র ভয়॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তবে॥

ক্রোধ ভরে বলিয়াছে কখন কখন।
একা পেলে বলি দিব দুষ্ট অস্ত্রবেবে।
বলিয়াছ ইথে ভাল হইলে মরণ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তবে॥

কখন বলিছে ওর কাট নাক কান।
দৃঢরূপে বাঁধ ওর দ্বিপদ দ্বিকরে।
সয়েছ কটুক্তি সব হইযে পাষাণ॥
সুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে॥

পাগল বলিয়ে লোকে দেখিলে তোমায়।
দূর হও দূর হও দূর হও করে।
তাড়ায়েছে কিছু ক্লেশ ভাব নাই তায়॥
শুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে॥

দুর্ব্বল তোমার পক্ষ বিহীন সহায়।
একাকী যুঝেছ ঘোর সমাজ সমরে।
তিলেক বিমুখ তবু দেখিনি তোমায়।
শুধু এই কুপ্রথার নিবারণ তরে॥

অদ্ভুত জিগীষা তব বিষম সাহস।
অসামান্য [illegible] ভীষণ সমরে।
বিক্রান্ত বীরের ন্যায় করিলে স্ববশ।
শুধু এক যষ্টি আর থলি লয়ে করে॥

ক্রমে ক্রমে তব পক্ষে এসেছে সকল।
বঙ্গের প্রধান মান্য শ্রোত্রিয় কুলীন।
অচিরে বাসনা তব হইবে সফল॥
যোগ্য পাত্রে অনাদর থাকে কয়দিন।

গাইবে সকল লোকে তোমার সুকৃতি।
নিশ্চয় হইবে ভ্রাতঃ সিদ্ধ মনস্কাম।
যতো ধর্ম্ম স্ততোজয় সংসারের রীতি।
অক্ষয় হইবে তব রাসবিহারী নাম॥

প্রকাশক।

শ্রীরাধামাধব মুখোপাধ্যায়।

নিবাস—বিক্রমপুর, ভাবপাশা।

—০—

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮৪। ২৪ সংখ্যা।

(বাণীপাড়া হইতে অগত।)

বল্লালী যশ প্রজব।

পণ্ডিতেরা কহিয়াথাকেন যে চেষ্টার অতীত কার্য্য নাই। আমরা সম্প্রতি এই সাধুবাক্যের উত্তম একটী উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যে কার্য্যের নিমিত্ত শিক্ষিত নব্যশ্রেণী পাষাণবৎ অভিভাবকের ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া গোপনে গোপনে এতদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে কার্য্য

সিদ্ধির আশায় দুর্ভাগ্য বিক্রমপুর একরূপ বঞ্চিতই ছিল, যে হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বহুদিনযাবৎ কথার আন্দোলন হইতেছিল, অদ্য সেইকার্য্য সংসাধিত হইল। যে শান্তিপ্রদ কার্য্য সিদ্ধিব নিমিত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় গলদঘর্ম্ম কলেবর হইয়া স্থানে স্থানে বিচরণ করিয়াছেন, যে মঙ্গলময় কার্য্য উক্ত মুখোপাধ্যাযের মূলমন্ত্র ছিল, যাহার নিমিত্ত রাসবিহারী স্বীয় দরিদ্র পরিবারগুলিকে ক্লেশের সাগবে ভাসাইযা দিয়া ভিখারিবেশে দেশে দেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীব পাতন এইবাক্য মনে দৃঢ় করিয়া ভ্রমণ করিযাছেন। অদ্য শুভক্ষণে শুভলগ্নে, বিক্রমপুরের সৌভাগ্যক্রমে, সেই মঙ্গলকর কার্য্য সংসিদ্ধ হইল। অদ্য বিক্রমপুরের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদয়গিবি শিখরে আরোহণ করিলেন। অদ্য বিক্রমপুরেব তিমিরাবৃত বল্লালী ক্ষেত্রে সুখতারা প্রকাশ পাইল। অদ্য আমাদের আনন্দের দিন। অদ্য আমাদের সৌভাগ্যের দিন। অদ্য রাঢ়ীয় কুলীনকুমারীগণের হুলু ধ্বনিতে ও

মাঙ্গলিক গীতে বিক্রমপুর নৃত্য করুক। অদ্য কৌলীন্য সংশোধনেচ্ছু নবীন যুবকগণের জয়-ধ্বনিতে স্বর্গ কম্পিত হউক। অদ্য দেবীবর কৃত মেল বন্ধন রূপ কুপ্রথা নবকের কাঙ্গালিনী হইয়া রোদন করুক। আমরা অদ্য এত আনন্দ সাগরে মগ্ন কেন। রবিবার বাঘিয়া সমাজে মেল ভঙ্গের সূত্রপাৎ হইয়াছে। ২২শে শ্রাবণ খড়দহ মেলস্থ ৺রামজীবন গাঙ্গুলীর সন্তান শ্রীযুত বাবু হরি-মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র, কন্যাব সহিত ফু-লিয়া মেলস্থ বিষ্ণুঠাকুরের বংশোদ্ভব শ্রীযুত রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায়েব পুত্র, কন্যার আদান প্র-দান হইয়া গিয়াছে। দুরাচার দেবীবরঘটক সার্থ-সিদ্ধিব বশবর্ত্তী হইয়া বহুকাল পূর্ব্বে কুলীন সমা-জের জালবন্ধন রূপ যে মেলবন্ধন কবিয়া গিয়া-ছিল, ২২শে শ্রাবণ সেই জালবন্ধন ছিন্ন হই-য়াছে। ২২শেশ্রাবণ কুলীন সমাজে যুগপ্রলয় হই-যাছে। ২২শে শ্রাবণ নিরুপায় কুলীন কামিনী-গণের দুরদৃষ্ট রূপ ঘোর অন্ধকারাবৃত নিবিড় বণের মধ্য দিয়া উহাদের সৌভাগ্যেব পথ পড়ি-য়াছে। রাসবিহাবী মুখোপাধ্যায় ও হরিমোহন

গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুকালীয় চেষ্টা সিদ্ধ হইয়াছে। যে কার্য্য সাধন করিতে সমাজস্থ প্রামাণিক প্রভূদের ভয়ে উঁহারা কম্পিত কলেবর ছিলেন, কত চেষ্টা কত যত্ন কত নীচতা স্বীকার ও কত কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য সফল হইয়াছে। এই দুই ব্যক্তি অপরিমিত সাহস সহকারে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা মেল বন্ধন ছিন্নকরিতে সমাজ বন্ধনের ভয় অতিক্রম করতঃ অপরিমিত সাহসিকতার সহিত আদান প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আমাদের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগ ধন্য, চেষ্টা ধন্য, সাহস ধন্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ধন্য, উৎসাহ ধন্য। একথা বলা যাইতে পারেনা যে যুগান্তরের কৃত এই কার্য্য নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। কতিপয় স্থূলগ্রীব বৃষস্কন্ধ কুলীন শিরোমণি এই অভিনব আদান প্রদান কার্য্যের বাধা দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। কুলীন সমাজে কতগুলি বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য্য দলপতি আছেন। ইঁহারা সাক্ষাৎ অহঙ্কারের ও গর্ব্বের

প্রতিমূর্ত্তি। আত্মহিত দর্শনে ইহারা সম্পূর্ণ অন্ধ। উহারা কুল লক্ষ্মীর ক্রোড়ে আলালের ঘরের দুলাল। বিদ্যাতে নিশানসহী দস্তখতকারী বৃহস্পতি। বুদ্ধিতে জাম্বুবানের প্রপিতামহ। অহঙ্কারে ও দম্ভে, মহারাজা দুর্য্যোধন। ক্রোধে মহামুনি দুর্ব্বাসা। পূর্ণ বয়স্কা কন্যাগুলির প্রতি ব্যবহারে উহারা দুর্বৃত্ত জল্লাদ। উহারা চন্দ্রমুখী কন্যাগুলিকে যমের হাতে সম্প্রদান করিয়া যমালয় পাঠাইতে বিন্দুমাত্রও মমতা প্রদর্শন করেন না। এই সকল মহাপুরুষ দুর্ব্বল রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের মস্তকে ভয়ঙ্কর গদাঘাত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে কালীপাড়ার জমীদারদিগের অনুগ্রহে, দুর্ব্বল দরিদ্রদ্বয় নির্ব্বিঘ্নে আদান প্রদান করিয়া উঠিয়াছেন। বটব্যাল ও ডিংশায়ী প্রভৃতি শ্রোত্রিয়গণ সোৎসাহে বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ গঙ্গোপাধ্যায় এবিষয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন। অনেক প্রাচীন গঙ্গোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়কে বরং এই কার্য্যে উৎসাহী দেখা গিয়াছে। ঘটক বংশ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের

মতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন নাই। উহারা এখন পর্য্যন্ত শুষ্ক পুষ্করিণীর দলের তলে। হয়ত দল বৃদ্ধি পাইলে লাফিয়া লাফিয়া মণ্ডুকরবে এই আদান প্রদানের বংশাবলী কীর্ত্তন করিবেন। আমরা অত্যন্ত আশার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বল্লালী মেল ভঙ্গের নিমিত্ত এই কার্য্যটী সূত্রপাত স্বরূপ হউক! দুরাচার দেবীবরের কুপ্রথা রাঢ় দেশ হইতে দূরে পলায়ন করুক। রাঢ়ীয় কুলীনগণ কতকাল মোহ নিদ্রায় অন্ধ হইয়া থাকিবে, কতকাল কৌলীন্য মদপানে দুঃখিনী কুমারীগুলির প্রতি মত্ততা ও জল্লাদবৃত্তি প্রকাশ করিবে। এখন সৎপথ ধর, মঙ্গল হইবে, মঙ্গল হইবে।

The East, Dacca. 1877.

Vol III. No. 33

A STEP TOWARDS SOCIAL PROGRESS.

Most of our readers are doubtless aware of the very strict rules, which the *Kulin* Brahmans of Bengal have to observe in marrying their daughters. The *Kulins* are divided into a great many *mels* or sections. Of the origin of these *mels*, a word or two may not be inappropriate here. Whenever any member of a *Kulin* family committed a crime, or whenever in any such family anything happened which tended to lower its position, that family and those with which it had near blood relations together with those with which they were related by marriage were set apart as one *mel* or clan. As time advanced and their sinfulness increased, the *Kulins* became divided into a great many *mels*. Of these, the most prominent are the Fulia, the Kharda, the Sarbanandi and the Ballabi *mels*. At first marriages between members of the different *mels* were allowed. But about ten generations ago, Debibar Ghatak, a man of vast learning and great influence, prohibited such marriages, and thenceforward marriages may only take place between

members of the same *mel*. *Mels* were thus made so many *sub-castes*. But this is not all. A harder restriction was ordained, by which even in the same *mel*, only such families might marry with each other as had done so previously. So that a *Kulin* Brahman has to select his wife not from his own *mel* in general but only from such families of that mel as are already related to him by marital ties. There is again another mere distinction that is to be observed. A *Kulin* may not marry his daughter to any member of another family but only to some members of a particular section of that family. To crown this complication of restrictions and exclusions that of *Paryaya* comes in. This is a mere calculation of the degree of generations between whom only marriages may take place. So that a *Kulin* Brahman of respectable family is bound by social customs to observe the limitation of *Mels*, restricted families or *Ghars* and restricted degrees or *Paryayas*. If he violates any of these principles, he is put to the greatest shame and disgrace among his fellow *Kulins*. There are other minute distinctions observed in the marriage of Kulins, which we purposely withhold for fear of tiring our readers.

The observation of the *mel*, *ghar* and *Parjaya* has been the cause of all the growing evils that prevail among the *Kulins*, and has so much lowered and degraded their present condition This baneful system of restriction and exclusion compels girls of 2 or 3 years to marry septuaginists, sans ears, sans eyes, sans teeth and sans all, and it is owing to this that old maids of three or four scores have to marry infant husbands and yet even then all cannot get married. Marriage, it must be remembered, is a *sine qua non* for Hindu women to attain purity. Thus while owing to the pernicious principles of limitation and prohibition, a large number of marriageable women unavoidably pass single lives, others get married by dozens and scores to one and the same husband, to wash away the impurity of an unmarried life. And often are neices thus made the co-wives of their aunts and sons the brothers-in-law of their fathers.

To remove these evils, a movement is being made among the *Kulins* since the last ten years by one Rash Behari Mookerji, himself a *Bhanga Kulin* of great eminence of the *Fulia-mel*. His chief object is to bring about intermarriages between all the

mels as were prevalent before the time of Debibar-Ghatak and to do away with the niceties of *ghár* and *parjaya* Rash Behari has left off all his occupations and has devoted all his energy and time to the accomplishment of his object To do this he has published several pamphlets and song-books depicting in glowing words the social evils of this abhorred system. Wherever he goes he makes speeches to convince the people about the propriety of his proposal and sings songs composed by himself to move the people to dislike the present system of *Kulinism* Though Rash Behari is not a very educated man, he has yet got natural parts and a poetic head, so that we are glad to observe that his pamphlets and songs have succeeded to create a great sensation in the *Kulin* community and though all the *Kulins* do not venture to express in clear words their approval of Rash Behari's proposal, there is scarcely any one among them however bigoted he may be, who does not secretly apporve of it.

We are very glad to announce that Rash Behari Mookerjee has after considerable struggle and toil succeeded to celebrate intermarriages on his new

scheme and three marriages have been celebrated on the 2nd Sraban corresponding with the 5th instant, a date which must be remembered with great joy and interest by the *kulin* Bhramans of Bengal—between the houses of the first two *mels* of the *kulins*—we mean the Fulia and the Khardaha. The daughter and son of Rash Behari Mookerjee of the *Fulia mel* have been married to the son and daughter of Hari Mohan Ganguly of the *Kharda mel* and a daughter of the last named Ganguly has been married to a son of Sib Ch Mookerjee of the *Fulia mel* In the first two of these marriages there were not only intermarriages between different mels but marriages between different *Parjay*s It is true that these gentlemen are all *Bhanga kulins* i e not in their pure original state, but it must at the same time be observed that since the last ten generations there were no intermarriages between their *mels.*

Again these three gentlemen, Sib Chandra, Rash Behari and Hari Mohan are very respectable among the *Bhanga kulins* of the *Fulia* and the *Kharda mels*, whose number is more than half of the whole body of the *kulins.* We are sure that a great improvement will be made among

the *Bhanga kulins* if others would follow their example. We may also notice that proposals are being made of similar intermarriages among the *Naikashays* i e the *kulins* in their primitive pure state. We must praise these gentlemen for taking lead in this matter notwithstanding the great obstacles and obstructions which were placed in their way They have shown the way to many who would not have ventured if they had not taken the lead

We cannot but express pleasure in noticing that not the least objection was made by orthodox *kulins* to attend these marriage parties or to dine with these gentlemen though they ventured to take the lead in such a new matter and every thing passed smoothly as if nothing new or uncommon took place, this shows a marked improvement in the orthodox *kulin* society and also bespeaks that the people do approve of Rash Behari's scheme in their heart, though some may not like to give vent to their thoughts. At last we must thank those educated and influential gentlemen of our community who have tried their best to further this noble object and to whose endeavour its success is mainly due.

অনুবাদ—

সমাজের উন্নতির সূত্রপাত।

ইষ্ট ঢাকা। ১৮৭৭। ৫ম ভাগ। সংখ্যা ৩৩।

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে, এদেশীয় কুলীনব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিবাহ সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠিন নিযম প্রতিপালন করিতে হয। কুলীনেরা অনেক মেল অর্থাৎ শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীবিভাগ কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা এস্থলে অসঙ্গত নহে। কোন কুলীন পরিবারের কোন ব্যক্তি কোন গর্হিত কার্য্য করিলে অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে যাহাতে মানহানি ও বংশমর্য্যাদার লাঘব হইতে পারে, এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, ঐ পরিবার এবং তাহাদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে অপরাপর কুলীনেরা এক ভিন্নমেলে বিভক্ত করিয়া দিত, সমাজে পাপের স্রোত দিন দিন বৃদ্ধি হওযাতে এইক্ষণ কুলীনেরা অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত হইযা পড়িয়াছেন। এই কুলীনদিগের মধ্যে ফুলিযা, খরদহ, সর্ব্বানন্দি ও বল্লভী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মেলে আদান প্রদান

কার্য্য হইতে পারিত। এইক্ষণ প্রায় দশপুরুষ হইল দেবীবর ঘটক একজন অতি বিদ্বান্ ও প্রতাপান্বিত লোক এই প্রকার বিবাহ রহিত করেন। সেই সময় হইতে নিজ নিজ মেলে কন্যা বিবাহ দেওয়ার রীতি চলিয়া আসিতেছে। কেবল ইহা নহে, আর কয়েকটী গুরুতর নিয়ম দ্বারা কুলীনেরা আবদ্ধ হইয়াছেন। এইক্ষণ কুলীন ব্রাহ্মণেরা যে নিজমেলে সকল পরিবারের কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারেন এমত নহে। যে সকল পরিবারের সহিত পূর্ব্ব হইতে বিবাহকার্য্য চলিয়া আসিতেছে, কেবল সেই সকল পরিবারের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ইহা অপেক্ষা আর একটী সূক্ষ্ম নিয়মের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। কোন কুলীনব্রাহ্মণ অন্য পরিবারের যে সে পাত্রের সহিত যে কন্যা বিবাহ দিতে পারেন এমত নহে, ঐ পরিবারের কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত আদান প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। আবার পর্য্যায় নিয়ম রহিয়াছে। অর্থাৎ পুরুষ গণনা দ্বারা বিবাহের ঔচিত্যানৌচিত্য ধার্য্য করা হইয়া থাকে। সুতরাং সম্মানিত কুলীনেরা সমাজের

রীত্যনুসারে বিবাহের সম্বন্ধে মেল, ঘর, ও প-র্য্যায়ের নিয়ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যদি তাঁহারা ইহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন তবে সমাজে তাঁহার অপমান ও লজ্জার সীমা থাকেনা। কৌলীন্যের আরও অনেক নিয়ম আছে। কিন্তু পাঠকগণের বিরক্তিভয়ে আমরা এস্থলে তাহা উল্লেখ কবিবনা। কুলীনদিগকে মেল, ঘর ও পর্য্যায় প্রভৃতি নিযম প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে বহুবিধ দোষ প্রবেশ করিযা, বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগের অবস্থা অত্যন্ত হীন ও শোচনীয করিযাছে। এই সকল গর্হিত নিযমে ২। ৩ বৎসব বয়স্কা বালিকাদিগকে দন্ত এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয শক্তি বিহীন জরাজীর্ণ ৭০। ৮০ বৎসরের বৃদ্ধেব সহিত এবং ৭০। ৮০ বয়স্কা বৃদ্ধাদিগকে দুগ্ধ পোষ্য বালকের সহিত বিবাহ দেওযা হইতেছে। তথাপি সকলের ভাগ্যে বিবাহ সম্ভব হইযা উঠেনা। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে প-বিত্র হওয়ার জন্য বিবাহ অত্যন্ত আবশ্যকীয়। বিবাহ না হইলে স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয়না। সমাজে

পূর্ব্বোক্ত নিয়ম গুলি চলিত থাকায়, অনেক বিবাহের উপযুক্তাকন্যাকে সমস্ত জীবন অবিবাহিতা থাকিতে হয়। অনেকে কেবল মাত্র শুদ্ধ হইবার জন্য পাঁচিশজন একজনকে পতিত্বে বরণ করিতে স্বীকার করেন। অনেক সময় কুলীনেরা বিমাতার ভ্রাতষ্পুত্রী ও ভগিনীর সপত্নীর কন্যা বিবাহ করেন। পুত্র পিতার ভায়রা হইয়া থাকে। কুলীন সমাজের এই সকল অহিতকর নিয়ম রহিত করিবার জন্য রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ দশ বৎসরাবধি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইনি নিজেও ফুলীয়া মেলের একজন প্রধান কুলীন। মেলভঙ্গ করিয়া বিবাহ প্রথা প্রচলন করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে ঘর, পর্য্যায় প্রভৃতি যে সকল নিয়ম আছে তাহা রহিত হইয়া দেবীবর ঘটকের পূর্ব্বে সমাজের যে রূপ অবস্থা ছিল, তাহা পুনরায় উপস্থিত হয়, এই জন্য ইনি বিশেষ যত্ন করিতেছেন। রাসবিহারী তাঁহার নিজের সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই উদ্দেশ্য সম্পাদনার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি সমাজের দুরবস্থা অতি সুস্পষ্ট ও যাহাতে

সহজেই লোকের মনে দয়ার উদ্রেক হয় এরূপ ভাষায় বর্ণনা করিয়া কয়েক খানা পুস্তিকা ও সংগীত প্রকাশ করিয়াছেন। যখন যেখানে যান সে স্থানবাসী লোকের নিকট বক্তৃতা করিয়া তাহার প্রস্তাবের মহত্ব ও উপকারিতা বুঝাইয়া দেন। এবং কৌলীন্যের উপর ঘৃণা জন্মাইবার জন্য স্বরচিত সংগীত শ্রবণ করান। রাসবিহারী অত্যন্ত শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক শক্তি অত্যন্ত প্রখর। তাঁহার পুস্তক ও গানে সুন্দর কবিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং আমরা সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ঐ সকল পুস্তক ও সংগীত দ্বারা কুলীনব্রাহ্মণ সমাজে মতের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। যদিও অনেকে স্পষ্ট করিয়া রাসবিহারীর প্রস্তাব সমর্থন করিতে সাহস করেন না, তথাপি এইক্ষণ এমন কুসংস্কারাপন্ন কেহই নাই, যিনি গোপনে ইহার ঔচিত্য স্বীকার না করেন। আমরা অত্যন্ত সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের পর মেলভঙ্গ করিয়া কয়েকটী বিবাহ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। গত

২২শে শ্রাবণ তারিখে ফুলিয়া খড়দহ মেলের মধ্যে এই সকল বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে কুলীনব্রাহ্মণ সমাজ এই তারিখটী অত্যন্ত আহ্লাদের ও আগ্রহের সহিত মনে রাখিবে। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও কন্যার (ফুলীয়ামেল) খড়দহ মেলের হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র ও কন্যার সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এবং শেষোক্ত হরিমোহনগাঙ্গুলীর দ্বিতীয়া কন্যার সহিত ফুলীয়া মেলের শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথম বিবাহ দুইটী যে কেবল ভিন্ন ভিন্ন মেলে হইয়াছে তাহা নহে। ভিন্ন২ পর্য্যায়েও হইয়াছে। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ভঙ্গকুলীন সত্য বটে, কিন্তু দশ পুরুষ যাবৎ ইহাদের মধ্যে কখনও মেলভঙ্গ হইয়া বিবাহ হয় নাই। বিশেষতঃ ইহারা ফুলীয়া ও খড়দহ মেলের মধ্যে প্রধান ও সম্মানিত। অন্যান্য ভঙ্গ কুলীনেরাও যদি ইহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন, তবে যে কুলীন সমাজের অনেক উন্নতি হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নৈকষ্য কুলীনদিগের মধ্যেও এই প্রকার বিবাহের প্রস্তাব হই-

তেছে। যে সকল লোকেরা অনেক বাধা ও বিঘ্ন সত্ত্বেও এবিষয়ে অগ্রগণ্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করি। তাঁহারা পথ প্রদর্শন করিয়া অনেককে উৎসাহিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই সকল বিবাহে সমুদয় গোঁড়া কুলীন উপস্থিত ছিলেন। এবং যাহারা এই নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাদের সহিত পান ভোজন করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন নাই। এই সংবাদ শুনিয়া আমরা আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। ইহাতে কুলীন সমাজের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। এবং কুলীনদিগের মধ্যে যদিও অনেকে সাহসপূর্ব্বক মেলভঙ্গ করিয়া বিবাহ দিতেছেননা, তথাপি সকলেই যে অন্তঃকরণের সহিত রাসবিহারীর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও দেখা যাইতেছে। অবশেষে আমাদের সমাজের যে সকল শিক্ষিত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং যাহাদের যত্নে ও সাহায্যে রাসবিহারী এই প্রকার

কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি।

হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা। ১২৮৫। ২ সংখ্যা।

(ঢাকা নগরী হইতে প্রকাশিত।)

অদ্য কিয়দ্দিন পরে, বঙ্গীয় কুলীন সমাজের পুনর্ব্বার শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে। নিম্ন লিখিত ঘটনা গুলি দর্শনে আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে সুখসূর্য্য ১২৮৪ সনের ২২শে শ্রাবণে উদিত হইয়া এদেশীয় কুলীন সমাজের দেবীবর পরিপোষিত মেলবন্ধন জনিত অনিষ্টকর তমসজাল বিদূরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহারই অক্ষুণ্ণ বিভাবলে অদ্য আমাদের শুভদিনের আবির্ভাব হইল। আমরা নিম্নপ্রকাশিত ঘটনাবলী দেখিয়া আহ্লাদে, হর্ষে, বিস্ময়ে যুগপৎ অভিভূত হইয়াছি। বস্তুতঃ ঈদৃশ ব্যাপার সন্দর্শনে সুবিখ্যাত সমাজ সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের অসীম সাহসিকতা, অদ্বিতীয় কষ্টসহিষ্ণুতা, অপরিমিত পরিশ্রমকারিতা ও অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা

নাকরিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা। এই মহানুভব যদি ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, জার্ম্মেনী কি ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের তুল্য কোন সুসভ্য জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপ পরদুঃখ বিমোচনে ও সমাজ সংস্করণে তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেন, তবে ইহাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায়২ অঙ্কিত হইত। কিন্তু এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে প্রকৃত গুণের প্রশংসা নাই বলিয়াই রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এখনও আপনার উদর নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই। ইতিহাস পাঠে অনেক ধর্ম্মসংস্কারকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় সমাজ সংস্কারক লোকের নাম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয়না। তথাপি ইনি বঙ্গীয় সমাজের সম্যকরূপ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। অতএব হে উৎসাহহীন বঙ্গীয়সমাজ! তোমরা আর কতকাল মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে? একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া গুণীজনের গুণের আদর করিতে অভ্যাস কর। আর প্রস্তাবনায় পটুতা দেখাইয়া কার্য্যকালে পশ্চাৎপাদ হইও না। আমরা

নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি আহ্লাদ সহকারে সাধারণের গোচর করিতেছি। প্রথমতঃ বিগত ৫ই ফাল্গুণ সর্ব্বানন্দি মেলীয় নৈকষ্য কুলীন কোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, ফুলিয়া মেলস্থ নৈকষ্য কুলীন কুকুটীয়া নিবাসী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাযের পুত্রের নিকট সম্প্রদান করিযাছেন। উক্ত বিবাহ সভায় শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘটক সিংহ ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ঘটকরাজ ও শ্রীযুত গুরুনাথ তর্কসাগর প্রভৃতি প্রধান২ কুলাচার্য্যবর্গ উপস্থিত থাকিযা কবিতা পাঠ ও কুলকীর্ত্তন ঘটিত সভোচিত বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ১৮ই ফাল্গুণ বজ্রযোগিনী নিবাসী পুষিলাল বংশীয় শ্রীযুক্ত কালীকিশোর চক্রবর্ত্তীর কন্যা ও ভ্রাতষ্পুত্রের সহিত তন্ত্রগ্রাম নিবাসী মাশ্চড়ক বংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র কন্যার পরস্পর আদান প্রদান হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিবাহ সভাতেও প্রধান২ কুলাচার্য্যবর্গ উপস্থিত হইযা ছিলেন। আমরা একান্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এইসভাতে শ্রোত্রিয়াগ্রগণ্য মাশ্চড়ক ও পুষিলাল

বংশীয় মহাশয়েরা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সকল কুলীনগণ মেল ও পর্য্যানুরোধে ধর্ম্মশাস্ত্র বিগর্হিত স্বজনা ও বয়োজেষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিবেন অথবা রজঃস্বালা কন্যাকে অদত্তা রাখিবেন, আমরা সেই সকল কুলীন সন্তানে কন্যা প্রদান করিবনা। যদি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বিশুদ্ধ মতাবলম্বী কুলীন পাইতে পারি তবে সেই সকল সৎপাত্রে আমাদের স্ব স্ব কন্যা প্রদানে বিশেষ যত্ন করিব। নচেৎ সৎপাত্রাভাবে তুল্য রূপে আদান প্রদান করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে যে, যদি উক্ত শ্রোত্রিয় মহাশয়দিগের অঙ্গীকার সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই শ্রোত্রিয় সমাজ হইতে কন্যাপণ উঠিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ ২৩শে ফাল্গুণ মাইজপাড়া নিবাসী বল্লভী মেলিয় বিখ্যাত নামা শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও ভ্রাতষ্পুত্রগণের সহিত খড়দহ মেলস্থ বাঘিয়ার গাঙ্গুলি ৺রমাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশসম্ভুত সিংহপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত

জয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যা ফুলিয়ামেলের ৺শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান হাঁসারা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ও পৌত্রীর সহিত পরস্পর একযোগে তিন মেলে আদান প্রদান অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। এই সভায় শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র ঘটক-রাজ ও শ্রীযুক্ত কালীনাথ কবিসাগর, শ্রীযুক্ত গুরুনাথ তর্কসাগর ও শ্রীযুত ব্রজনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কুলাচার্য্যাগ্রগণ্য মহোদয়গণ ও বিক্রমপুর, দক্ষিণ বিক্রমপুর এবং বাকলা, ব্রাহ্মণডাঙ্গা প্রভৃতি সমুদয় স্থানের ঘটকগণ উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কবিতাপাঠ ও রীতিমত বক্তৃতা করিয়া আট আনা সহকাবে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক উভয়পক্ষীয় কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই কার্য্য দ্বারা শ্রীযুক্ত বাবু কালী-কিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাস-বিহারী মুখোপাধ্যায় সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, উপরিউক্ত কার্য্যগুলি একমাত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে অক্ষুণ্ণভাবে সম্পা-

দিত হইয়াছে। উপসংহারে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, যাঁহারা মনে মনে রাসবিহারী বাবুর বিশুদ্ধ মতের পোষকতা করিতেছেন, তাঁহারা কার্য্য দ্বারা স্বস্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে শিক্ষিত সমাজের ধন্যবাদার্হ হইতে যত্ন করুন।

বশংবদ

শ্রীললিতমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

নিবাস ইছাপুরা।

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮৬। ৩৯ সংখ্যা।

সংবাদ দাতার পত্র।

রাসবিহারীর পরিশ্রমের ফল।

কালের কি অচিন্তনীয় শক্তি। কালের কি চমৎকার স্রোতঃ। কালের গতিতে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কালস্রোতঃ কুলাল-চক্রের ন্যায় লোকের অদৃষ্টনেমী বিঘুর্ণিত ও পরি-বর্ত্তিত করিয়া ফেলিতেছে। আজ এতদিনের পর রাসবিহারীর অদৃষ্টচক্র প্রকৃতস্থ হইয়া সফল-প্রসবোপযোগী হইয়া উঠিল। নির্ম্মলসলিলা

ভাগীরথী যেমন ঐরাবত প্রহরণে সহস্রগুণ বেগ ধারণ করিয়াছিল, রাসবিহারীর সরসি সদৃশ বিশুদ্ধ মতও শত শত বাধা অতিক্রম করিয়া প্রবল বেগ ধারণ পূর্ব্বক অপ্রতিহত প্রভাবে সুবিস্তীর্ণ বঙ্গ ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। একে নির্ম্মলসলিলাভাগীরথীসদৃশ বিশুদ্ধ মত, তাহাতে আবার ১৩ই অগ্রহায়ণের পূর্ণিমার জোয়ার, ইহাতে উহা যে অতিশয় বেগ বিশিষ্ট হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি। বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণের পূর্ণচন্দ্র শুভক্ষণে সমুদিত হইয়া সুনির্ম্মল কিরণজাল বিকীর্ণ করতঃ ১১ পুরুষ যাবৎ প্রবাহিত দেবীবরীয় মেলজনিত ধ্বান্ত ধারা একবারে দূরীভূত করিয়াছে। আমরা পরম আহ্লাদ সহকারে পাঠকবর্গকে অবগত করাইতেছি যে, খড়দহ মেলীয় সর্ব্বাগ্রগণ্য ৺রত্নেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশ সম্ভূত দোহার নিবাসী নৈকষ্যবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত সর্ব্বানন্দী মেলস্থ নৈকষ্য কুলীন রোষদি নিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার উদ্বাহক্রিয়া বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পা-

দিত হইয়া রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বহু যত্নের আশালতা ফলবতী করিয়াছে। সম্পদ সম্পদের, বিপদ বিপদের অনুসরণ করে, ইহা চির প্রসিদ্ধ। কয়েক দিন গত না হইতে হইতেই রাসবিহারীর আশালতা আর একটি উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিয়াছে। বিগত ২৪ অগ্রহায়ণ খড়দহ মেলীয় ৺রামজীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের ৫ম বংশধর সাহাবাজ নগর নিবাসী দুই পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যাযের কন্যার সহিত ফুলিয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান তিন পুরুষ ভঙ্গ বিবন্দি নিবাসী শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণয় বিধি পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইয়াছে। যাঁহারা রাঢীয শ্রেণী কুলীনব্রাহ্মণগণের সামাজিক অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা রাসবিহারী বাবুর পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, যত্ন একাগ্রতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। পরন্তু রাসবিহারীর ১৯ বৎসরের পরিশ্রম যে অধুনা ক্রমে ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। আমাদের

ইহাও সম্পূর্ণরূপ আশা হইতেছে যে, রাসবিহারী আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে রাজা ভগীরথের ন্যায় ইনিও দেবীবরাভিশাপে অভিশপ্ত পূর্ব্ব পুরুষ-দিগের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবেন।

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৮৬। ৪ সংখ্যা।

সংবাদ বিবাহ।

অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে, বিগত ২৬শে মাঘ তন্ত্রগ্রাম নিবাসী রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান নৈকষ্য কুলীন শ্রীযুত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কোণ্ডাগ্রাম নিবাসী ৺রামকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তান নৈকষ্য কুলীন ৺ভৈরবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় কোণ্ডা নিবাসী শ্রীযুত জয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুত রূপচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রামস্থ সমুদয় শ্রোত্রিয় ও কুলীন মহোদয়গণ, কোলা নিবাসী শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র ব-

ন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত হইয়া আহ্লাদ সহ-
কারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তৎপর সভ্য
মহোদয়গণ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা
ও সংগীত শ্রবণ করিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া,
উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অগণ্য ধন্যবাদ ক-
রিয়াছিলেন। এই বিবাহে সমধিক আহ্লাদের
বিষয় এই যে, কন্যাটি যমবরাই ছিলেন, রাসবি-
হারীর বহু যত্নে ৩০ বৎসর বয়সাতীতে গৃহশূন্য
পতির গৃহিণী হইয়া সুখিনী হইলেন। কন্যার
সর্ব্বাগ্রজ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহা-
শয় এই বিবাহের যারপর নাই বিরোধী ছিলেন।
কিন্তু শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীযুত কাশীচন্দ্র ও
শ্রীযুত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় কন্যার অপর
ভ্রাতৃত্রয় রাসবিহারীর মতে একমত হইয়া এই
সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, এজন্য উক্ত
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দিগকেও আমরা সহস্র ধন্য-
বাদ প্রদান করিলাম। এইরূপ রাসবিহারীর ম-
তানুযায়ী ভিন্ন কার্য্য প্রায় দেখা যায় না। অচির-
কাল মধ্যেই যে রাসবিহারী সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্য্য
হইবেন সন্দেহ নাই। উপসংহার কালে কোলা

গ্রাম নিবাসিনী কয়েকটি কুলীন কন্যারা যে ঐ বিবাহ কালীন রাসবিহারীর সম্বন্ধে একটী গান করিয়াছিলেন আমরা তাহা এস্থলে আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিলাম।

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

আয় লো আয় দেখি যেয়ে ঐ এল সেই রাসবিহারী।
(এযে) রাসবিহারী রূপে এল গোকুলের সেই, রাসবিহারী।

মরি কি ভঙ্গি বাঁকা, কথা কি মধুমাখা, ইচ্ছা হয় শ্রবণ করি শ্রবণ ভরি, (এযে) কলির কলুষ নাশিতে কুলীন কুলে অবতরি।

ব্যাভিচার নিবারিতে, লাঠি আর ধ'লে হাতে, নিয়েছেন বংশীধারী বাঁশী ছাড়ি, (উহার) দ্বাপরে ষাইট হাজার ছিল, অপরে চৌদ্দটী নারী।

লোকের সব কষ্ট হেরি, কতইনা কষ্ট করি, উপদেশ দিয়ে বেড়ান বাড়ী বাড়ী, (ওরে) মান্য লোকে মান্য করে সামান্যে করে চাতুরী।

আমাদের পূণ্যফলে, বিহারী উদয় হলে, একথা বলে সরলা-সুন্দরী, (ওরে) বড়বিলে উঠাইল, নিজে ব্রহ্মচার্য্য করি।

বশম্বদ—

শ্রীগিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোলা স্কুলের ছাত্র।

ঢাকাপ্রকাশ ১২৯০। ২ সংখ্যা

ও ১২৯১ সনের ২৭ সংখ্যা।

বরিশালের সংবাদদাতার পত্র।

আমাদের সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিগত মাঘ মাসে বরিশাল গমন করিলে, তত্রত্য ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ও কায়েস্থ জাতীয় উকীল, আমলা ও বাঙ্গালি হাকিমগণ, বাবু স্বরূপচন্দ্র গুহ মহাশয়ের হাবেলীতে এক সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, এবং রাসবিহারীর বহু বিবাহ ও কন্যাপণ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও সংগীত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হন। নিতান্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে বরিশালবাসী মহাত্মারা রাসবিহারী মুখোপাধ্যা-য়ের কৃতকার্য্যতা দর্শনে তাঁহাকে বার্ষিক ৬০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও সংচেষ্টার সমুচিত পুরস্কার প্রদান করেন। যাঁহার যত্ন, চেষ্টা, সদুপদেশ দান, উৎসাহ ও অক্লান্ত পর্য্যটন গুণে বহুবিবাহ প্রথা একপ্রকার রহিত হইয়াছে, বঙ্গভূমি ব্যাভিচার ও ভ্রূণ হত্যাদি মহা পাপ ভার হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইয়াছে, ২০। ২৫

বর্ষীয়া ২৫। ৩০টী কুলীন কন্যা বিভিন্ন গৃহে (যে ঘরের সহিত বিবাহের নিয়ম নাই সেই ঘরে) পরিণীতা হইয়াছেন। অনেক ভঙ্গ ও নৈকষ্য কুলীনগণ মেলপর্য্যায় ভঙ্গ কবিয়া কন্যাগণকে সৎপাত্রস্থ করিতেছেন, প্রধান২ শ্রোত্রিয় ও বংশজগণ পরস্পার আদান প্রদান করিয়া কন্যা পণের মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই সমাজসংস্কারক দুর্গত রাসবিহারীর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত হইতে দেখিলে কোন্ সমাজ হিতৈষী না একান্ত পুলকিত হন, এবং সাহায্যকারীগণকে মুক্তকণ্ঠে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান না করেন ? বরিশালবাসীরা সমাজসংস্কারকের প্রকৃত মহত্ব জানেন, তাই তাঁহারা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য প্রতিশ্রুত হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অভিনন্দিতও করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগত্যর্থ ঐ অভিনন্দনপত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রকটিত হইল।

অভিনন্দন পত্র।

আদর্শ জীবন ধার্ম্মিকবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী

মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু—

মহাত্মন! আপনি কৌলীন্য প্রথার দোষসমূহ দূর করিবার জন্য যেরূপ আয়াস ও কষ্ট স্বীকার করিয়া, নানারূপ অপমান সহ্য করিয়া, গলদঘর্ম্ম কলেবর হইয়া দেশে২ পর্য্যটন করিয়াছেন; এবং আপনার অভিষ্ট বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমরা বরিশাল নিবাসীগণ তৎশ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছি,অবাক হইযাছি। মহাশয়! আপনার ন্যায় মহাত্মার সন্দর্শন লাভে আমাদের জীবন ধন্য হইয়াছে। আপনার হৃদয়ের তেজ, মনের বল, শরীরের শ্রম সহিষ্ণুতা, আপনার উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায়, নৈতিক বীরত্ব বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। আপনার ন্যায় মনুষ্য দুর্ল্লভ। আপনার জীবন আদর্শ। আপনার পরোপকারার্থ আত্মবিসর্জ্জন নিতান্ত দুর্ব্বল হৃদয় মনুষ্যেরও দৃষ্টান্তানুকরনেচ্ছা উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন আপনার কবিত্বের যে পরিচয় পাইয়াছি আমরা তাহার কি প্রশংসা করিব। দেশে দেশে আপনার মহত্ব

প্রচারিত হউক। ভিন্ন২ জাতি দেখুক বঙ্গবাসীর মধ্যে মনুষ্য আছে কিনা। ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন এবং আপনার ব্রতের সহায় হইয়া সদুদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল করুন।

আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীমোহনচন্দ্র গুহ
সভাপতি।

উপসংহারে অশ্বিনীবাবুর অনুমত্যনুসারে বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহ যে রাসবিহারীর সম্বন্ধে একটি অভিনন্দিত গান করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

রাগিণী বসন্ত। তাল আরাঠেকা।

আমাদের এই রাসবিহারী গুণের সাগর।
আদর্শ জীবন ইনি ধার্ম্মিক প্রবর।

এযে দেখ যোগি বেশ, শিরে শুভ্র পক্ক কেশ, ইহার কীর্ত্তি অশেষ বিশেষ, জানে নারী নর।

পর দুঃখে চক্ষে বারি, ভ্রমণ করেন বাড়ী বাড়ী, সকলেরই উপকারী, নাহি আত্ম পর।

ব্যাভিচার ভ্রূণ হত্যা যত, ইহাঁর যত্নে কত গত, এদেশে নাই ইহাঁর মত, ইনি একেশ্বর।

ঈশ্বরে প্রার্থনা করি, বেঁচে থাকে রাসবিহারী, দাও জগদীশ দয়া করি, চাহি এই বর।

ঢাকাপ্রকাশ। ১২৯১। ৪৮ সংখ্যা।

অবিদিত নাই যে বিক্রমপুরান্তর্গত তারপাশা নিবাসী খ্যাতনামা শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহু বৎসরের পরিশ্রম, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অসীম সহিষ্ণুতার ফল মেল পর্য্যায় ভঙ্গ প্রথা প্রচলিত হইযাছে বলা বাহুল্য। এতদিনে এতদ্দেশীয় আজীবন অনূঢ়া কুলীন কন্যাগণের একটি প্রশস্ত স্বর্গীয় সুখের দ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে সকল ভঙ্গ ও নৈকষ্য কুলীন মহাত্মারা এই সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পারত্রিক মঙ্গল বিধানের জন্য এই মহৎ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ধাম সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিত হইল। ভরসা করি এই সুনীতি দিন দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন কবিতে পারিবে। পরন্তু যে প্রথাটি সমাজে দ্বাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও বদ্ধমূল ছিল, তাহা একমাত্র রাসবিহারীর পর্য্যটন, পরিশ্রমে দূরীকৃত হওয়া সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমরা এসম্বন্ধে দুইটী সংগীত নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

'কই হে দ্বিজ তোমায় কই' এই গানের সুর।

রণে রাসবিহারীর জয়, বিরূপী বিদ্রোহী যত হৈল পরাজয়, যতোধর্ম্ম স্ততোজয় কভু মিথ্যা নয়।

দেবীবরের সৈন্য যত, কতবা সমরে হত আরো কত বন্দী-ভূত, হবে নিরাশ্রয়।

(হৈল) রাজ্য ভ্রষ্ট দেবীবর (এখন, রাসবিহারীর অধিকার জয় জয় ধ্বনি কর ত্যাগ কর ভয়।

(গুরু) উপদেশে কিনা হৈল, বহুদিনে উঠে গেল, মেয়া ছেলে বিবাহ দিল, আরো নারীর হন।

সমরে সম্পূর্ণ হৈল, রাসবিহারীর বিজয় হল, গুরু, অতুল কীর্ত্তি থাকবে ভবে নাহিক সংশয়।

'অয়ি সুখময়ী উষে' এই গানের সুর।

দেখগো তারা কুলবালা, কুলমালা দেখগো তারে, যেমন সমর জয়ী রঙ্গিনী ঘোর সমরে।

রাসবিহারীর নবাদল সবল সে দলের, তারা হাসিতেছে খল খল, বিজয় পতাকা ধরে।

দেবীবরের বুদ্ধ যত, রাসবিহারীর রণে হত, কতনা শরণাগত কত গেল কালের ঘরে।

দেবীবর নির্ব্বংশ হৈল, তারি সেনা সব বিপাকে হৈল, রাসবিহারীর কীর্ত্তি রৈল, অক্ষয় হবে এ সংসারে।

ঈশ্বরে প্রার্থনা কর রাসবিহারী হয় অমর, এই আশীর্ব্বাদ কর, হর কবিরে বরের ঘরে।

ভঙ্গকুলীনদিগের মেল পর্য্যায় ভঙ্গ।

১। ফুলিয়া মেলস্থ বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান তারপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যার সহিত খড়দহ মেলির ৺রামজীবন গাঙ্গুলির সন্তান সাহাবাজনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যার আদান প্রদান হইয়াছে।

২। খড়দহ মেলস্থ ৺আত্মারাম গাঙ্গুলির সন্তান কালীপাড়া নিবাসী ছই পুরুষ ভঙ্গ শ্রীতারাচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলির মধুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান ভদ্র নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত নীলকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩। খড়দহ মেলস্থ ৺রামজীবন গাঙ্গুলির সন্তান সাহাবাজনগর নিবাসী দুই পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত রামনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলির মধুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান বিরন্ধি নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৪। খড়দহ মেলস্থ ৺রামেশ্বর গাঙ্গুলির সন্তান কাশীপুর নিবাসী স্বর ভঙ্গ শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলির শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান আউটসাহি নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত রামমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৫। খড়দহ মেলস্থ রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান বাহ্মণগাঁও নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলির রামরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান আউটসাহি

নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৬। খড়দহ মেলস্থ আত্মারাম গাঙ্গুলির সন্তান বেজগ্রাম নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা ফুলীয়া মেলস্থ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান ফুরসাইল নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৭। খড়দহ মেলস্থ রমাকান্ত গাঙ্গুলির সন্তান সিংহপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত জয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যার সহিত ফুলীয়া মেলিয় শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান হংসারা নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত হরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র ও পৌত্রির সহিত বল্লভী মেলস্থ মাটজপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কালীকিশোর ও শ্রীযুত ব্রজকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যাগণের একযোগে তিন মেলে আদান প্রদান হইয়াছে।

৮। ফুলীয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান বজ্রযোগিনী নিবাসী বিখ্যাত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র দুইপুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা খড়দহ মেলীয় আত্মারাম গাঙ্গুলির সন্তান বটেশ্বর নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কালীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

৯। ফুলীয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান আবিয়ল নিবাসী দুই পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা খড়দহ মেলীয় রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান ঐ গ্রাম নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত গুরুচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১০। ফুলীয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান হরমোহন নিবাসী দুই পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত গুরুচরণ বন্দোপাধ্যায় ক্রবর্ত্তীর কন্যা খড়দহ মেলস্থ কামদেব পণ্ডিতের সন্তান আবিরল নিকট তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কার্ত্তিকুমার মুখোপাধ্যায়ের নি সম্প্রদান করিয়াছেন।

১১। ফুলীয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান কুশারিপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত উমাচরণ বন্দোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা খড়দহ মেলিয় শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান সিন্দুরদি নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত তারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১২। ফুলীয়া মেলস্থ বলরাম ঠাকুরের সন্তান বীরতারা নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা বল্লভী মেলীয় সিংহপাড়া নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১৩। খড়দহ মেলস্থ আত্মারাম গাঙ্গুলির সন্তান বেরপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কালাচরণ গাঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা সর্ব্বানন্দী মেলীয় বনবসার নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১৪। বল্লভী মেলস্থ সিংহপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলীয় রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তান রামপুর নিবাসী চারি পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত মহিম-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

১৫। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ পশ্চিমপাড়া নিবাসী তিন পুরুষ ভঙ্গ শ্রীযুত কালীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা ফুলীয়া মেলীয়

কুলীব সন্তান তন্তব গ্রাম নিবাসী চাবি পুরুষ ভঙ্গ পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাযেব নিকট সম্প্রদান কবিয়াছেন।

নৈকষ্য কুলীনদিগের মেল ভঙ্গ।

১৬। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ কোলাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত হবমোহন বন্দ্যোপাধ্যায তাঁহাব কন্যা ফুলীযা মেলীয শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলিব সন্তান কুকুটীযা নিবাসী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাযেব পুত্রেব নিকট সম্প্রদান কবিয়াছেন।

১৭। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ বোষদি নিবাসী শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায তাঁহাব কন্যা খড়দহ মেলীয বত্নেশ্বব গাঙ্গুলিব সন্তান দোহাব নিবাসী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাযেব পুত্রেব নিকট সম্প্রদান কবিযাছেন।

১৮। খড়দহ মেলস্থ বামকৃষ্ণ গাঙ্গুলিব সন্তান কোওাগ্রাম নিবাসী ৺ভৈববচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাযেব কন্যা ফুলীযা মেলিয বঘুরাম চক্রবর্ত্তীব সন্তান তন্তব গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যাযেব নিকট সম্প্রদান কবা হইযাছে।

১৯। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ প্রাণীমণ্ডল নিবাসী শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাব কন্যা খড়দহ মেলীয় বামকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান কোলাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত তাবকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাযেব পুত্রেব নিকট সম্প্রদান কবিযাছেন।

২০। খড়দহ মেলস্থ হবিবাম গাঙ্গুলিব সন্তান চন্দ্রপ্রতাপ কুল্লা নিবাসী প্রসিদ্ধ বামগাঙ্গুলিব কন্যা সর্ব্বানন্দী মেলীয কোলা নিবাসী শ্রীযুত হলধব চট্টোপাধ্যাযেব নিকট সম্প্রদান কবা হইয়াছে।

২১। দেহাটী মেলস্থ সাহাবাজনগর নিবাসী শ্রীযুত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার কন্যা ফুলীয়া মেলির রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান মত্তগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন।

২২। ফুলীয়া মেলস্থ রঘুরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান কোলা নিবাসী চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা পারিহাল মেলীয় গাঙ্গুলি বংশীয় শিবের সন্তান তারপাশা নিবাসী শ্রীযুত বগলা চরণ ঘটকের নিকট সম্প্রদান করা হইয়াছে।

২৩। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ কেওটখালী নিবাসী সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা পারিহাল মেলীয় শিবের সন্তান তারপাশা নিবাসী শ্রীযুত বিমলা চরণ ঘটকের নিকট সম্প্রদান করা হইয়াছে।

২৪। ফুলিয়া মেলস্থ বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান ভৈরবগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত মদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট বাঙ্গালপাশ মেলির ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

২৫। খড়দহ মেলস্থ রত্নেশ্বর গাঙ্গুলির সন্তান সাহাবাজ নগর নিবাসী শ্রীযুত ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট বাঙ্গালপাস মেলির ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

২৬। খড়দহ মেলস্থ রত্নেশ্বর গাঙ্গুলির সন্তান সাহাবাজ নগর নিবাসী শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট বাঙ্গালপাস মেলির ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

২৭। খড়দহ মেলস্থ রমাকান্ত গাঙ্গুলির সন্তান নিমতলি নিবাসী শ্রীযুত জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

২৮। খড়দহ মেলস্থ যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান চুড়াইন নিবাসী শ্রীযুত ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তাঁহার তৃতীয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

২৯। ফুলিয়া মেলস্থ কৃষ্ণঠাকুরের সন্তান কুশাপাড়া নিবাসী শ্রীযুত কালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩০। খড়দহ মেলস্থ যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান বঙ্গশ্রী নিবাসী শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলীয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩১। সর্বানন্দী মেলস্থ কোনা নিবাসী শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলস্থ ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩২। ফুলিয়া মেলস্থ শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলির সন্তান বজ্রযোগিনী নিবাসী শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয় ইছাপুরা নিবাসী শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩৩। খড়দহ মেলস্থ কোনা নিবাসী শ্রীযুত রজনীকান্ত গঙ্গো-

পাংঘ্যাযেব নিকট বাঙ্গালপাস মেলিয ইছাপুবা নিবাসী উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায তাঁহাব দ্বিতীযা কন্যা সম্প্রদান কবিযাছেন।

৩৪। ফুলীযা মেলস্থ আটপাডা নিবাসী শ্রীযুত মহিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাযেব নিকট বাঙ্গালপাস মেলীয ইছাপুবা নিবাসী শ্রীযুত দুর্গাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায কন্যা সম্প্রদান কবিযাছেন।

৩৫। ফুলীযা মেলস্থ শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলিব সন্তান বেজগ্রাম নিবাসী শ্রীযুত বসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাযেব নিকট বাঙ্গালপাস মেলীয ইছাপুবা নিবাসী শ্রীযুত বজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান কবিযাছেন।

৩৬। খডদহ মেলস্থ শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলিব সন্তান বজ্রযোগিনী নিবাসী শ্রীযুত বাণীনাথ গঙ্গোপাধ্যায তাহাব কন্যা ফুলীয়া মেলীয বামেশ্বব চক্রবর্ত্তীব সন্তান আবিযল নিবাসী শ্রীযুত মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব নিকট সম্প্রদান কবিযাছেন।

৩৭। ফুলীযা মেলস্থ বামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীব সন্তান কাননিসার নিবাসী শ্রীযুত কাশীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব পুত্রেব নিকট আচার্য্য শেখবী মেলীয পঞ্চসাব নিবাসী শ্রীযুত বাসমোহন মুখোপাধ্যায় কন্যা সম্প্রদান কবিযাছেন।

৩৮। সর্ব্বানন্দী মেলস্থ কেওটখালী নিবাসী শ্রীযুত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাব কন্যা খডদহ মেলীয় বটেশ্ববনিবাসী শ্রীযুত দেবনাথ গঙ্গোপাধ্যাযেব পুত্রেব নিকট সম্প্রদান কবিযাছেন।

৩৯। বজ্রযোগিনী নিবাসী ফুলিযা মেলস্থ বলবাম ঠাকুরের সন্তান শ্রীযুত বজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়েব নিকট ইছাপুরা নিবাসী খড়দহ মেলীয় শ্রীযুত মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায তাহার পিতৃব্য ভগ্নী সম্প্রদান কবিযাছেন।

সারস্বত পত্র ১২৯২। ৪৭ সংখ্যা।

সংবাদদাতাব পত্র।

কৌলীন্য সংশোধন ও কন্যাপণ নিবারণ মানসে প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে দীর্ঘকাল যাবৎ অপরিসীম পর্য্যটন, পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি এইক্ষণ জগদীশ্বরের কৃপায় বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি নিজে মেল ভঙ্গ করিয়া আদান প্রদান করার পর প্রায় শতাধিক ব্যক্তি মেলভঙ্গ করিয়াছেন, পর্য্যায় ও ঘর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কত লোক কন্যা সৎপাত্রস্থ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। বহুবিবাহ প্রথা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রধান২ শ্রোত্রিয় সমাজেরও ধনুর্ভঙ্গ-পণ ভঙ্গ করিয়া পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের সূত্রপাৎ হইয়াছে। দেহাটী, নৈরাই, বাঙ্গালপাশ ও আচার্য্যশেখরী প্রভৃতি মেলস্থ যে সমস্ত লোকেরা পূর্ব্বে উচ্চ কুলীনে কন্যা প্রদান করিয়া কন্যাগুলির দুরবস্থার একশেষ ঘটাইতেন এবং পণক্রীত পাত্রী পুত্রকে বিবাহ করাইয়া

সর্ব্বস্বান্তঃ হইতেন, এইক্ষণ তাহাদিগেরও প্রায় ৫। ৬ শত লোক রাসবিহারীর মতে তুল্য তুল্য রূপে আদান প্রদান করিয়া জাতি মানের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন। যাঁহারা রাস-বিহারীর প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, এইক্ষণ স্ব স্ব প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহারা আমাদিগের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা আহ্লাদ সহকারে কয়েকটী কার্য্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালপাশ মেলিয় খ্যাতনামা বেতকা নিবাসী শ্রীযুত বিশ্বনাথ বারুরী মহাশয়ের পৌত্রী উক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট সমস্ত ঘটকমণ্ডলী উপস্থিত করাইয়া সমারোহের সহিত সম্প্রদত্ত হইয়াছে। হরিমোহন বাবুর পুত্রের নিকট পশ্চিমপাড়া নিবাসী সদানন্দখানী শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র মুখোটীর কন্যা প্রদান করিয়াছেন। বল্লভীমেলে কন্যাদাতা জয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নিকট আচার্য্যশেখরী মেলস্থ মধ্যপাড়া নিবাসী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বারুরীর কন্যা প্রদান করিয়াছেন। আমরা বাহুল্য বিধায় অন্যান্য কার্য্যগুলি উল্লেখ

করিলাম না। বাস্তবিক রাসবিহারীর চেষ্টায় যে আমাদিগের রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ সমাজের অপরিসীম উপকার সাধিত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

সারস্বত পত্র ১২৯৩। ৯ সংখ্যা।

সংবাদদাতার পত্র।

রাসবিহারীর ব্রত প্রতিষ্ঠা।)

বিখ্যাত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে ব্রতে ব্রতী ছিলেন, বিগত ২৩শে বৈশাখ তারিখে মহাসমারোহের সহিত তিনি সেই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি নূতন এক পথ অবলম্বন করিলে, যদি কেহ তাহাকে অপদস্থ করিতে পারে, তবে আর কোন ব্যক্তিই সেই পথে পদার্পণ করিতে সাহসী হয় না। সুতরাং দিন দিন সেই পথ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু রাসবিহারীর পথে অচিরকাল মধ্যেই অসংখ্য লোক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছেন। এইক্ষণ রাসবিহারীর পথ যে প্রশস্ত হইয়া চলিল, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ

করিতেছি যে, এইক্ষণ রাসবিহারীর দল সমাজে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা কয়েকটি কার্য্য উল্লেখ করিয়াছি, সম্প্রতি আর একটি কার্য্যের কথা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। বিগত ২৭শে বৈশাখ বিক্রমপুরস্থ বাঘরা নিবাসী সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমস্ত ঘটক কুলীন উপস্থিত করাইয়া মহাসমারোহ সহকারে তদীয় কন্যা সমাজসংস্কারক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নিকট সম্প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ বাবু একজন প্রথম শ্রেণীর সবর্ডিনেট্ জজ, বিশেষতঃ অতি সুবিচারক, তিনি বিচারে রাসবিহারীর মত উত্তম জ্ঞান করিয়া সামাজিক কুপ্রথারক্ষক পাষণ্ড গুলির কথায় কর্ণপাত না করিয়া ঐ মতের পোষকতা করিলেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমরা ভরসা করি, এই ক্ষণ আর রাসবিহারীর পথে পদার্পণ করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। এসম্বন্ধে একটি সঙ্গীত আমরা এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

অনূঢ়া কন্যাগণের প্রতি কোন কন্যার উক্তি

রামপ্রসাদি সুর।

বৈলো বৈলো মোদের রাসবিহারীর কথা বৈল।
ভাবনা কিলো ভগ্নীসকল (তোদের) এইবার বিয়ে হৈল হৈল॥

মেল বান্ধিয়ে দেবীবর, সেই পাপে নির্ব্বংশ হৈল, বল্লাল আমাদেরে পোড়াইয়ে সবংশে পুড়িয়ে মৈল।

পাপ তাপে জলিত হয়ে কুলীন সবাই বিপাকে পৈল, আবার দেবীবরের সৈন্য সকল অন্নাভাবে নৈল মৈল।

কুলীনের কলুষভারে ধরণী অধৈর্য্যা হৈল, সে যে রসাতল চলিল বলি পদ্মার কবলে পৈল।

এই অবনী উদ্ধারের হেতু রাসবিহারী উদয় হৈল, ঐ দেখ ভগবানের প্রিয়পাত্র ভগবান তাঁর সহায় হৈল।

সঞ্জীবনী ১২৯৩ সন। ৪৪ সংখ্যা।

(কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।)

পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মহাপাপকর বহুবিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ অপরিসীম পর্য্যটন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি এইক্ষণ জগদীশ্বরের কৃপায় একপ্রকার কৃতকার্য্য

হইয়াছেন বলা যাইতে পারে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহুবিবাহ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কন্যাপণ সম্বন্ধেও রাসবিহারীর সদুপদেশ ও সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া প্রায় ৫০০। ৬০০ শত শ্রোত্রিয় বংশজে কুলকার্য্য ত্যাগ করিয়া পরস্পর আদান প্রদান করাতে কন্যাপণ হাজার বারশত টাকার স্থলে ৫। ৬ পাঁচ ছয় শত টাকা হইয়াছে। ক্রমে যতই ইহাদের মধ্যে এরূপ বিবাহকার্য্য অধিক পরিমাণে হইবেক ততই কন্যাপণের [illegible] কম হইবে সন্দেহ নাই। এক রাসবিহারীর পর্য্যটন পরিশ্রমে সমাজের এইরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া বঙ্গবাসীর সামান্য সুখের বিষয় নহে।

সম্পূর্ণ।

চরিত রত্নাবলী।

প্রথম ভাগ।

"সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ,
সে পান্থনিবাসিগণে।"

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত।

চরিত রত্নাবলী।

প্রথম ভাগ।

"সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম,
শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ,
সে পান্থনিবাসিগণে।"

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত।

নং ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

— o. —

CALCUTTA

PRINTED BY K C DATTA AT THE B M. PRESS

211, CORNWALLIS STREET

1894

মূল্য ।০ আনা।

সূচীপত্র।

চরিত রত্নাবলী।

প্রথম ভাগ।

করমেতি বাই।

খণ্ডেল গ্রামে পরশু নামে একজন রাজ-পুরোহিত বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার নাম করমেতি বাই। করমেতি অতি শৈশব হইতেই হরিপ্রেমে অনুরাগিনী ছিলেন। হরি-গুণগান, হরি-কথাশ্রবণ, হরি-রসালাপই তাঁহার জীবনময় ব্রত ছিল। ভক্ত ধ্রুব ও প্রহ্লাদের যেমন বাল্যকালেই ভগবানের দিকে মন প্রাণ প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, করমেতিও সেইরূপ হরিভক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য বালিকাদিগের ন্যায় ভোগ বিলাস এবং অসার কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করিতেন না। তিনি নিয়তই ধর্ম্ম চিন্তা করিতেন, সাধনা তাঁহার আজীবন সহচরী ছিল।

সামাজিক নিয়মানুসারে বাল্যকালেই করমেতির বিবাহ হইল। কিন্তু করমেতির প্রাণ যে জন্য লালায়িত, তিনি দিবা-রাত্র যাহা চিন্তা করেন, যাহা অন্বেষণ করেন, তাঁহার স্বামী সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। করমেতির স্বামী ধর্ম্ম-বিশ্বাস-

বিহীন, বিষয়াসক্ত, ঘোর সাংসারিক। দুই জনের জীবন স্রোত দুই দিকে প্রবাহিত, সুতরাং সম্মিলনের আশা কোথায়? একজন চাহেন স্বর্গ, অদৃশ্য সচ্চিদানন্দময় রাজ্য, ভগবৎপ্রেম; অপর জন চাহেন সংসার-সম্মান ও ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ। সুতরাং স্বামী, করমেতির ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল হইলেন।

মূর্ত্তিমতী ভক্তির প্রতিকৃতি করমেতি চিদানন্দময় হরিরূপ-সাগরে ডুবিয়াছেন, বৃক্ষ লতা পাতা, ফুল ফলে শ্রীহরির অরূপ রূপ মাধুরী দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছেন, চতুর্দ্দিকেই তাঁহার প্রাণদেবতা শ্রীহরি মূর্ত্তিমান্। তিনি যোগ-রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ত্রিভুবন শ্রীহরিময় দর্শন করিতেছেন। অকস্মাৎ তাঁহার এই যোগ সাধনে বিঘ্ন ঘটিল। করমেতিকে স্বামীগৃহে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরবাড়ী হইতে লোক উপস্থিত হইল। করমেতি বিষম বিপদে পতিতা হইলেন। যাহার চিত্ত পার্থিব সুখভোগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত বাহিরের আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া, অন্তরের অন্তরতম স্থানে আনন্দময়ের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যাকুল হইয়াছে, বিষয়ী, ধর্ম্মবিহীন স্বামীর সংসর্গে বাস করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। করমেতি ভাবিতে লাগিলেন।

"তথায় যাইলে মোর কুসঙ্গ সংস্কারে।
মন বুদ্ধি হরি লয় বিষয় তস্করে॥
হরিভক্তি, পরশরতন হারাইব।
হায় হায় কি দশা হইবে কি করিব॥"

ভক্ত মাল।

তিনি অস্থির হইলেন। শ্বশুরবাড়ী গেলে সাধন ভজন করিতে পারিবেন না, প্রত্যুত কুসঙ্গে মিশিয়া হরিভক্তি হারাইবেন, ইত্যাদি চিন্তায় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। এরূপ স্বামীর সহিত বাস করা তিনি বিষতুল্য মনে করিলেন। বাস্তবিক পৃথিবীর লোকে যাহাতে সুখানুভব করে, অনেক স্থলেই ঈশ্বরপ্রেমিকগণ তাহা নরকের আলয় বলিয়া পরিত্যাগ করেন। করমেতি স্বামী গৃহে গমন করিলে ধনজনে যথেষ্ট সুখ ও সুবিধা ভোগ করিতে পারেন; স্বামীর গৃহ পার্থিব সম্পদে পরিপূর্ণ; অপর দিকে স্বামীও করমেতির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী; পিতা মাতার অনুরোধ, স্বামী কুলের আগ্রহ, নব যৌবনের ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা, বিষয় ভোগ-তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসার সুখের সকল কাম্য বস্তু তাঁহার নিকট উপস্থিত। এই অবস্থা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ভগবানের চরণে অর্পণ করিতে কয়জনে সমর্থ হয়? কিন্তু করমেতি ঈশ্বর-কৃপা-সিদ্ধ, তাঁহার প্রকৃতিই ভক্তিময়ী। সংসারের দূরে অবস্থিতি করিয়া অনন্যমনে দিবারাত্র হরিধ্যানে নিমগ্ন থাকিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল। তিনি বিষয়-কালকূট কিরূপে পান করিবেন?

করমেতি সংকল্প করিলেন, যতদিন জীবিত থাকিবেন, জীবন যৌবন শ্রীহরির সেবায় নিয়োজিত রাখিবেন। হরি তাঁহার প্রাণপতি, জীবন সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে লইয়াই তিনি সংসার করিবেন। করমেতি দেখিলেন, গৃহে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে সাধন ভজন করিবার উপায় নাই; পিতা মাতা, স্বামী সকলেই সাধনের অন্তরায়। ইঁহাদের সঙ্গে বাস করিয়া কখনও তিনি

জীবনব্যাপী সাধনে রত থাকিতে পারিবেন না, বরং অভক্ত বিষয়ীর সংসর্গে তাঁহার মন কলুষিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করিবেন। বাস্তবিক যাঁহাদের জীবন স্বভাবতই ধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদের পক্ষে বৃন্দাবনের নির্জ্জন বন, পবিত্র বায়ুসেবিত সুস্নিগ্ধ যমুনা পুলিন, ফুল ফল লতা পাতায় শোভিত মনোহর নিকুঞ্জবন, অতি উপাদেয় স্থান। করমেতি বিশেষ চিন্তা ও প্রার্থনা করিয়া বৃন্দাবন যাত্রাই স্থির করিলেন। কাহাকেও এ সাধুসংকল্প জানাইলেন না।

করমেতি গৃহ হইতে বাহির হইবেন। অর্দ্ধরজনী অতীত হইয়াছে। ভিতর বাড়ী এবং বাহির বাড়ীতে সকলে সুষুপ্ত। করমেতি শ্রীহরি স্মরণ করিয়া গৃহদ্বার খুলিলেন। বাহিরে কাহারও সাড়া শব্দ নাই। ইহাই উপযুক্ত সময় ভাবিয়া তিনি ধীর-পাদ-বিক্ষেপে প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। করমেতি যুবতী, ভদ্রকন্যা, আশৈশব অন্তঃপুরে প্রতিপালিতা, এই গভীর নিশীথে কোথায় যাইতেছেন? তাঁহার কি জাতি কুলের ভয় নাই? কোথায় যাইবেন? সুদূর বৃন্দাবনে। রাস্তা ঘাট চিনেন না, অপরিচিত, অজ্ঞাতপথে একাকিনী কুলবতী রমণী দেশান্তরে যাইবেন! যে কার্য্যে বীরধর্ম্মী যুবকের প্রাণ শঙ্কিত হয়, রমণী সেই কার্য্যে প্রবৃত্তা। করমেতি, এই বীর-হৃদয়-জাত সাহস কোথায় পাইলেন? যিনি গৃহ হইতে পদব্রজে গ্রামান্তরে গমন করেন নাই, তাঁহার আজ বৃন্দাবন যাত্রা! করমেতি প্রাণের মধ্যে কি এক মধুর ধ্বনি শুনিয়াছেন, গৃহে তাহার মন বসিতেছে না, ভয় বিঘ্ন আর তাঁহাকে

নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। কুরঙ্গিনী যেমন সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে বংশীধ্বনির অনুসরণ করে, সেইরূপ করমেতিও প্রাণদেবতার আহ্বানে বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছেন। ঈশ্বর প্রেমিক কবি, অমৃতময়ী ভাষায় ঈশ্বর আহ্বানে ব্যাকুলপ্রাণ সাধকের অবস্থা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন ;—

"এমন মধুর আহ্বান, মৃতদেহে জাগেরে প্রাণ,
ছিন্ন হয় সংসার-বন্ধন রে ;
(মধুর ডাক শুনে রে) (পরাণ আকুল করে)
কাটে মোহ নিদ্রার স্বপন রে ;
সে বাণী পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে,
সঁপিবারে জীবন যৌবন রে ;
(বিভু প্রেমানলে রে) (অনলে পতঙ্গ যেমন)
বিষয় বাসনা ফেলি, সুখ স্বার্থ পায়ে ঠেলি,
ধায় তারা মত্তের মতন রে ;
(বিভু প্রেমানলে রে) (অনলে পতঙ্গ যেমন)"

করমেতি প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন, প্রার্থনা করিলেন, তৎপর পিতা মাতার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিরূপে বাহিরে যাইবেন ? সকল দ্বার রুদ্ধ। বাড়ীর চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা। তিনি অনন্যোপায় হইয়া প্রাচীরের উপরে উঠিয়া লম্ফ দিয়া নিম্নে পতিত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়াতেও তিনি কোনও রূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন না। যিনি ঈশ্বরের ডাক শুনিয়া চলেন, ভক্তবৎসল

ভগবান তাঁহাকে সকল অবস্থাতেই রক্ষা করেন। কিন্তু হরিগতপ্রাণা করমেতির শরীরের প্রতি দৃষ্টি নাই। শরীরে আঘাত লাগিবে কিম্বা অন্ধকার রাত্রে বন পথে চলিতে সর্পে দংশন করিবে বা বন্য জন্তু আক্রমণ করিবে, এ সকল বাহ্য চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে বিন্দু মাত্রও উদয় হয় নাই। তিনি সম্পূর্ণরূপে অন্তররাজ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যাকুল প্রাণে ছুটিলেন।

রজনী প্রভাতে পুরোহিত দম্পতি গাত্রোত্থান করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের স্নেহের দুহিতা করমেতি গৃহে নাই। পুরোহিত ত্বরায় রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "মহারাজ, আমার কন্যা করমেতি নিরুদ্দেশ হইয়াছে, অবিলম্বে অনুচর পাঠাইয়া তাহার অনুসন্ধান করুন, নতুবা আমার জাতি কুল সকলই নষ্ট হইবে।" রাজা তৎক্ষণাৎ পুরোহিতপুত্রীর উদ্দেশে চারিদিকে সশস্ত্রসৈনিক প্রেরণ করিলেন।

করমেতি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত রজনী গমন করিয়া প্রভাত সময়ে এক বিস্তৃত প্রান্তরে উপনীত হইলেন এবং সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে একদিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন, অদূরে উষ্ণীষধারী অশ্বারোহী দেখা যাইতেছে। তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন যে, তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্যই রাজবাড়ী হইতে ঐ সকল লোক আসিতেছে। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া করযোড়ে ইষ্ট দেবতা হরিকে ডাকিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানকারীদিগের হস্তে পতিত হইলে, তাঁহার বৃন্দাবন যাত্রা বিফল হইবে, জীবনের সংকল্প

ভঙ্গ হইবে, কুসংসর্গে বাস করিয়া হরিভক্তিবিহীনা হইবেন। তিনি এসকল চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটা মৃত উষ্ট্র পতিত রহিয়াছে। তিনি অতি দ্রুত বেগে সেই মৃত উষ্ট্রের নিকটে গেলেন। দেখিলেন, উটের ভিতরকার মাংস পচিয়া গিয়াছে। তিলার্দ্ধ কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি সেই মৃত উষ্ট্রের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কমনীয় শরীর পচা মাংসের ক্লেদে আবৃত হইল। তিনি উটের ভিতরে এই ভাবে রহিলেন যে, দূর হইতে তন্মধ্যে মানুষ আছে বলিয়া কেহ অনুভব না করিতে পারে। সুতরাং তাহাকে গলিত মাংসের সহিত শরীর মিশাইতে হইল। যে দুর্গন্ধ নাশিকায় প্রবিষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া পথিকগণ দশ হস্ত সরিয়া যায়, সেই দুর্গন্ধের ভিতরে অবলীলাক্রমে তিনি বসিয়া রহিলেন এবং উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাতর প্রাণে শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি সম্যক প্রকারে মনকে বহির্বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তর জগতে প্রবিষ্ট করিলেন। তিনি বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ করিলেন, সুতরাং বর্ত্তমান ক্লেশকর অবস্থা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শও করিতে পারিল না।

অনুসন্ধানকারিগণ করমেতিকে দেখিতে না পাইয়া প্রতিগমন করিল। কথিত আছে, করমেতি তিন দিবস সেই মৃত উষ্ট্রের ভিতরে বাস করিয়াছিলেন। এই তিন দিন আহার নিদ্রা হয় নাই, কেবল চিদানন্দময় হরির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তৎপর তিনি নিরাপদ অবস্থায় উষ্ট্রগর্ত্ত হইতে বাহির

হইয়া পবিত্রসলিলা ভাগিরথীতে অবগাহন করিয়া পুনরায় বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

করমেতির গৃহত্যাগে পিতা পরশু, অস্থিরচিত্তে তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। শ্রুতিপরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে, করমেতি ভিকারিণীর বেশে বৃন্দাবনে গিয়াছেন। পরশুও বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় নাগরিকগণের নিকট করমেতির অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার সংবাদ বলিতে পারিল না। অবশেষে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পিতা জানিতেন, নির্জন স্থানে চিন্তা ও ধ্যানে নিবিষ্ট থাকাই করমেতির প্রকৃতি। তিনি নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও যখন করমেতিকে দেখিতে পাইলেন না, তখন বন মধ্যস্থ এক উচ্চ বৃক্ষশাখায় উঠিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বহুদূরে একজন রমণী একাকিনী এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা আছেন। তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া রমণীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি যাঁহাকে অনুসন্ধানে না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ইনিই তাঁহার সেই প্রিয়তমা কন্যা করমেতি। পরশু কন্যাকে তদবস্থায়, ধ্যানোপবিষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার সংসারগত, অহঙ্কৃত, কঠোর প্রাণ ধর্ম্মের কোমল স্পর্শে দ্রবীভূত হইল তিনি ভাবিলেন, করমেতি তাঁহার কন্যা নহেন, তিনি যোগনিমগ্না মূর্ত্তিমতী বনদেবী। "আমার পরম সৌভাগ্য যে, এমন দেবকন্যা আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি আমার মাতৃরূপা—আমার পবিত্রাণের সহায়।" এই ভাবিয়া বৃদ্ধ পিতা, ভক্তি গদ গদ চিত্তে করমেতির পাদমূলে পতিত হইলেন।

করমেতি নয়ন উন্মিলন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা চরণে পতিত। তিনি লজ্জিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে পিতাকে নমস্কার করিলেন।

তৎপর পিতা ও কন্যায় অনেক বাক্যালাপ হইল। পিতা তাঁহাকে স্বদেশে যাইবার জন্য কত কথা বলিলেন, কিন্তু করমেতি স্বীকৃত হইলেন না,—

"শ্যামল সুন্দর সিন্ধু তরঙ্গ মাঝারে।
ডুবিয়াছে মন মর্ম উঠিতে না পারে॥
দেহ লয়ে গিয়া মোর কি কাজ আছয়।
বৃথা কেন আগ্রহ করহ মহাশয়॥"

ভক্তমাল।

করমেতি গৃহে ফিরিলেন না। তিনি বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে, যমুনার সুশ্যামল পুলিনে, নিবিড় অরণ্যে, বৃক্ষমূলে যোগসাধনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় সংযম, বৈরাগ্য, ভগবানের জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা এবং যোগচর্য্যায় করমেতির জীবন আদর্শ স্থানীয়। বৈষ্ণব সমাজে কেন, সকল দেশের সকল সমাজেই এরূপ ঈশ্বরপ্রেমিকা রমণী সম্পুজিতা হইয়া থাকেন।

এগ্নিস্।

প্রাতঃস্মরণীয়া এগ্নিস্ পরম সতী ছিলেন। তাঁহার অমৃতময়ী জীবন-কাহিনী শ্রবণ করিলে প্রাণ মুগ্ধ হয়, অসার পার্থিব বাসনা ও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়।

তিনি রোম নগরে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী অজ্ঞাত। তিনি অতুলনীয়া রূপবতী ছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন যুবকগণ তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইতে লাগিল। কেহ কেহ পত্রাদি লিখিতে লাগিল, কেহ কেহ বা মধ্যবর্ত্তী দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিল। এমন কি তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া স্বয়ং রাজপুত্রও তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন। এগ্‌নিস্ যখন দেখিলেন, বহুসংখ্যক যুবক তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে, তখন তিনি সুস্পষ্টরূপে কহিলেন,—"আমি বিবাহ করিব না, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এমন একজনের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে যে, তাঁহাকে তোমরা দেখিতে পাইবে না। তিনি আমার স্বামী, সহচর, বন্ধু, আশ্রয়দাতা এবং অনন্তকালের সম্পদ। আমি তাঁহাকে মন প্রাণ, জীবন যৌবন সকলি অর্পণ করিয়াছি। বিবাহের জন্য আমাকে কেহ বিরক্ত করিও না।"

এগ্‌নিসের এই কথা শুনিয়া যুবকদল ভয়ানক কুপিত হইল। প্রভু পরমেশ্বরকে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া কোনও রমণী যে আজীবন অবিবাহিতা থাকিতে পারেন, এই কথা কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সুতরাং তাহারা প্রত্যেকেই বিবিধ উপায়ে বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিল।

যখন ক্রমে ক্রমে তাহাদের উপায় সকল ব্যর্থ হইতে লাগিল,

তখন তাহারা সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে,—"এগ্‌নিস্ বিধর্ম্মী,সে ধর্ম্মসমাজের নিয়ম অগ্রাহ্য করিতেছে, সে পতিতা ও স্খলিত চরিত্রা।" ইহারপরে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এবং রাজকর্ম্মচারিগণও যুবকদিগের সহিত মিলিত হইয়া এগ্‌নিস্‌কে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণা এগ্‌নিস্ কিছুতেই ভীতা হইলেন না। তিনি দুষ্টলোকদিগের কু-অভিসন্ধি দেখিয়া একদিন বলিলেন,—"লোকে আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না, আমার পরম স্বামী আমাকে রক্ষা করিবেন।"

যুবকগণ যখন দেখিল, কিছুতেই এগ্‌নিসের মন পরিবর্ত্তিত হইতেছে না, তখন তাহারা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্ব হইতে রাজকর্ম্মচারিগণ যুবকদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিল, এখন তাহাদের নিকটই বালিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। বিচারক এগ্‌নিস্‌কে ডাকিয়া প্রথমতঃ বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু এগ্‌নিস্ প্রফুল্লবদনে স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন বিচারক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিতা রমণীদিগের গৃহে বাস করিতে আদেশ করিলেন এবং যুবকদিগকে বলিয়া দিলেন যে,—"এই রমণী চরিত্রবিহীনা, যে কেহ ইহার উপর অত্যাচার করিতে পারে।"

বিচারকের আদেশ সত্বরেই প্রতিপালিত হইল। এগ্‌নিস্ বারবণিতার গৃহে নীতা হইলেন। পবিত্রতা, ঈশ্বরপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা যাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তিনি পতিতা রমণীদিগের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই মহাশক্তিরূপিণী রমণী কিছুতেই ভীতা হইলেন না। পশুপ্রকৃতি

যুবকগণ তাঁহার গৃহে গমন কবিল। কিন্তু পবিত্রতার প্রতিকৃতি সেই বমণীব দেহে অঙ্গুলি স্পর্শ কবিতে কাহাবও সাহস হইল না। স্বর্গীয়া জ্যোতির্ম্ময়ীব নিকট পাশববল পবাভূত হইয়া গেল।

যুবকগণ, পাশববল প্রয়োগে অকৃতকার্য্য হইয়া এগ্‌নিসেব প্রাণ বিনাশের সংকল্প কবিল। এই অভিপ্রাযে তাহাবা রাজকর্ম্মচাবীর নিকট পুনবায় অভিযোগ উপস্থিত কবিল। বাজ-কর্ম্মচাবী এগ্‌নিসের প্রাণ বিনাশেব আজ্ঞা কবিলেন। এগ্‌-নিস্ বিষণ্ণ হইলেন না। তাঁহার দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে, তাঁহাব আত্মা জডবাজ্য অতিক্রম কবিয়া সচ্চিদানন্দ ধামে প্রবেশ কবিযাছে, প্রাণদণ্ডে তাঁহাবে ভয় কি? তিনি শান্তচিত্তে বধমঞ্চে আবোহণ কবিলেন এবং প্রাণাধিক স্বামী পবমপ্রভু পব-মেশ্ববের অরূপ রূপসাগবে ডুবিযা অসাব ধূলী মাটির দেহ ত্যাগ কবিলেন।

সঙ্গমিত্রা।

বর্ত্তমান সময়ে ভাবতবর্ষের অনেক স্থানেই ইয়োবোপীয় রমণী প্রচারিকা দৃষ্ট হয়। ইহাদেব মধ্যে এক দল মুক্তিফৌজ নামে অভিহিত। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং নানা উপাযে জনসমাজেব সেবা করাই ইহাদের জীবনেব ব্রত। বিলাতেব অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য বংশেব কন্যাগণ সমুদয় সাংসারিক সুখ ও স্বচ্ছন্দতা পবিত্যাগ করিয়া এই মহাসংকল্প সাধনেব জন্য এ দেশে আসিয়াছেন। কেহ কেহ বা চিব-কৌমার্য্যব্রতে দীক্ষিত হইযা দেহ মন প্রাণ

ধর্ম্ম প্রচারার্থে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই রমণী-প্রচারিকাদল এ দেশে আসিয়া ভারতীয় তপস্বিনীগণের ন্যায় গৈরিক বসন পরিধান করেন, সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া অতি সামান্যভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেই মৎস্যমাংসাহারী। মৎস্য মাংস ভিন্ন তাহাদের আহার সম্পন্ন হয় না। এই প্রচারিকা ভগিনীগণের অনেকেই নিরামিষ ভোজন করেন, শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদিগের অনেকেই কেবল ডাল ভাত খাইয়া জীবনধারণ করেন। ভারতবর্ষে রমণীগণের বক্ষঃস্থল সম্পূর্ণ আবৃত রাখা যেমন সামাজিক নীতি ও সভ্যতামূলক, বিলাতে রমণীগণের পদদ্বয় সম্পূর্ণ আবৃত রাখার নিয়মও সেইরূপ সভ্যতানুমোদিত। ইউরোপীয় সভ্য সমাজে রমণীর অনাবৃত পদ ভয়ানক ঘৃণা ও লজ্জার কারণ। ঐ সকল রমণী-প্রচারিকা এ দেশে আসিয়া তাঁহাদের সামাজিক প্রথা বর্জ্জন করিয়া এ দেশের মহিলাগণের ন্যায় পদদ্বয় অনাবৃত রাখেন, সামান্য পাদুকা পরিধান করেন মাত্র।

পতিতা রমণীদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য এই প্রচারিকাগণ কলিকাতায় একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। যে সকল হতভাগিনী রমণীর আর ইহ জীবনে সাধুপথে, সাধু সহবাসে যাইবার উপায় ছিলনা, এই দেব কন্যাগণের যত্ন ও উদ্যোগে তাহারা দিন দিন নীতি ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছে। মাতা যেমন কন্যাকে লালন পালন ও শিক্ষা দান করেন, রমণী প্রচারিকাগণও সেই ভাবে পতিতা রমণীদিগকে পালন করিতেছেন ও শিক্ষা দিতেছেন। ইহাদের স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, বৈরাগ্য, সেবা, ধর্ম্মবিশ্বাস, জনহিতৈষণা এবং

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি দর্শন করিলে দেবতা জ্ঞানে ইঁহাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ হয়—শত কণ্ঠে ইঁহাদের প্রশংসাধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয়, যেন ব্যাধিগ্রস্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত, পাপে তাপে অভিভূত, পতিত ভারত-বর্ষকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বর্গ হইতে এই দেবনারীগণ অবতীর্ণা হইয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ ধর্ম্ম-প্রচারিকার অভ্যুদয় এ দেশে নূতন ব্যাপার নহে। মহাত্মা মোক্ষমূলার বলেন "ভারতবর্ষ আধ্যাত্মি-কতার জন্মভূমি।" বাস্তবিক এ দেশে ধর্ম্মের উচ্চ নীতি, গভীর জ্ঞান এবং যোগ ভক্তি প্রভৃতি যেমন সাধকগণের প্রাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সেই স্বর্গীয় অমৃতবাণী জনসমাজে বিতরণ করিবার জন্যও তেমনি আয়োজন হইয়াছিল। রমণীদিগের মধ্যেও এই ভাব বহুলরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি পরব্রহ্মের তত্ত্ব গভীররূপে আয়ত্ত করিতেন এবং প্রচার করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে শত শত বক্তৃতায় যাহা না হয়, তাঁহাদের এক একটি কথায় তদপেক্ষা অধিক ফল প্রসূত হইয়াছে। তাঁহারা মানবের চিন্তাসাগরে এমন তরঙ্গমালা তুলিয়া গিয়াছেন যে, তাহার ক্রীড়া এখনও চলিয়াছে। বৌদ্ধ সমাজে, মহারাজ অশোকের সময়ে রমণী প্রচারিকাগণের দ্বারা অত্যদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সে সময়ের একজন পরম শ্রদ্ধেয়া প্রচারিকার অমৃতময়ী জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

অশোকের ন্যায় নরপতি ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথম বয়সে ভয়ানক ক্রূর প্রকৃতির

লোক ছিলেন। তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে উজ্জয়িনী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেই সময় তাঁহার দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করে—একটী পুত্র আর একটী কন্যা। পুত্রের নাম মহেন্দ্র, কন্যাটির নাম সঙ্ঘমিত্রা। কালক্রমে অশোক ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে প্রচার করিবার জন্য ভিক্ষুদিগকে পাঠাইলেন। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল বন্যার ন্যায় পৃথিবীকে যেরূপ প্লাবিত করিয়াছিল, এরূপ আর কোনও ধর্ম্ম কোনও সময়ে করে নাই। সে সময়ে লক্ষাধিক বৌদ্ধ প্রচারক চীন, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-ভেরী চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হয়।

অশোক রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ছয় বৎসর পরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহেন্দ্র ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। ইনি প্রচারার্থে বহু সংখ্যক ভিক্ষুসহ লঙ্কায় গমন করিলেন। তখন লঙ্কায় তিষ্য নামক নরপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। মহেন্দ্রের দেবোপম ধর্ম্মভাব দর্শন এবং অমৃতময়ী বাক্যাবলী শ্রবণে মোহিত হইয়া লঙ্কার অধিপতি তিষ্য নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া রাণী অনুলা এবং তাঁহার সহচরীগণ বিশেষরূপে নবধর্ম্মের সাধন ভজন ও ভিক্ষুকী হইবার জন্য অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। মহেন্দ্র মহিলাগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "পাটলী পুত্র নগরে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী আমার ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। তিনি এখানে আসিয়া আপনাদিগকে শিক্ষা দান করিতে পারেন।"

মহেন্দ্রের নিকট সঙ্ঘমিত্রার বিবরণ শুনিয়া রাজা এবং মহারাণী-প্রমুখ মহিলাগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সঙ্ঘমিত্রাকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহারা মহেন্দ্রকে সানুনয় অনুরোধ করিলেন। উৎসাহী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহেন্দ্র ভগিনীকে আনয়ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পাটলীপুত্র নগরে স্বীয় জনকের নিকট পত্রসহ লোক পাঠাইলেন। মহারাজ অশোক আনন্দচিত্তে মহেন্দ্রের আবেদন গ্রহণ করিয়া স্বীয় কন্যাকে লঙ্কায় গিয়া মহিলাদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে পাটলীপুত্র হইতে সঙ্ঘমিত্রা লঙ্কায় গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে উত্তরা, হেমা, মালাগল্লা, অগ্নিমিত্রা, তপা, পর্ব্বতছিন্না, মন্না, ধর্ম্মদাসী প্রভৃতি আরও অনেক প্রচারিকা গমন করেন। এই প্রচারিকাদল সিংহলে উপনীত হইয়া নবোৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য সমূহ মহিলাগণের প্রাণে মুদ্রিত করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধুর উপদেশে নারীগণ দলে দলে 'অনলে পতঙ্গের ন্যায়' নবধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ মানস চক্ষে অতীত ভারতের সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের রাজত্ব একবার দর্শন করুন। এখন যেমন ভারতে দলে দলে ইউরোপীয় রমণীগণ গৈরিকবসন পরিধান করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তদ্রূপ ঐ দেখুন ভারত, সিংহল, চীন, তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে পীত বসনে আচ্ছাদিতা, ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণ বুদ্ধের যোগনিশান হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। এই সকল ধর্ম্মপ্রাণা রমণী যেমন উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তেমনই রোগীর

সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে আহার দান, পশু পক্ষীর প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিয়া জনসমাজকে মোহিত করিতেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহাবাক্য বৌদ্ধধর্ম্মই কার্য্যতঃ প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বাহ্যিক কলেবর এ দেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছে বটে; কিন্তু বুদ্ধের অমর উপদেশাবলী ভারতবাসীর রক্ত মাংসের সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ভগবান করুন, সঙ্ঘমিত্রার ন্যায়, ভিক্ষুণীদিগের ন্যায় শত শত রমণী প্রচারিকা পুনরায় ভারতক্ষেত্রে অভ্যুদিত হইয়া অবশপ্রাণ ভারতসমাজে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করুন। *

তপস্বিনী রাবেয়া।

ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী ও গার্গী, প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানে, তপস্যায় এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানালোচনায় ঋষিদিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। শত শত ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষি ও রাজর্ষি সেই স্বর্গীয়া রমণীগণের অসামান্য প্রতিভা ও ধর্ম্মভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা অবলা হইয়াও বিপুল আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণের সহিত সুবৃহৎ রাজসভাতে, তপোবনে এবং যজ্ঞস্থলে, শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বালোচনায় সকলকে বিস্মিত করিতেন। সেই পুণ্যবতী রমণীগণের পবিত্র চরিত পুরাণ ও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে ও

* এইটী, ও "তপস্বিনী রাবেয়া' বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমরা ঐরূপ স্বর্গীয়া দেবীগণের পবিত্র চরিতকাহিনী পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। রমণীকুলাগ্রগণ্যা মসলমান তপস্বিনী রাবেয়ার অপূর্ব্ব জীবন বৃত্তান্ত অতি রমণীয় ও ভক্তিপ্রদ।

মুসলমান সমাজে বহুকাল হইতেই অবরোধ প্রথা প্রচলিত। এই অবরোধ-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া রমণীগণ স্বাধীন ভাবে গমনাগমন, নির্জ্জনসাধন বা পুরুষগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি করিতে তেমন সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হন না, কিন্তু যেথানেই স্বর্গীয় তেজ বিকীর্ণ হইয়াছে, সেথানেই এই সামাজিক-শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়াছে এবং আকাশবাসিনী উন্মুক্ত বিহঙ্গিনীর ন্যায় রমণী-গণ পরমেশ্বরের সেবায় স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া-ছেন। জলস্রোত প্রবল হইলে মৃত্তিকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন অতি প্রবল বেগে জল বহির্গত হইতে থাকে, কারাবরোধবাসিনী রমণীগণের প্রাণ যখন স্বর্গীয় তেজে উদ্দীপ্ত হয়, তখন তাহারা সমাজের সংকীর্ণ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া নবজীবন লাভ করিয়া ও নবশক্তিতে শক্তিশালিনী হইয়া ধর্ম্মের বিজয়পতাকাহস্তে সংসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

তুরস্কের অন্তর্গত বসোরা নগরে অতি দীন দরিদ্র গৃহস্থের পর্ণকুটিরে রাবেয়ার জন্ম হয়। রাবেয়া অতি শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইলেন। "বিপদ কখনও একাকী উপস্থিত হয় না।" কিছু দিন যাইতে না যাইতে, বসোরা নগরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অন্নাভাবে সকলে বিষম প্রমাদ গণিল। রাবেয়া এই সময় তাঁহার ভগ্নীগণের নিকট বাস করিতেছিলেন। একজন দুষ্ট লোক ছলপূর্ব্বক রাবেয়াকে আত্মীয়গণের নিকট

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে এক জঘন্য ক্রূরমতি ধনীর নিকট বিক্রয় করিল। দুঃখিনী রাবেয়া পরিজনের নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া দাসীরূপে অন্যগৃহে সজলনয়নে গমন করিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য দেশের লোকে পশু পক্ষীর প্রতিও যেরূপ সকরুণ ব্যবহার করিয়া থাকে, সে সময়ে ক্রীত দাস দাসীর প্রতি লোকে তদপেক্ষাও হীন ব্যবহার করিত। যে ব্যক্তি রাবেয়াকে ক্রয় করিল, সে একে ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, তাহাতে আবার হিংস্রপ্রকৃতি, সুতরাং রাবেয়া ভয়ঙ্কর কষ্টে পতিতা হইলেন। সেই নিষ্ঠুর প্রভু রাবেয়াকে এত কাজ করিতে আদেশ দিত, যে বালিকা তাহা কিছুতেই সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। সকল কার্য্য সমাপন করিতে না পারিলে তাঁহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।

এই সময় হইতেই রাবেয়ার প্রাণের গভীরতম স্থানে ধীরে ধীরে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর তিরস্কার, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া নির্জ্জনে গিয়া সেই অন্তর্যামী পরম প্রভু ভগবানের নিকট ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত, প্রাণের সকল কথা দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট নিবেদন করিতেন। তিনি প্রতিদিন এইরূপে নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্যাতনপ্রাপ্ত বালিকার কোমল প্রাণ পরমেশ্বরের দয়ার ভিখারিণী হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই নির্যাতন বাড়িতে লাগিল। বালিকার প্রাণ অস্থির হইল। এই দুঃসময়ে পতিত হইয়া একদিন তিনি পলায়ন করিবার উদ্দেশে গোপনে গৃহ

পরিত্যাগ করিলেন। অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কণ্টক ও জঙ্গলময় পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ ভূপতিত হওয়ায় তাঁহার এক খানি হাত ভগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি আর গমন না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া নিম্ন লিখিত মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন,—"দীনবন্ধো পরমেশ্বর, আমার পিতা মাতা নাই, অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া পরগৃহে বন্দীভাবে কালযাপন করিতেছি। আমি যে কষ্টে আছি, তুমি দেখিতেছ। কিন্তু ইহাতেও আমি শোক করিব না, তুমি যদি প্রসন্ন হও। হে আমার পরমেশ্বর, তুমি কি আমার প্রতি প্রসন্ন হইবে না?" প্রার্থনার পর তিনি প্রাণে স্বর্গীয় বল লাভ করিলেন। তখন পলায়নে বিরত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

সকলে নিদ্রিত হইলে, তিনি গভীর রাত্রে প্রার্থনা করিতেন। এক দিন তিনি নীরব রজনীতে নির্জ্জন শয়নকক্ষে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময় গৃহস্বামী জাগ্রত হইয়া সেই অস্পষ্ট প্রার্থনাধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া অতি মনোযোগের সহিত সেই প্রার্থনা শুনিতে লাগিলেন। সেই নির্জ্জন কুটিরে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মন মুগ্ধকারী অমৃতনিস্যন্দিনী প্রার্থনার বাক্য উত্থিত হইতেছিল, সেই প্রার্থনা শুনিয়া গৃহস্বামীর কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, পাষাণ গলিল, মরুভূমিতে জলধারা প্রবাহিত হইল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র গৃহস্বামী রাবেয়াকে অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনারন্যায় পূজনীয়া মহিলাকে দাসীরূপে গৃহে রাখিয়া আমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি। আমার অপরাধ মাপ করুন

আপনাকে স্বাধীনতা অর্পণ করিলাম। আপনি স্বীয় মনোমত স্থানে বাস করিয়া অভীষ্ট মহৎ ব্রত সাধন করুন।" রাবেয়া ক্রীত দাসীত্ব হইতে প্রমুক্ত হইলেন। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সাধন ভজনের অনুকূল স্থানে গমন করিলেন, এবং কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনেকদিন নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিয়া গভীর ধ্যান ও সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিশেষে তিনি মক্কানগরে গমন করেন এবং সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

রাবেয়া মক্কানগরে তাঁহার কুটীরের মধ্যে উপবিষ্ট। বাহিরে অনেক লোক জন বসিয়া রহিয়াছে। জ্যোস্না-স্নাত-রজনী অতি মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে। চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। সুনীল অনন্ত আকাশতল রজতবর্ণে অনুরঞ্জিত। প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া বাহির হইতে একজন লোক বলিয়া উঠিলেন—"আর্য্যে, একবার বাহিরে আগমন করুন, দেখুন সৃষ্টির কি অপরূপ শোভা হইয়াছে।" গৃহের অভ্যন্তর হইতে রাবেয়া উত্তর করিলেন, "তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার অরূপ রূপমাধুরী দর্শন কর।" রাবেয়ার ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরপ্রেম কি গভীর ও জ্ঞানমূলকই ছিল। আর্য্যঋষিগণের ন্যায় তিনি স্বীয় আত্মার ভিতরে সেই চিন্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করিতেন। যিনি ভিতরে ডুবিয়াছেন, তিনি কি বাহিরের অসার অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্য দেখিয়া অধিক সন্তুষ্ট হইতে পারেন?

রাবেয়া লেখাপড়া জানিতেন না, ধর্ম্মবিজ্ঞানের জটীল তত্ত্ব শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু তিনি পরমেশ্বরের সহিত যোগলাভ

করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন, সে সকল কথার সহিত উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিল হইত। যিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় যাহা বলেন, তাহাই বেদ বেদান্ত, কোরাণ, পুরাণ, বাইবেল। এজন্যই রাবেয়ার প্রত্যেক কথা সকলে,—এমন কি মক্কার সাধুগণও ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতেন। রাবেয়াকে দর্শন করিয়া, তাঁহার পবিত্রবাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া সকলে কৃতার্থ হইতেন। দলে দলে লোক রাবেয়ার উপদেশ গ্রহণের জন্য দূরদেশ হইতে সমাগত হইত।

রাবেয়া অনেক সময় সমগ্র নিশা উপাসনা ও ধ্যানে যাপন করিতেন। স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য এবং ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার অতি পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাঁহাকে অনেকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তিনি অতি সুন্দররূপে সহজ কথায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেন, সে সকল প্রশ্নের উত্তর পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ-সাধনে ভারতের বৈদিক মহর্ষিদিগের সমকক্ষ ছিলেন। নিরক্ষর, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীনা রমণী যে কেবল ভগবদারাধনায় প্রাণের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ লাভ করিতে পারেন, রাবেয়া তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সত্যানুরাগ, ঈশ্বরানুভূতি, ভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার হৃদয় বিভূষিত ছিল। তিনি জীবিতাবস্থায় যেরূপ স্বর্গীয়া দেবীরূপে মুষলমান জগতে সম্পূজিতা হইতেন, নানাদেশীয় সাধুগণের মুখে তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী সেইরূপ চিরকাল পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

জগাই মাধাই।

গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত, মুরারী গুপ্ত, গদাধর প্রভৃতি সাধু ভক্তগণ হরিসংকীর্ত্তনে প্রমত্ত। নবদ্বীপে প্রেমধর্ম্মের বন্যা প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া চৈতন্যের মহাসংকীর্ত্তনে যোগ দিতেছেন। নবদ্বীপ ভক্ত-পদ-চিহ্ন দ্বারা পবিত্রীকৃত হইতেছে।

একদিন ভক্তশ্রেষ্ঠ গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া কহিলেন,—"নিত্যানন্দ হরিদাস, তোমরা অদ্য হইতে এই নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার কর। সকলকে হরিনাম সাধন করিতে উপদেশ দাও। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, স্ত্রী পুরুষে, ভেদজ্ঞান করিও না। এ ধর্ম্মে কোনও প্রকার জাতিভেদ নাই। তোমরা প্রতিদিনের প্রচার-বৃত্তান্ত সন্ধ্যাকালে আমাকে শুনাইও।"

ভক্তরাজের মুখে হরিনাম প্রচারের আদেশ শ্রবণ করিয়া সকলে আনন্দে পুলকিত হইলেন। ইতঃপর নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম শুনাইতে লাগিলেন। যাহাদের সহিত দেখা হয়, তাহাদিগকেই বলেন,—"শুন ভাই, যে হরি প্রাণের প্রাণ, যাহা হইতে পিতা মাতা, ধনৈশ্বর্য্য সকলি পাইয়াছ, সেই হরির নাম প্রাণ ভরিয়া বল। তোমাদের মিনতি করিয়া বলি, একবার হরিগুণ গান করিয়া জীবন সার্থক কর; হরি ভিন্ন ইহ পরকালের সম্বল আর কিছুই নাই।"

পরম সাধু হরিদাস এবং নিত্যানন্দ এইরূপে নবদ্বীপে নাম

সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। সাধুমুখে পরমপবিত্র হরিগুণ গান শ্রবণ করিয়া বাল বৃদ্ধ যুবা সকলে মোহিত হইয়া যাইতে লাগিল। পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে সকলেই অধিকারী; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধু যখন হৃদয়-মন্দিরে সেই মহান্ দেবতার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তদগত চিত্তে নামোচ্চারণ করেন, সেই নামামৃত গোমুখী নিঃসৃত ভাগিরথীর ন্যায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া পাপী তাপীর হৃদয় বিধৌত করিয়া দেয়। সাধক যখন ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তখন বাস্তবিকই সংসার মরুক্ষেত্রে স্বর্গের অমৃতধারা বর্ষিত হয়। দুঃখীর দুঃখ, পুত্র-শোকাতুরা জননীর অসহ্য শোক বেদনা এবং পতিহীনার আর্ত্তনাদ প্রভৃতি সকল যন্ত্রণা হরিনাম শ্রবণে দূরীভূত হয়।

একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস গঙ্গার তীর দিয়া যাইতে-ছিলেন, এমন সময়ে জগাই মাধাইকে তথায় দেখিতে পাইলেন। তাহারা মদের বোতল লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল। তাহারা কখন হাসিতেছিল, কখন বা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিল, কখন পথিকদিগকে অতি কুৎসিত ভাষায় গালি দিতেছিল। তাহাদের পরিধানে মলিন বস্ত্র, কেশ রুক্ষ, চক্ষু রক্তজবার ন্যায়। তাহারা সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার পৈশাচিক কাণ্ড করিতেছিল।

প্রেমিক নিত্যানন্দ তাহাদের অবস্থা দর্শন করিয়া পথিক-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই দুটি লোক কে? আহা, ইহাদের কি আত্মীয় স্বজন কেহ নাই? এরূপ প্রকাশ্যভাবে দুষ্কার্য্য করিতে ইহাদিগকে কি কেহ বাধা দেয় না?"

পথিক কহিল,—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, ইহাদের নাম জগাই, মাধাই। ইহাদের আত্মীয় স্বজন সকলি আছে; কিন্তু ইহাদের চরিত্র এমনি কদর্য্য যে, ইহারা পৃথিবীর কাহারও কথা শোনে না। ইহারা না করিয়াছে এমন পাপ নাই। চুরি, ডাকাতি সতীত্ব হরণ, গৃহদাহ ইত্যাদি সকল পাপই ইহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং নিয়ত হইতেছে। এমন কি, ইহারা ব্রাহ্মণ হইয়া গোমাংসও ভক্ষণ করিয়াছে।"

নিত্যানন্দ। "এ সকল অপরাধের শাস্তি ত রাজাও দিতে পারেন। প্রকাশ্য রাজপথের মধ্যস্থলে বসিয়া চুরি ডাকাতি করিতে কাহারও সাধ্য আছে?"

পথিক। "ইহারা এমনি দুরন্ত যে, কাজি সাহেবও ইহাদিগকে ভয় করেন। সম্মান নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তিনিও ইহাদিগকে শাসন করেন না।"

নিত্যানন্দ। "আচ্ছা ইহারা কি কেবল দোষেরই আকর? ইহাদের মধ্যে কি কোন সদ্‌গুণ নাই?

পথিক। "বাহিরে ত দোষই দেখিতেছি। ভিতরে কোন গুণ আছে কি না, কি করিয়া বলিব? এদের সহিত ত মিশামিশি করি নাই।"

নিত্যানন্দ, হরিদাসের মন পরীক্ষার্থ কহিলেন, "হরিদাস, আমাদের উপর যখন প্রচারের ভারার্পণ হইয়াছে, তখন চল ইহাদের নিকট গিয়া প্রচার করি। আহা হরিদাস! দেখ দেখি ইহারা কেমন কষ্ট পাইতেছে! ইহাদের কষ্ট দেখিয়া কেহ কি স্থির থাকিতে পারে? ইহাদের পরকালে কি গতি হইবে? যবনগণ যখন তোমাকে বাইশ বাজারে

প্রহার করিয়াছিল, তখন তুমি তাহাদের শুভকামনা করিয়াছিলে। আজ ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমার প্রাণ কি কাঁদিতেছে না? আহা! ইহারা কি ক্লেশেই কালযাপন করিতেছে!”

হরিদাস সহাস্যে কহিলেন,—“শ্রীপাদ গোঁসাই যখন প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর উঁহাদের উদ্ধারের বাকী কি আছে? আপনার প্রসাদে ইহারা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইবে।”

তখন নিত্যানন্দ হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া জগাই মাধাইর নিকট যাইতে লাগিলেন। পথিকগণ বলিতে লাগিল,—“ইহাদের ধর্ম্ম প্রচারের কি আর স্থান নাই? গোবধ ও ব্রাহ্মণবধে যাহাদের আনন্দ, তাহাদের কাছে ধর্ম্মের কথা! সন্ন্যাসী দুটির আজ অপমৃত্যু দেখিতেছি!” কিন্তু প্রেমধর্ম্ম-প্রচারকদ্বয় কাহারও কথা শুনিলেন না। পাপীর দুঃখে যাঁহাদের হৃদয় বিগলিত, তাঁহারা কি কোনও প্রকার বিপদাশঙ্কায় কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত হন? পাপীর হৃদয়ই ধর্ম্মপ্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পাপীর উদ্ধার সাধন করাই ধর্ম্মপ্রচারকের প্রধান ব্রত।

তাঁহারা জগাই মাধাইর নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই জগাই মাধাই! দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া, কেন তাহার এরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেছ? ভাবিয়া দেখ দেখি, পরকালে তোমাদের গতি কি হইবে? পরকাল কেন, ইহকালেই যে তোমাদের কত কষ্ট, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। এই দেহ চিরদিন থাকিবে না, যৌবন গত হইলে শরীর নিস্তেজ হইবে। হৃদয়ের উৎসাহানল

নির্ব্বাণ হইবে। তখন তোমরা কোথায় দাঁড়াইবে? কে তোমাদিগকে আশ্রয় দান করিবে? ইহকালে কত কষ্টভোগ করিয়া জীবন শেষ করিবে, আবার মৃত্যুর পরেও কত যন্ত্রণা পাইবে। যাহাতে ইহকাল পরকাল উভয় নষ্ট হইবে, কত যন্ত্রণা পাইবে, এমন কাজ কেন করিতেছ? ভাইরে! শ্রীহরি সকলের পিতা মাতা, ইহকাল ও পরকালের সম্বল। দেহ মন ধনৈশ্বর্য্য সকলই তিনি। কুবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, অনাচার ছাড়, শ্রীহরির চরণে শরণ লও। দুঃখ যন্ত্রণা থাকিবে না, প্রাণ শীতল হইবে।" "ধর্ ত বেটাদের।" এই বলিয়া জগাই মাধাই রুদ্র মূর্ত্তিতে নিত্যানন্দ হরিদাসকে আক্রমণ করিল। তাঁহারা অগত্যা দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন।

গৌরচন্দ্র ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ উপস্থিত হইয়া সেদিনকার প্রচার বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। চৈতন্য কহিলেন,—"আমি যদি সেই মাতাল দুইটাকে পাইতাম, তবে কেটে দুখণ্ড করিতাম।" নিত্যানন্দ কহিলেন,—"তোমার তাদের উপর এত রাগ! কিন্তু আমি তাহাদিগকে লইয়াই থাকিব। যদি পাপীর কাছে ধর্ম্ম প্রচার না করা হইল, তবে সে ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? সাধু লোকেরা ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সাধন ভজন করেন, তাঁহাদের নিকট প্রচারের বিশেষ কি প্রয়োজন আছে? পাপীর কাছেই ধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃত প্রয়োজন। পাপী যদি উদ্ধার না হয়, তবে হরিনামের মাহাত্ম্য থাকে কোথায়?" গৌর হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তাঁহারা যখন তোমাদের দর্শন পাইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সুপথ অবলম্বন করিবে।"

বাস্তবিক চৈতন্যের বাক্য ফলিতে লাগিল; জগাই মাধাই কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিত্যানন্দ তাহাদের উদ্ধারের জন্য চিন্তিত হইলেন। লোকের নিকট তাহাদের সংবাদ লইতে লাগিলেন। তাহারা কখন কি করিতেছে এবং কি অবস্থায় আছে, তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। একদিন রজনীযোগে নগর ভ্রমণকালে নিত্যানন্দ তাহাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমবার হরিদাস ও নিত্যানন্দ দুইজন ছিলেন। এবার নিত্যানন্দ একাকী। তখন দিনের বেলা, নিকটে অনেক লোকজন ছিল, এবার রাত্রি কাল। নিত্যানন্দ দস্যুর নিকট একাকী যাইতেছেন। কিন্তু তিনি প্রাণের ভয় রাখেন না। যাহার প্রাণে মমতা আছে, সে ব্যক্তি রজনীযোগে নির্জ্জনে একাকী আক্রমণকারীর নিকট যাইতে কখনও সাহসী হয় না। কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক, তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া কখনও ভীত হন না। বর্ত্তমান সময়ে কত খৃষ্টান প্রচারক ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া অসভ্যদিগের হস্তে বন্দি হইতেছেন এবং কত প্রচারকের জীবন বিনষ্ট হইতেছে।

রাত্রিকালে নিত্যানন্দ কোথায় যাইতেছেন? হিংস্রক পশুর নিকটে, সর্পের মুখে হস্ত দিতে যাইতেছেন, সিংহ কবলে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন! জগাই মাধাই নরহন্তা। একাকী নির্জ্জনে নরহন্তার কাছে প্রেমপ্রচার!! ধন্য নিত্যানন্দ! তুমিই যথার্থ প্রেমপ্রচারক। প্রেম কি বস্তু তাহা তুমিই জানিয়াছিলে। পাপী উদ্ধার-ব্রত তুমিই পালন করিয়াছিলে। তোমার অভ্যুদয়ে বঙ্গভূমি ধন্য হইয়াছে।

নিত্যানন্দ একাকী জগাই মাধাইর নিকট যাইতে

লাগিলেন। দূর হইতে মনুষ্য-পদ-শব্দ শুনিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"কে-ও?" নিত্যানন্দ কহিলেন,—"আমি অবধূত।"

"অবধূত?" এই বলিয়া মাধাই নিকটস্থ কলসিভাঙ্গা কুড়াইয়া লইয়া নিত্যানন্দের প্রতি নিক্ষেপ করিল। কলসিভাঙ্গার আঘাতে নিত্যানন্দের শরীরে দর দর রুধির ধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু শরীরের প্রতি দৃক্‌পাত নাই; তাঁহার প্রাণ জগাই মাধাইর জন্য আরও কাঁদিয়া উঠিল। তিনি উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোড়ে কহিলেন,—"শ্রীহরি! ইহারা অবোধ, ইহাদের কিছুই জ্ঞান নাই। ইহাদের অপরাধ ক্ষমা কর, ইহাদিগকে সুমতি দা●।" তৎপর মাধাইর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভাইরে মাধাই! তুই আমাকে কলসির কাণা মারিয়াছিস্ তা বলে কি আমি তোকে পরিত্যাগ করিতে পারি? ভাই মাধাই! তুই যে আমারই ভাই! তুই আমাকে চিনিস্ না। কিন্তু আমি যে তোকে চিনি। তুই যে আমারই পিতার সন্তান। আমরা যে এক পরিবারের লোক। তবে কি তোকে ছেড়ে আমি যেতে পারি? মেরিছিস্ মেরেছিস্, আয় ভাই! কাছে আয়, একবার কোল দি। আয় ভাই, একবার ভাই ভাই মিলে হরিনাম কীর্ত্তন করি।"

জগাই নিকটে থাকিয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছিল। মাধাই নিত্যানন্দকে আঘাত করিতেছে, নিত্যানন্দ তাহাকে কোল দেওয়ার জন্য হস্ত বিস্তার করিয়া আসিতেছেন, ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এই স্বর্গীয়দৃশ্য দেখিয়া জগাইর

হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব দৈবশক্তি সঞ্চারিত হইল। তাহার পাপজীবনের ছবি মানস-চক্ষুর নিকট উদ্ভাসিত হইল।

অগ্নির সংস্পর্শে গেলে লোকে যেমন উত্তাপ অনুভব করে, শীতল স্থানে যেমন শরীর কম্পিত হয়, তেমনি সাধু সংসর্গে গেলে নিদ্রিত সাধুপ্রবৃত্তি সকল জাগ্রত হইয়া থাকে। সাধু দর্পণ স্বরূপ। দর্পণে যেমন মুখাকৃতি দৃষ্ট হয়, তেমন সাধুর সংসর্গে স্বীয় চরিত্রের প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট দেখা যায়। নিত্যানন্দের ধর্ম্মভাবের বাতাসে, জগাইর হৃদয়সাগরে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল।

নিত্যানন্দকে মাধাই পুনরায় প্রহার করিতেছে, দেখিয়া জগাই সকরুণ স্বরে কহিল, "ওরে মাধাই! দেশান্তরী সন্ন্যাসীকে কি এমন করিয়া মারিতে আছে? ইঁহাকে মারিয়া লাভ কি ভাই? ইঁহার মাথা হইতে রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া তোর কি একটু দয়া হইল না?"

নিত্যানন্দের দেবভাব দর্শন করিয়া জগাইর পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল। যে হৃদয় রাজার কঠোর শাসনে কোমল হয় না, যে হৃদয় স্নেহ মমতা বর্জ্জিত নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি, সে হৃদয় দৈবশক্তির সংস্পর্শে আসিয়া পরাস্ত হইল।

যেখানে এ সকল ব্যাপার হইতেছিল, তাহার নিকটেই বিশ্বম্ভরের বাড়ী। বিশ্বম্ভরকে গিয়া কে খবর দিল যে, জগাই মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করিতেছে। বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ সহ বিদ্যুৎবেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিত্যানন্দ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া জগাই মাধাইকে আলিঙ্গন দিতে চাহিতেছেন, তাঁহার শরীরে

রুধিরধারা প্রবাহিত হইতেছে। বিশ্বম্ভবসহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি উত্তেজিত হইলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "তুমি স্থির হও। আমার অনুরোধ, ইহাদিগকে কিছু বলিতে পারিবে না। জগাইর দোষ নাই। মাধাই মারিতেছিল, জগাই তাহাকে বার বার নিষেধ করিয়াছে। আমাব শরীরে বেশী আঘাত লাগে নাই। আইস সকলে মিলিয়া উহাদিগকে হরিনাম শুনাই।"

জগাই প্রহার করে নাই, বরং মাধাইকে প্রহার করিতে দেখিয়া সে নিষেধ করিতেছিল, এই কথা শ্রবণ করিয়া গৌরের প্রেম-প্রবণ-হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। জগাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন, "জগাই রে! তুই আজ আমার কি উপকার করিলি! আমার নিতাইয়ের প্রাণ রক্ষা করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাইলি! তুই ধন্য! হরিপদে তোর মতি হউক, তোর পাপ তাপ সব দূর হউক।"

জগাইর মনে পূর্ব্বেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যেটুকু বাকী ছিল তাহা চৈতন্যের সংস্পর্শে পূর্ণ হইল। অনুতাপের তীব্র হুতাশনে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। গৌরের পাদমূলে পতিত হইয়া সজল নেত্রে কহিতে লাগিল, "প্রভো! এ নারকীর কি আর উদ্ধার আছে? আমি কত সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছি, কত লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছি, আমার পাপের সংখ্যা নাই। এমন দিন, এমন দণ্ড অতিবাহিত হয় নাই, যখন আমি কোনও পাপ কার্য্য না করিয়াছি।

প্রভো! আমার উদ্ধার কিরূপে হইবে? আমি তোমার চরণ ছাড়িব না, আমাকে উদ্ধার কর। আমি বুঝিয়াছি, তোমরা সামান্য মনুষ্য নও। মারখেয়েও যে প্রেম বিলায়, সে কি সাধারণ মানুষ! বহুদিন হইতে আমরা এখানে আছি, কিন্তু এমন লোকের সহিত ত কখনও দেখা হয় নাই, তোমরা দেবতা।”

জগাইর পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ মাধাইর হৃদয়েও গিয়া লাগিল। তাহারা দুইজনে শৈশব হইতে একত্র বাস করিতেছে, যত কিছু পাপানুষ্ঠান একত্রেই সম্পন্ন করিতেছে। উভয়ের মধ্যে দুশ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাব। একে অন্যকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারে না। সকল অবস্থাতেই উভয়ে উভয়ের সাহায্যকারী। উভয়ের প্রাণে প্রাণে, মনে মনে বড়ই মিল। সুতরাং মাধাই অদূরে বসিয়া জগাইর কাতরোক্তি এবং আত্মগ্লানির জ্বালা অনুভব করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে গৌরের কাছে গিয়া কহিল, “আমরা উভয়ে পাতকী। উভয়ে একত্রে পাপ করিয়াছি। সুখ দুঃখ যখন যাহা ঘটিয়াছে, উভয়েই বহন করিয়াছি। আজ জগাই উদ্ধার হইয়া যাইতেছে, আমি কি এই নরকেই বাস করিব? গৌর! তোমার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, আমাকে রক্ষা কর। আমি বড় দুরন্ত পাপী। তুমি ভিন্ন কে আমাকে পরিত্রাণ দিবে? আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম।” এই বলিয়া মাধাই যেই গৌরের চরণে পতিত হইতেছিল, অমনি গৌর বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন,—“তোমার পাপের নিষ্কৃতি নাই। তুমি সাধুদেহে রক্তপাত করিয়াছ, এ পাপের কি উদ্ধার আছে?”

মাধাই কহিল,—“আমার উদ্ধার না হইলে আর তোমাকেই বা ছাড়ে কে? শুনিয়াছি তোমাদের শরণ হইলে, পাপী পুণ্যবান হয়, আমার কি গতি করিবে না?”

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের দিকে চাহিলেন, নিত্যানন্দ মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। সাধু-সংস্পর্শে মাধাইর চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। মাধাই নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বম্ভর কহিলেন “শুন জগাই মাধাই! তোমরা আর কখনও পাপ করিও না। তোমরা যদি আর পাপ না কর, তবে শ্রীহরি তোমাদের গত জীবনের সমুদয় পাপ বিনাশ করিবেন। তোমাদিগকে দেখিয়া পূর্ব্বে যাহারা ঘৃণা করিত, এখন তাহারা ভক্তি করিবে; যাহারা তোমাদিগকে স্পর্শ করিয়া গঙ্গাস্নানে পবিত্র হইত, এখন তাহারা তোমাদের স্পর্শে নিজকে পবিত্র মনে করিবে। সাধুভক্তের ইচ্ছা কখনও বিফল হয় না, নিত্যানন্দের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।”

তখন বিশ্বম্ভর জগাই মাধাই ও ভক্তদলকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্যকার কীর্ত্তনে স্বর্গের ছবি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইল। জগাই মাধাইর গলা ধরিয়া ভক্তগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। জগাই মাধাই স্বীয় স্বীয় পাপ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। পাপীর প্রতি ভক্তের অপরিসীম দয়া দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় বিমুগ্ধ হইল। তাঁহারা বারংবার “হরি বোল, হরি বোল” বলিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তনান্তে গৌর, ভক্তদলকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—“জগাই মাধাই যাঁহাদের নিকট যত অপরাধ করিয়াছে,তোমরা

সকলে ক্ষমা কর।” জগাই মাধাই প্রত্যেকের নিকট গিয়া চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সকলে আনন্দচিত্তে তাঁহাদের দুষ্কার্য্য ক্ষমা করিলেন। তখন গভীর রজনীতে গৌর ভক্তদল সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। জগাই, মাধাইকে কহিলেন,—“ভাই মাধাই! এই সেই পূত সলীলা গঙ্গা, যাঁহার তীরে বসিয়া আমরা কত পাপ করিয়াছি। এ সকল স্থান আমাদের বিহারক্ষেত্র। কিন্তু ভাই! আজ যেন অন্যরূপ বোধ হইতেছে। সেই গঙ্গা, সেই তট, সেই বন, উপবন, সেই আমাদের বাসস্থান সকলি দেখিতেছি যেন অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। লোকজন অন্যরূপ দেখিতেছি। আজ দেখিতেছি, চন্দ্র সুধা ধারা বর্ষণ করিতেছে,—গঙ্গা কল কল নাদে স্বর্গের মহিমা গাহিতেছে,—বায়ু মৃদু মন্দ গতিতে ভগবানের সমাচার প্রদান করিতেছে,—বিশ্বসংসার হরিতে নিমগ্ন রহিয়াছে,—সকলই যেন তাঁহার স্তুতি বন্দনা করিতেছে। যেদিকে দর্শন করি, সে দিকেই সাধু-ভক্তসহ শ্রীহরিকে দর্শন করিতেছি। যাহা শ্রবণ করি, তাহাই অতি সুমিষ্ট। আমার এই চক্ষু কর্ণ ত পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু মাধাই! আমার প্রাণটা এমন ছিল না। ভাইরে! আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি। আমাদের মত কত লোক নরকে পড়িয়া রহিয়াছে। হায় হায়, মোহাভিভূত জীবের অবস্থা কি ভয়ানক!”

জগাই মাধাই বৈষ্ণব দলে বাস করিয়া কঠোর সাধন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন ঊষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া লক্ষ হরিনাম যপ করিতেন এবং সাধুর পদধূলি গ্রহণ

কবিতেন। পূর্ব্ব পাপ স্মবণ কবিয়া কতই ক্রন্দন করিতেন। অনেক সময় অনাহারে থাকিতেন। বিশ্বম্ভর সম্মুখে বসিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতেন।

মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহাব কবিয়াছিলেন, এই অনুতাপে তিনি দিন দিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি প্রহারিত হইয়াও প্রেম বিতবণ কবেন, তাহাকে প্রহাব। মাধাই অস্থির হইয়া কতদিন নিত্যানন্দেব চবণে পড়িয়া কাঁদিলেন। কিন্তু কিছুতেই প্রাণের জ্বালা দুবীভূত হইল না। একদিন মাধাই নিত্যানন্দকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন,—"প্রভো, বলুন, কি কবিলে আমাব এই পাপ যায়। আপনাব অঙ্গে আঘাত করিয়াছি, এ কথা স্মরণ হইলেই আমি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাই।"

নিত্যানন্দ কহিলেন,—"তুমি আমার পুত্র, পুত্র যদি পিতাকে প্রহার করে, তাহাতে কি পিতার ব্যথা লাগে?" মাধাই কহিলেন,—"প্রভো, যদি আমাকে দয়া করিলেন, তবে বলিয়া দিন, আমি যত লোকের হিংসা করিয়াছি, সে সকল অপবিচিতগণের নিকট আমি কিরূপে ক্ষমা প্রার্থনা কবিব? ক্ষমা প্রার্থনা না কবিলে ত পাপ দুবীভূত হয় না।"

নিত্যানন্দ কিছুকাল নীববে থাকিয়া কহিলেন,—"গঙ্গাতীরে যত স্নানেব ঘাট আছে, তাহা তুমি প্রতিদিন স্বহস্তে পবিষ্কার করিবে এবং গঙ্গাতীব দিয়া যত লোক গমনাগমন করিবে, তাহাদিগকে দৈন্যভাবে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তবেই তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবিবে।"

মাধাই তাহাই করিলেন। স্বহস্তে কোদালী দ্বারা গঙ্গার সমুদয় ঘাটগুলি পরিষ্কার করিয়া গঙ্গাস্নান যাত্রী সকলের

নিকট সাশ্রুনয়নে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা, এবং প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম যপ করিতে লাগিলেন। জগাই মাধাইর তপস্যা এবং প্রেম ভক্তি দর্শনে নবদ্বীপের লোক মোহিত হইতে লাগিল।

ওমর।

প্রত্যাদিষ্ট মহম্মদ জ্বলন্ত উৎসাহে ইস্‌লাম্‌ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। খাদিজা, আলী, জয়দের প্রভৃতি ঊনচল্লিশ জন ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। নবধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। পথে ঘাটে তাঁহারা প্রহারিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন। মহম্মদই সকল অনর্থের মূল, সুতরাং বিরোধিগণ তাঁহার প্রাণনাশে দৃঢ় সংকল্প হইল। একদিন সমবেত দেবোপাসকদিগের সম্মুখে, আবুজ্জহল নামক জনৈক কোরেশ দলপতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "হে, কোরেশগণ! শুন, মহম্মদ আমাদের ভয়ানক শত্রুতা সাধন করিতেছে। সে আমাদের লাত,গরি, ও মনাত প্রভৃতি দেবদেবীদিগকে স্বীকার করে না। অধিকন্তু বলে যে, প্রতিমা পূজা করিয়া না কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নরকবাস করিতেছে! এ সকল কথা আর সহ্য হয় না। সত্বরেই ইহার প্রতিবিধান করা উচিত। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে ব্যক্তি মহম্মদকে হত্যা করিতে পারিবে, তাহাকে এক শত উষ্ট্র ও এক সহস্র মুদ্রা দান করিব।"

আবুজ্জহলের এই উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ওমর নামক একজন অতি দুর্দ্দান্ত কোরেশ দণ্ডায়মান হইল। তাহার

শরীর দীর্ঘাবত, মাংসপেশী ভীমকায গণ্ডারের ন্যায সুদৃঢ, চক্ষু রুদ্র-ভাবের প্রতিকৃতি জবাকুসুম-সংকাশ-আরক্তিম, বক্ষস্থল অতি বিশাল। তাহার এবম্ভূত ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই আশা করিল যে, নিশ্চয়ই ওমরের হস্তে ধর্ম্মদ্রোহী মহম্মদ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ওমর সদম্ভে কহিল, "মহম্মদকে বিনাশ করিবার জন্য এই শাণিতখড়্গ উন্মুক্ত হইয়াছে। মক্কাবাসিগণ বিশেষরূপে আমার পরাক্রম অবগত আছে। আমার অসির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, এমন বীর মক্কাতে নাই। নিশ্চয়ই আমার এই তৃষিত-কৃপাণ আজ ধর্ম্মদ্বেষী মহম্মদের রুধির পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। তোমাদের কোনও চিন্তা নাই।" আবুজহল, ওমরকে সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপর ওমর কাবা মন্দিরের দেবদেবীর সম্মুখে মহম্মদ বিনাশার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উলঙ্গ তরবারি হস্তে বহির্গত হইল।

ক্ষুধিতশার্দ্দুলের ন্যায় ওমর মক্কার রাজপথ দিয়া গমন করিতেছে। একজন মুসলমান পথিক ওমরকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওমর! কোথায় যাইতেছ?" ওমর কহিল,—"কোরেশ-শত্রু মহম্মদকে বিনাশ করিবার জন্য যাইতেছি।" পথিক পুনরায় কহিলেন—"এই গুরুতরব্যাপারে কেন তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ? মহম্মদকে কি বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে?"—"বোধ হয় তুমি মুসলমান,—তবে এস, তোমার দ্বারাই প্রথমতঃ খড়্গ পরীক্ষা করি।" এই বলিয়া ওমর তাঁহার প্রতি অসি উত্তোলন করিল, মুসলমান সভয়ে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

পুনরায় নয়িম নামক একজন মুসলমানের সহিত ওমরের সাক্ষাৎ হইল। নয়িম ওমরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"মহম্মদকে বিনাশ করিতে গিয়া তুমি নিজেই বিনষ্ট হইবে। মহম্মদকে বিনাশ করিতে পারে, এমন লোক পৃথিবীতে নাই, তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত।" ওমর তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য খড়্গ তুলিল। নয়িম পশ্চাৎ সরিয়া কহিলেন,—"আমাকে বধ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? আমি তোমাকে এক আশ্চর্য্য সংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার ভগ্নী ফতেমা ও তাঁহার স্বামী সযিদ মুসলমান হইয়াছেন। এখন তাঁহারা লাত, গরিকে মানেন না, এক ঈশ্বরের মাত্র ভজনা করেন, নমাজ পড়েন। আগে তুমি নিজের ঘর রক্ষা কর, পরে অন্যকে শাসন করিও।" এই কথা শুনিয়া ওমর অপ্রতিভ হইল এবং তাঁহারা যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ চাহিল। নয়িম কহিলেন,—"তুমি এক কর্ম্ম করিবে, একটি মেষ বলি দিয়া তাহার মাংস তোমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে ভোজন করিতে দিবে। যদি তাঁহারা তোমাকর্ত্তৃক বিনষ্ট মেষমাংস ভোজন করেন, তবে জানিবে, তাঁহারা তোমার ধর্ম্মে আছেন, অন্যথা মুসলমান হইয়াছেন।"

ওমর সক্রোধে ভগ্নীর গৃহাভিমুখে গমন করিল। সেই সময় কোরাণের 'তাহা' নামক সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। ওমরের ভগিনী ও ভগিনীপতি গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া খোব্বাবের নিকট সেই সুরা আবৃত্তি করিতেছিলেন। এমন সময় দূরাগত ভীম অজগরের ন্যায় ওমর দ্বারদেশে উপস্থিত হইল এবং গৃহে কি হইতেছে, তাহা নীরবে শুনিতে লাগিল। কিন্তু সহিষ্ণু হইয়া সে

অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, বজ্র-দৃঢ়-হস্তে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। গৃহস্থিত সকলে চমকিত হইয়া উঠিলেন। সয়িদ বুঝিলেন, ধর্ম্মবিরোধী ওমরই আসিয়াছে। তিনি সশঙ্কচিত্তে খোব্বাবকে গৃহের এক গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ওমর ব্যাঘ্রলম্ফে উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"কি পড়া হইতেছিল?" তাহার ভগ্নী বিনীত ভাবে কহিলেন,—"কোনও বিশেষ বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল।" ওমর কহিল,—"আমার একটী মেষ আবশ্যক।" সয়িদ মেষ উপস্থিত করিলেন। ওমর মেষটিকে বধ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিল এবং ভগ্নী ও ভগিনীপতিকে আহার করিতে বলিল। তাঁহারা কহিলেন,—"ওমর, আমরা কোনও মহৎ সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে বলি প্রদত্ত মাংস ভোজন করা নিষিদ্ধ।"

তখন পথিকের কথা সত্য বলিয়া ওমরের বিশ্বাস হইল। সে ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভগ্নীকে প্রহার করিতে লাগিল। সয়িদ ধর্ম্মপ্রাণা পত্নীকে প্রহারিত হইতে দেখিয়া রক্ষা করিতে গেলেন, ওমর ভগ্নীকে ছাড়িয়া ভগিনীপতির উপর পতিত হইল। ফতেমা স্বামীর প্রাণ বিনষ্ট হইতে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। খোব্বাব এতক্ষণ গোপনে ছিলেন, কিন্তু ফতেমার আর্ত্তনাদে অস্থির হইয়া সয়িদকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দুরন্ত ওমর দুই জনকেই নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। তাঁহাদের প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা দেখিয়া ফতেমা কহিলেন,—"ভাই ওমর! ইহাদিগকে ছাড়, নির্দ্দোষীকে মারিয়া লাভ কি?" ওমর ফতেমার ললাটে গুরুতর আঘাত করিল, তাঁহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু সেই রুধির ধারার সঙ্গে

সঙ্গে ফতেমার প্রাণে এক স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত হইল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ওমর! তবে শোন, আমরা পবিত্র ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পরমেশ্বরের বিধানের আশ্রয়ে আসিয়াছি। মহম্মদই আমাদিগকে এই পবিত্রপথে আনিয়াছেন। আমাদের উপাস্য একমাত্র পরমেশ্বর। ভাই, তোমার এই দুর্ব্বুদ্ধি দূর হউক। তুমি অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও।"

ভগিনীর আরক্তিম মুখমণ্ডল দর্শন এবং তেজোময়বাক্য শ্রবণ করিয়া ওমরের কঠোরহৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল। সে সয়িদ ও খোব্বাব কে পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট হইল। ওমর তিনটী নিরীহ ধার্ম্মিকের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করিল, আঘাতে আঘাতে তাঁহাদের শরীর ভগ্ন করিল; তথাচ তাঁহারা স্বীয় বিশ্বাসে অটল এবং প্রসন্ন রহিলেন। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া ওমরের কঠোর মন মুগ্ধ হইল। অপরদিকে ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া ফতেমা ওমরকে যাহা বলিলেন, তাহা বাণের ন্যায় ওমরের কঠিনহৃদয় ভেদ করিল। যে বীর হৃদয় শত প্রহরণের আঘাতেও দমিত হয় না, তাহা অদ্য ধার্ম্মিকের কোমল স্পর্শে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নির্বীর্য্য হইল। ওমর স্বীয় দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণে ধীরে ধীরে স্বর্গীয় আলোক সঞ্চারিত হইল।

ওমরের প্রাণে আশাতীত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তিনি সমস্ত রজনী গৃহকোণে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সয়িদ ও ফতেমা গৃহের অপর প্রান্তে গিয়া শয়ন করিলেন। খোব্বার স্বগৃহে গমন করিলেন। রজনীর কিয়দংশ গত হইলে,

ফতেমা ও সয়িদ গাত্রোত্থান করিয়া অজু করিলেন এবং ভক্তিভাবে সুরা পাঠ করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বর সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই একমাত্র আরাধ্য, পূজনীয়, এই ভাবের একটি পাঠ আবৃত্তি করিলেন। সুরা ও বচনের ভাষা ও ভাবের মিষ্টতায় ওমরের প্রাণ মোহিত হইল। ওমর ধীরে ধীরে, সলজ্জ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল সকল স্থানেই কি তোমাদের ঈশ্বরের আধিপত্য?" ফতেমা কহিলেন—"হাঁ ভাই, একমাত্র মহান্ পরমেশ্বরই এই অনন্ত রাজ্যের রাজা। এমন কোনও স্থান নাই, যাহা তাঁহার অধিকার বহির্ভূত।" ওমর কহিলেন,—"আমাদের পনর শত দেবতা আছে, মক্কার হস্তপরিমিত ভূমিতেও তাঁহাদের কর্তৃত্ব দেখিতেছিনা, পুস্তক খানা দেও দেখি।" ফতেমা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পুস্তক খানা ওমরের হস্তে দিলেন। ওমর আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন। ফতেমা ভ্রাতার হৃদয়পরিবর্ত্তন দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন।

ওমর কিয়ৎক্ষণ পুস্তক পাঠ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপর অতি গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"বাস্তবিক তোমাদের এই ধর্ম্মই সত্য, জগতের মালিক এক জনই। আমরা যে সকল দেব দেবীর পূজাকরি, তাঁহারা ঈশ্বর নহে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সৃষ্টি করিতে পারে, তাঁহাদের এমন ক্ষমতা নাই। তাহাদের কোন্ ক্ষমতাই বা আছে, তাহারা গাছ, পাথর বৈত নয়? আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছি, তোমরা যে ঈশ্বরের পূজা কর, তিনিই সত্য। তিনি ভিন্ন, এই দুনিয়ায় আর কেহ মালিক নাই।"

এই সময় খোব্বাব আসিয়া শুনিলেন, ওমর স্থরার ব্যাখ্যা কবিতেছেন। তিনি অতীব আনন্দচিত্তে ওমরের হস্ত ধাবণ কবিয়া কহিলেন,—"ওমব! ভাই! তোমার হৃদয় পবিবর্ত্তনেব জন্য গতবাত্রে হজবতমহম্মদ প্রার্থনা কবিয়াছেন। তাঁহাব প্রার্থনা পবমেশ্বব গ্রহণ কবিয়াছেন। ভাই, তুমি ত আমাদেরই ভাই। এস, সকলে মিলিয়া পবমেশ্ববের মহিমা ঘোষণা করি।"

ওদিকে, মহম্মদেব প্রাণ বিনাশার্থে ওমবেব বহির্গমন বার্ত্তা অবগত হইয়া মুসলমানগণ তাঁহাব জীবন রক্ষার্থে বদ্ধ পবিকব হইলেন। এসময় মহম্মদ হম্‌জাব্‌ গৃহে ছিলেন। মুসলমানগণ অস্ত্র শস্ত্র সহ সেই গৃহ বক্ষা কবিতে লাগিলেন। হজবতেব জন্য সকলেই উদ্‌বিগ্ন। কিন্তু এই বিপদেব সময়েও অনলোপম-উৎসাহিত-প্রাণ একজন মুসলমান নগবে গিয়া প্রকাশ্যভাবে নবধর্ম্ম প্রচাব কবিবাব জন্য মহম্মদেব অনুমতি প্রার্থনা কবিলেন। মহম্মদ মণ্ডলীব লোকদিগকে সবিশেষ চিন্তাকুল দেখিয়া স্বীয় উষ্ণীষ মস্তক হইতে ভূতলে স্থাপন করিলেন এবং উত্তবীয়বস্ত্র গলদেশে প্রদান করিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন,—"প্রভো, ধবাতলেব পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত এই ঊনচল্লিশ জন মাত্র তোমাব দাস আছে, যাঁহাবা একমাত্র তোমাকে পূজা কবিতেছে, এবং মন প্রাণে তোমার প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়াছে। এই দীন দুঃখীদিগের অন্তবেব সন্তাপ ও চক্ষেব জলের অনুবোধে ইহাঁদিগকে সেই ধর্ম্মদ্রোহীদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে রক্ষা কর। এই দুর্ব্বলদিগের

সাহায্যের জন্য কোরেশগণের মধ্য হইতে এমন একজন শক্তিশালীপুরুষ প্রেরণ কর, যিনি এই দীন দুঃখীদিগের ক্ষত হৃদয়ে ঔষধ লেপন করিতে সক্ষম হইবেন।”

হজরতের প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতে রুদ্ধদ্বারে আঘাত হইল। পারিষদগণ দেখিলেন, ওমর উপস্থিত! তাঁহার স্কন্ধদেশে ভীষণ করবাল ঝুলিতেছে। সকলে ব্যস্ত হইলেন। হম্জা কহিলেন,—“ভয় কি? এক ব্যক্তি বৈত নয়, আমি একাকীই উহাকে বাধা দিব।” এই বলিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া সশস্ত্র বাহিরে গেলেন এবং বলিলেন,—‘ওমর। তুমি আমার বিক্রম জান। আমি অব্‌দোল্ মত্‌লবের সন্তান। আমরা লৌহ চিবাইয়া খাইতে পারি। যুদ্ধ করিয়া জীবন ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। আমি মহম্মদের রক্ষক, আমাকে বিনাশ না করিলে সাধ্য কি আছে, তুমি গৃহে প্রবেশ কর?”

ওমর হস্তস্থিত অসি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সজল নয়নে কহিলেন,—“ভাই সকল, তোমরা শুন, আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, পরমেশ্বর ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।” এই কথা শুনিয়া মহম্মদ গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিয়া ওমরকে কোল দিলেন। সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। তৎপর একে একে নবধর্ম্মবাহিগণ ওমরকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন।

ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হজরত। এখন আমাদের সংখ্যা কত?” মহম্মদ কহিলেন—“তোমাকে লইয়া চল্লিশজন পূর্ণ হইল।” ওমর কহিলেন—‘হজরত! লোকে প্রকাশ্যে, দিবা-

লোকে পুতুল পূজা করিয়া থাকে, আমরা ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরমেশ্বরের পূজা গোপনে করিব, ইহা বড়ই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। আজ চলুন, সকলে গিয়া কাবা মন্দিরে উপাসনা করি।” কাবা মন্দিরে গিয়া উপাসনা করাই স্থিরীকৃত হইল।

ওমর দলের অগ্রভাগে। হজরতের সম্মুখে আলী, দক্ষিণে আবুবেকার এবং বামে হমজা, অন্যান্য সকলে পশ্চাতে। অদ্যকার দৃশ্য অতি মনোহর। ঘোর অত্যাচারী অদ্য প্রেম-পিঞ্জরে অবরুদ্ধ হইয়াছে। ওমরকে পাইয়া মুসলমানগণ হাতে আকাশ পাইয়াছেন।

এদিকে কাবা মন্দিরে কোরেশগণ সম্মিলিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মহম্মদের বধচিন্তা করিতেছে। এমন সময় তাহারা অদূরে মহম্মদের দল দেখিতে পাইল। অগ্রে ওমর, পশ্চাতে মহম্মদ আসিতেছেন। তখন তাহারা আনন্দিত চিত্তে বলিতে লাগিল—“ওমর সকলকে বন্দী করিয়া কাবা মন্দিরে আনিতেছে। এখানে বিচার করিয়া শাস্তি দেওয়া যাইবে।” ওমর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“আমি মহম্মদকে বিনাশ করিতে গিয়া, তাঁহার ধর্ম্ম স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছি। এই ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম। একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরই সত্য। দেব দেবী মিথ্যা। তোমরা মিথ্যাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হও।”

ওমরের কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। তাহারা একে অন্যের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। একজন কোরেশ জিজ্ঞাসা করিল—“ওমর! তুমি কি যথার্থই মুসলমান

হইয়াছ ?” ওমর কহিলেন—“হাঁ, আমি সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তোমরাও গ্রহণ কর। গাছ পাথর পূজা করিলে পরিত্রাণ পাইবে না।” কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে,মহম্মদের মস্তক গ্রহণ করিতে গিয়া ওমর নিজেই তাঁহার চরণে মস্তক দান করিয়াছে। তখন উভয় পক্ষে ক্ষুদ্র একটি যুদ্ধ হইয়া সে দিনের ব্যাপার শেষ হইল।

ওমরের ধর্ম্মজীবন লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইল। আবুবেকার, আলী, ওস্মান, ও ওমর এই চারিজন মহম্মদের চির-ধর্ম্মসহচর ছিলেন। ইহাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাস, মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য একান্ত আগ্রহ ও পরিশ্রম, মুসলমান জগতে অতি প্রসিদ্ধ। মহম্মদের পরলোক গমনের পর আবুবেকার খলিফা পদে অভিষিক্ত হন, তাঁহার পরে ওমর খলিফা হইয়াছিলেন। ওমরের দ্বারাই ইয়ুরোপ ও আফ্রিকা পর্য্যন্ত মুসলমান ধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয় এবং মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। হজরত মহম্মদ কর্ত্তৃক ওমর ফারুক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সত্য ও অসত্যে যিনি প্রভেদ দেখেন, তাঁহাকেই ‘ফারুক’ বলে।

সেণ্ট্ পল্।

মহর্ষি ঈশা ক্রুশে নিহত হইয়াছেন। বিরোধী ফিরুসি ও সাডিয়ুসিগণ মহোল্লাসে উদ্ভ্রান্ত। জুডিয়ার সর্ব্বত্র প্রাচীনের জয়, নবীনের পরাজয় ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম-প্রাণ খৃষ্টশিষ্যগণ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। তাঁহারা যদিও

সংখ্যায় অতি অল্প, যদিচ ধনবল জনবলে হীন, যদিও তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে নগণ্য, তথাচ তাঁহারা আধ্যাত্মিক সমরে অজেয়। এই জন্য অজেয় যে, তাঁহারা ঈশার মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে দীক্ষিত।

ষ্টিফেন্, খৃষ্ট-শিষ্যগণের অগ্রণী। তাঁহার বিশ্বাস ও ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া, দলে দলে লোক নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। সুতরাং শত্রুগণের বিষদৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে ষ্টিফেনের উপরেই পতিত হইল। অত্যাচারীদিগের মধ্যে একজন যুবক সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী। এই যুবক ইহুদি-বংশ-জাত, বাড়ী টার্সস্ নগরে। ইনি তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অধিকতর উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় জেরুজেলামে গমন করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক গ্যামেলিয়েলের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হন। গ্যামেলিয়েল সে সময়ে সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। উক্ত যুবক অল্পকালমধ্যে গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। তর্কশাস্ত্রে এবং দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মিল। যুবকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মহিয়সী প্রতিভা এবং অদম্য তর্কশক্তির প্রশংসা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। কিন্তু তাঁহার এই সমগ্র অতুলশক্তি সাধু ষ্টিফেনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইল। তিনি খৃষ্টধর্ম্মকে বিনাশ করিবার জন্য জ্ঞানাস্ত্র এবং লৌহাস্ত্র উভয়ই প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাঁর নাম "সল" বা "পল।"

পলপ্রমুখ অত্যাচারিগণ ষ্টিফেনের বিরুদ্ধে এই বলিয়া প্রাচীন ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, "ষ্টিফেন ধর্ম্মবিধিকে

অমান্য করে, ধর্ম্মসমাজকে ঘৃণা করে এবং পরমেশ্বরের নিন্দা করে।" প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অভিযোগকারিগণ এসকল বিষয় প্রতিপন্ন করিল। বিচারকও তাহাদিগের দলের লোক, সুতরাং অবিলম্বে বিচার-মঞ্চ হইতে ষ্টিফেনের প্রাণ দণ্ডের অনুজ্ঞা প্রকাশিত হইল।

প্রস্তরাঘাতে ষ্টিফেনের প্রাণনাশ করা হইবে, বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অবিলম্বে ষ্টিফেন বধ-স্থানে নীত হইলেন। তাঁহার নয়ন উর্দ্ধদিকে, তাঁহার হৃদয় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া প্রেম-ময়ের অমৃতসহবাস লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি স্থির গম্ভীরভাবে যোগযুক্ত হইয়া বধ স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন।

বিরোধীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পলের মুখ অধিকতর প্রফুল্ল। অদ্য হইতে খৃষ্টধর্ম্মের মূল বিনষ্ট হইল, ইহা ভাবিয়া তিনি আনন্দিত। তিনি নবোৎসাহে বধকারীদিগের উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া এক স্থানে বসিলেন এবং কহিলেন, "তোমরা ঐ বিধর্ম্মী পাষণ্ডকে বধ কর, আমি তোমাদের বস্ত্রাদি রক্ষা করিতেছি।" পলের বাক্য শেষ হইতে না হইতে চতুর্দ্দিক হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় প্রস্তরখণ্ড পতিত হইতে লাগিল। ষ্টিফেনের মুখ, নাসিকা, হস্ত, পদ, বক্ষস্থল কাটিয়া সবেগে রুধিরধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কোনও প্রকার বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার গুরুদেব যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও যেরূপে সমাহিতভাবে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপে স্বর্গস্থ পিতার দিকে দৃষ্টি করিয়া শান্তভাবে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ষ্টিফেনের হত্যার পরে পলের অত্যাচার দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি অতি নৃশংসভাবে বিবিধ উপায়ে নিরীহ খৃষ্টানদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। নবধর্ম্ম আমূল বিনাশ করিবেন, ইহাই পলের ব্রত। পলের পাশবিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একদল খৃষ্ট-শিষ্য জেরুসেলাম নগর হইতে ডামাস্কস্ নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। অবিলম্বে এই সমাচার পলের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ জেরুসেলামের ইহুদি ধর্ম্মযাজক থিওপিলাসের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আমি এই মাত্র শুনিতে পাইলাম, খৃষ্টের কতকগুলি শিষ্য জেরুসেলাম হইতে পলায়ন করিয়া ডামাস্কসে গমন করিয়াছে। ত্বরায় ঐ সকল লোকদিগকে আনিয়া কারাগারে বন্দী করা আবশ্যক। অতএব আমি তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য ডামাস্কস্ যাত্রা করিতেছি। আপনি তথাকার ইহুদি ধর্ম্ম-মণ্ডলীকে এই বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া দিন যে, পলায়িত খৃষ্ট-শিষ্যদিগকে ধৃত করিবার জন্য তাঁহারা যেন আমার সহায়তা করেন।"

ধর্ম্মযাজক স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে পলের এরূপ ব্যগ্রতা ও উৎসাহ দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনুরোধপত্র লিখিয়া দিলেন। পল ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কয়েক জন সঙ্গিসহ অশ্বারোহণে ডামাস্কস্ যাত্রা করিলেন।

পল প্রফুল্লচিত্তে যাইতেছেন। খৃষ্ট-শিষ্য দিগের প্রাণ-বিনাশ করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা চিন্তা করিতেছেন। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ডামাস্কসের

সীমায় উপনীত হন, এই সময় অকস্মাৎ পলের সম্মুখে এক প্রখর আলোক উদ্ভাসিত হইল। তাঁহার বাহ্য দৃষ্টিশক্তি রোধ হইল, তিনি ঘোটক স্থির রাখিয়া চক্ষু নিমীলন করিলেন। তখন তিনি মানস-চক্ষে দেখিতে পাইলেন, বক্ষে ক্রুশধারী দিব্য মূর্ত্তি যীশুখৃষ্ট সেই জ্যোতির ভিতর হইতে বলিতেছেন,—"সল, সল! তুমি কি আমাকে হত্যা করিবে?" পলের হৃদয় স্তম্ভিত হইল! তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— তোমরা কিছু দেখিতে পাইয়াছ কি?" সঙ্গীয় সকলেই এক বাক্যে উত্তর করিল—"আমরা ত কিছু দেখি নাই।" পল কাহাকেও কিছু না বলিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন এবং ইহুদি ধর্ম্মমণ্ডলীতে উপনীত না হইয়া খৃষ্ট-শিষ্য জুডাসের ঘরে গিয়া অনশনে থাকিয়া তিন দিন ধ্যান করিলেন।

পলের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি দৈব বাণীর অনুসরণ করিলেন। যে বিপুলশক্তি খৃষ্ট-শিষ্যগণের প্রাণ-বিনাশে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে অর্পিত হইল। নরহন্তা, ঘোর পাষণ্ডের দেহ মন নবধর্ম্মের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইল। এই সময় এনানিয়স্ নামক একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সহিত পলের সাক্ষাৎ হয়, তাঁহার নিকট পল দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আততায়ী পরম মিত্র হইলেন, বিষবৃক্ষ চন্দন তরুতে পরিণত হইল, কালভুজঙ্গ হইতে অমৃত স্রুত হইল। পলের এরূপ পরিবর্ত্তনে খৃষ্টশিষ্য-মণ্ডলী দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত মহান্ পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। পল দীক্ষিত হইয়া দামাস্কস্ নগরেই ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পর মহাত্মা পল বিশেষরূপে ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য আরবের অন্তর্গত এক নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং সেখানে গভীরভাবে সাধন ভজন করিয়া প্রবল উৎসাহের সহিত প্রচারে বহির্গত হন। তাঁহার বিশ্বাস বৈরাগ্য, ও সেবাময় জীবন দেখিয়া এবং সুললিত ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া নরনারী দলে দলে নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। তিনি জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষা করিতেন না, মণ্ডলীর নিকট হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। তিনি স্বহস্তে তাম্বু নির্ম্মাণ করিতেন। সেই অর্থ হইতে নিজের সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ মণ্ডলীর উপকারার্থে দান করিতেন। মহাত্মা পল চিরকুমার ছিলেন।

তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া কতবার সমুদ্রপথে জলমগ্ন হইয়াছেন, বিরোধিগণ কতবার তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়াছে, কতবার প্রাণবিনাশকর ঘটনা তাঁহার জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অদম্য হৃদয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। তিনি নির্যাতন ও সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করিয়াছেন। পরমেশ্বরের সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। সেই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে করিতে, রোমসম্রাট নরপিশাচ নিরোর আদেশে ৬৫ খৃষ্টাব্দে ঘাতক হস্তে এই মহাত্মা মর্ত্ত্য-লীলা সংবরণ করেন।

ঘাসী দাস।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে ছত্রিশগড় অবস্থিত। ছত্রিশগড় গিরি চত্বরময় স্থান। তাহার চতুর্দ্দিকে উন্নতকায় পর্ব্বত-প্রাচীর।

বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন অজেয়শৈলশ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সমর-দৃপ্ত মুসলমানগণ ভারতের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতি রক্ষিত ছত্রিশগড়ের গিরিরাজি, দুর্জ্জয়-ইসলাম-অনীকিনীর প্রবলগতিও প্রতিরোধ করিয়াছে। ছত্রিশগড় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনও কোনও বিদেশীয় শাসনের অধীন হয় নাই। এই জন্যই প্রাচীনকালের ধর্ম্ম ও রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ-রূপে তত্রত্য সমাজের উপর রাজত্ব করিতেছিল।

ছত্রিশগড়ের আয়তন সহস্রাধিক বর্গক্রোশ। অধিবাসি-গণ সকলেই হিন্দু। তাহার এক চতুর্থাংশ চর্ম্মকার জাতীয় লোক। কিন্তু এই চর্ম্মকারগণ পাদুকা নির্ম্মাণ বা চর্ম্মের ব্যবসায় করে না, কৃষিকার্য্যই ইহাদের উপজীব্য। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ এই চর্ম্মকার জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা ও নির্যাতন করিতেন। তাঁহারা চর্ম্মকার গৃহে গমন, তাহাদের সহিত সদ্ভাবে বাক্যালাপ বা সদয় ব্যবহার করিতেন না, এমন কি চর্ম্মকারগণের ছায়াস্পর্শ করাও পাপ বলিয়া মনে করিতেন। চর্ম্মকারগণ লেখা পড়া জানিত না। শাস্ত্রপাঠে যাহাদের অধি-কার নাই, তাহারা কোন্ বিদ্যাশিক্ষা করিবে? সুতরাং তাহাদের অন্ধকারময় জীবনে একটি আলোকরশ্মি প্রকাশিত হইবার কোনও পন্থাই ছিল না। একদিকে উচ্চশ্রেণীকর্ত্তৃক নির্যাতন, অপর দিকে কোনও প্রকার ধর্ম্মালোচনা, বা জ্ঞানালো-চনার অভাব নিবন্ধন অজ্ঞানতা,—এই দ্বিবিধ কারণে তাহারা অন্তরে বাহিরে অতি হীনভাবে জীবন যাপন করিতেছিল।

কি উপায়ে ব্রাহ্মণের ঘৃণা ও নির্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভ

করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারা যায়, চর্ম্মকারগণের হৃদয় মধ্যে প্রবলরূপে এই চিন্তার উদয় হইল। বিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠগণ সদুপায় নির্দ্ধারণেরজন্য স্থানে স্থানে সম্মিলিত হইতে লাগিল। কিন্তু সকলের মুখেই এক কথা—"দৈব বল ভিন্ন এই বিপদ হইতে উদ্ধারের আশা নাই।" দৈব বল কি রূপে লাভ হইবে?

এই সময় এক নবীন যুবক তাহাদের আশারক্ষেত্রে উদিত হইলেন। যুবক অতি সুশ্রী, মিষ্টভাষী এবং ধর্ম্মপিপাসু। তাঁহার অন্তরবাহির সৌন্দর্য্যময়। যুবক এরূপ আশ্চর্য্য শক্তিশালী পুরুষ যে, অল্পকালের মধ্যে চর্ম্মকারজাতীয় নরনারী সকলে তাঁহার বশীভূত হইল। সকলেরই এরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, ইহার দ্বারা চর্ম্মকার কুলের দুঃখ রজনীর অবসান হইবে। এই যুবকের নাম ঘাসী দাস। ঘাসী দাস ১১৮৭ বঙ্গাব্দে ছত্রিশগড়ে এক গরিব চর্ম্মকারের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।* ঘাসী দাস স্বজাতীয়দিগকে কহিলেন,—"যিনি আমাদিগকে এই পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ভিন্ন এই মনোবেদনা আর আর কাহাকে জানাইব? কেই বা আমাদের কথা শুনিবেন? কিন্তু ভাই সকল, ব্যাকুল ভাবে না ডাকিলে তিনি কাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। আমি এই ব্রত সাধনের জন্য দেহ মন অর্পণ করিতেছি। আমি ছয় মাসের জন্য নির্জ্জন স্থানে গমন করিব। তৎপর পুনরায় তোমাদের সহিত সম্মিলিত হইব, ইহার মধ্যে তোমরা আমার অনুসন্ধান করিও না।"

* ঘাসী দাস রাজা রামমোহন রায়ের ৭ বৎসরের কনিষ্ঠ। ১১৮০ বঙ্গাব্দে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন।

চর্ম্মকারগণ ঘাসী দাসকে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং তাঁহার কথা সকলেই শিরোধার্য্য পূর্ব্বক পালন করিত। ঘাসী দাস চর্ম্মকার কুলের স্বাভাবিক নেতা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই সাধুসংকল্প অবগত হইয়া চর্ম্মকারগণ বিশেষ আনন্দলাভ করিল। ঘাসী দাস সিদ্ধিলাভ করিয়া চর্ম্মকার জাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবেন, সকলেই ইহা ভাবিয়া পুলকিত হইল।

ঘাসী দাস কতিপয় অনুচরসহ তপস্যায় যাত্রা করিলেন। তিনি জঙ্ক ও মহানদীর সঙ্গম-স্থান-সন্নিহিত গাবোধগ্রামে উপস্থিত হইয়া সহযাত্রী দিগকে কহিলেন,—"তোমরা এখান হইতে গৃহে গমন কর। আমি এখন একাকী নিবিড়অরণ্যে প্রবেশ করিব। ছয়মাস পূর্ণ হইলে তোমরা এস্থানে আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইবে।" অগত্যা অনুবর্ত্তিগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

ঘাসী দাস ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। তিনি এপর্য্যন্ত কোনও প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, কাহারও প্রতি অভ্রান্ত গুরু রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, এই সরল বিশ্বাস ভিন্ন তাঁহার প্রাণে অন্য কোনও ভাব উদিতই হয় নাই। সুতরাং তিনি সাধন সম্বন্ধে কোনও প্রণালীই অবলম্বন করেন নাই। ব্যাকুল প্রার্থনাই তাঁহার এক মাত্র সম্বল। কিন্তু ভক্ত বৎসল ভগবান মানবপ্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ দেখিয়াই ফলবিধান করেন, অনুরাগ বিহীন সুললিত বাক্য কিম্বা কৃচ্ছসাধন বা বাহ্যিক কোনও কার্য্য দেখিয়া বিধাতা পুরুষ, পুরস্কার দান করেন না।

মাতাকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া শিশু যেমন মা মা বলিয়া অবিশ্রান্ত ডাকিতে থাকে, যতক্ষণ মা উপস্থিত না হন, ততক্ষণ সে নীরব হয় না, ঘাসী দাসও তেমন ভাবে অবিশ্রান্ত ডাকিতে লাগিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান সন্তানের কাতর-প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ঘাসী দাস একমাত্র নিরাকার চিন্ময় দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে ছয়মাস অতীত হইল। চর্ম্মকারগণ নিরূপিত দিবসে ঘাসী দাসের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় গাবোধগ্রামে দলে দলে উপস্থিত হইল। লোকসমাগমে গ্রাম পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই পার্ব্বতীয় পথের দিকে সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টি করিতেছে। এমন সময় দিব্যমূর্ত্তি ঘাসী দাস যোগযুক্তচিত্তে ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। অমনি সহস্রকণ্ঠ হইতে আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। ঘাসী দাস উপস্থিত ভ্রাতাদিগকে সপ্রেম মধুর বচনে আপ্যায়িত করিয়া স্বীয় তপস্যালব্ধ ফল এইরূপে বর্ণন করিলেন,—"ভাই সকল, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও বিধাতা যে অদ্বিতীয় পুরুষ, তিনি আমাদিগেরও অধিদেবতা। তিনি নাম রূপ বর্জ্জিত। প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয় না। প্রত্যুত তাঁহার প্রতিমা নাই; তিনি অপ্রতিম—নিরাকার। তিনি সকলেরই নমস্য, নত মস্তকে ভক্তি ভাবে সকলেই তাঁহার শরণাগত হও।" তিনি ইহাও প্রকাশ করিলেন যে, এসকল কথা স্বয়ং পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছেন, এবং এই নবধর্ম্ম বিশেষভাবে চর্ম্মকারদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছেন ও আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন। এই আচার্য্যত্ব তাঁহার বংশানুগত থাকিবে।

ঘাসী দাস প্রচারিত-ধর্ম্ম ছত্রিশগড়ের চর্ম্মকার জাতীয় সকল নরনারী সাদরে গ্রহণ করিল। তিনি চামার কুলের মধ্যে ধর্ম্মের এরূপ প্রভাব বিস্তার করিলেন যে, তাহাদের মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, আলস্য জড়তা ও অজ্ঞানতা দিন দিন দূরীভূত হইতে লাগিল। ধর্ম্মের এমনই শক্তি যে, তাহাতে অসম্ভব কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহারা পিপীলিকার ন্যায় পদ-দলিত হইত, যাহাদের দণ্ডায়মান হইবার কোনও নিরাপদ ভূমি ছিল না, যাহারা ধর্ম্ম-বিহীন, সাধনভজনবিহীন হইয়া অতি হীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছিল, তাহারা নবউদ্যমে ও নবউৎসাহে উৎসাহিত এবং নববলে সঞ্জীবিত হইয়া নূতন জাতিতে পরিণত হইল। ধর্ম্মই মানবকে সর্ব্ব প্রকার উন্নতির রাজ্যে লইয়া যায়। ধর্ম্মবিহীন মানবসমাজ মৃত, পতিত, চলচ্ছক্তি বিহীন এবং কুষ্ঠ রোগীর ন্যায় অস্পৃশ্য।

এতদিন পরে ছত্রিশগড়ের চর্ম্মকারগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নীচ দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আকাশ বিহারী প্রমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় ভগবানের সচ্চিদানন্দময় ধর্ম্মরাজ্যের সুশীতল ছায়ায় বিচরণ করিতে লাগিল। ঘাসী দাস নবধর্ম্ম ও নবধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কোনও নূতন আখ্যা প্রদান করেন নাই, ইহারা সাধারণের নিকট "সৎ-নামী" বলিয়া পরিচিত। কবির পন্থিদিগের এক শাখাও "সৎ-নামী" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, ইহারা সেই "সৎ-নামী" নহে।

ঘাসী দাস লেখা পড়া জানিতেন না, তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞান ছিল না, কাহারও নিকট তিনি উপদেশও গ্রহণ করেন নাই, কোনও মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই; তিনি স্বভাব-শিশুর ন্যায় পরমে-

শ্বরকে ডাকিয়াছিলেন, স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন। নিরক্ষর শাস্ত্র জ্ঞানহীন লোকেও যে একমাত্র নিরাকার পূর্ণব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং বিবেক কর্ণে তাঁহার প্রত্যাদেশ বাণী শ্রবণ করিতে পারেন, মহাত্মা ঘাসী দাসের পবিত্র জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

নববধূ।

জালালপুর গ্রামে দেবকী নন্দন আঢ্য নামে একজন ধনবান সওদাগর বাস করিতেন। তিনি প্রথমে মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে কাটোয়া বিভাগে ফৌজদারের কার্য্য করিয়া প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার সুরম্য-হর্ম্ম্যরাজি-শোভিত-সুদৃশ্য-ভবন গঙ্গাতীরে সংস্থাপিত ছিল। তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন। প্রতি অমাবস্যার নিশীথে তিনি মহাসমারোহে পূজা করিতেন। কপালে রক্ত চন্দনের ফোটা, গলায় মহাশঙ্খের মালা এবং পরিধানে রক্তবস্ত্র,—এরূপে তান্ত্রিক বেশে সজ্জিত হইয়া মহাপাত্রে সুরাপান করিতেন। মদ্য মাংস ও অন্যান্য তান্ত্রিক উপকরণ দ্বারা ষোড়শোপচারে তিনি শাক্তধর্ম্ম সাধন করিতেন।

দেবকী নন্দন এই রূপে বীরাচার ধর্ম্ম সাধন করিতেছিলেন, হঠাৎ একটি শিশু পুত্র রাখিয়া তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করিলেন। এতদ্দেশের ধনবানদিগের পত্নী বিয়োগ হইলে শ্রাদ্ধ ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই বিবাহসম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে। দেবকীনন্দনেরও তাহাই হইল। অল্প দিনের মধ্যেই নববধূ গৃহে সমাগতা হইলেন।

নববধূ বৈষ্ণব গৃহস্থের কন্যা। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে একান্ত ভক্তিমতি। সর্ব্বদা হরিনাম যপ করেন, নিরামিষ আহার করেন এবং সাধু-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন। বিবাহের পর তিনি স্বামী গৃহে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

"আসিয়ে দেখয়ে সব বিপর্য্যয় ভাব।
তমোগুণ ময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব॥
রক্ত চন্দন অঙ্গে জবা পুষ্প মাল।
ভুম্ ভুম্ করি চলে দেখিতে করাল॥
কাটা ছেঁড়া মদ্য মাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনী চক্রেতে বসি করযে আহার॥"

ভক্ত মাল।

নববধূ ভাবিতে লাগিলেন, "মদ্য মাংস আহারে, পশুবধে, নানা রূপ কুব্যবহারে যাঁহার হৃদয় মন মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়াছে, সেই কি আমার স্বামী? এই কি আমার শ্বশুর বাড়ী, যেখানে হরিকথা কেহই বলেন না? আমাকে কি এই নরককুণ্ডে চিরজীবন বাস করিতে হইবে? হায় পিতা মাতা আমাকে কেন এমন স্থানে বিবাহ দিলেন! এই নরকে বাস করা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়। যেখানে হরিভক্তি নাই, ধর্ম্ম বিশ্বাস নাই, যেখানে ধর্ম্মের নামে কেবল পশ্বাচার, এমন স্থলে কি রূপে বাস করিব?"

নববধূ অস্থির হইলেন। পিত্রালয় হইতে সঙ্গে যে দাসী আসিয়াছিল, তাহাকে কহিলেন,—"এখনই ফিরিয়া বাড়ী চল, আমি এমন কুস্থানে এক দণ্ডও বাস করিব না। এখানে

থাকিলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। আমি ইহাদের জলস্পর্শ করিব না। তুমি যদি আমাকে বাড়ী লইয়া না যাও, তবে হয়ত আত্মহত্যা করিব।” এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দাসী নানা মতে প্রবোধ দিল; কিন্তু কিছুতেই তিনি সুস্থির হইলেন না। নববধূকে দেখিবার জন্য প্রতিবেসিগণ আসিয়া একত্র হইল। ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাহারা ভাবিল যে, পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া বধূ কাঁদিতেছেন। নবাগতা ক্রন্দননিরতা বধূকে যে প্রকারে মিষ্ট-বচনে প্রবোধ দিতে হয়, প্রতিবেসিগণ সেরূপ সুমধুর বচনে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল। শ্বশ্রূঠাকুরাণী বধূকে আহার করিবার জন্য কত বলিলেন, বধূ কাহারও কথার উত্তর দিলেন না, কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভোজনও করেন না, ক্রন্দনও নিবারণ হয় না। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। বধূর এরূপ অবস্থা দেখিয়া স্বামী-গৃহের সকলে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তখন দাসী তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া নানা প্রকারে মিনতি করিয়া আহার করিতে বলিল। অগত্যা বধূ কহিলেন— “আমি নিজহস্তে রাঁধিয়া খাইতে পারি। যাহারা নানারূপে অত্যাচার করে, অভক্ষ্য ভোজন করে, তাহাদের হাতের অন্ন খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষ আমি নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকি।” এই কথা শুনিয়া সকলে প্রথমে বিদ্রূপ করিল বটে; কিন্তু তিন দিনের উপবাসের পর আহার না করিলে বিপদ ঘটিবে ভাবিয়া অগত্যা শ্বশ্রূ, বধূর প্রস্তাবেই সম্মতি দান করিলেন। বধূ স্বহস্তে নিরামিষ রন্ধন করিলেন এবং ইষ্ট-দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া ভোজন করিলেন।

এইরূপে প্রতিদিন তিনি আহারসামগ্রী নিজহস্তে প্রস্তুত করিতেন। অপর দিকে স্বামীকে পাশবিক আচরণ হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার জন্য ভক্তিপূর্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অমৃত কথা বলিতেন। হরিগতপ্রাণা সাধ্বীপত্নীর ধর্ম্মনিষ্ঠজীবন দেখিয়া কঠোর-হৃদয় দেবকীনন্দনের প্রাণ দিন দিন বৈষ্ণবধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শাক্তহৃদয়ে সাত্বিকভাবের অভ্যুদয় হইল। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তিনি পত্নীর দেব-চরিত্র দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দেবকীনন্দনের পূর্ব্ব পক্ষের পুত্রটীর মৃত্যু হইল। দেবকীনন্দন পুত্রশোকে অস্থির হইলেন। কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবীপত্নী অটল শান্তভাবে রহি-লেন। স্বপত্নী-সন্তান বলিয়া যে তাঁহার শোকোদয় হয় নাই, তাহা নহে, স্বপত্নীসন্তানের প্রতি নিজ সন্তানের ন্যায় তাঁহার বাৎ-সল্য ছিল। স্বপত্নী-সন্তান কেন, তিনি পরের সন্তানকেও স্বসন্তান নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাঁহার প্রেম পরিবারের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল না। তিনি ভগবানকে প্রেমময় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এজন্যই শোক ও দুঃখের অতীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে যোগযুক্ত হইয়া শোক-দগ্ধ উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত স্বামীকে প্রবোধ দিতে লাগি-লেন। বিষাদের ঘন অন্ধকার মধ্যে পত্নীর স্থির ও প্রশান্ত আলোকময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া দেবকীনন্দনের চিত্ত মোহিত হইল। পত্নীকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিলেন। দিন দিন সেই দেবীচরিত্রের প্রভাবে তিনি শাক্তধর্ম্মের ভীষণ আচরণ সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সম্পূর্ণরূপে শক্তি-সাধন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ

করিলেন। সুবা, মাংস, কু-আচার বর্জ্জন করিয়া পরমবৈষ্ণব হইলেন। ধন্য সেই রমণী, যিনি স্বীয় ধর্ম্মবলে এইরূপে স্বামীকুলের হৃদয়পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। সেই গৃহ ধন্য, যে গৃহে এইরূপ ধর্ম্মানুরাগিণী অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ নববধূ সমাগতা হন এবং ধন্য সেই ধর্ম্মসমাজ, যে সমাজে অশিক্ষিতা অপরিণতবয়স্কা বালিকার প্রাণেও ধর্ম্মের একপ বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হয়।

কুকা-গুরু রাম সিংহ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিটিস্‌গবর্ণমেণ্টের কোনও দেশীয় পদাতিক সৈন্যদল পশ্চিম ভারতবর্ষের এক পর্ব্বত-চত্বরে অবস্থিতি করিতেছিল। অনতিদূরে শৈলবাহিনী-স্রোতস্বতী অবিরামগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। তীরদেশ শ্যামল উদ্ভিজ্জে অতি স্নিগ্ধ। সন্ধ্যার সুকোমল চ্ছায়া সমাগমে এই স্থান পরম-রমণীর বেশ ধারণ করিত। প্রাকৃতিক শোভা এবং মূর্ত্তিমতী নিস্তব্ধতায় এস্থান ভগবদারাধনার অতীব অনুকূল দেখিয়া, সৈন্য দলস্থ একজন নিম্নশ্রেণীর সৈনিক প্রতিদিন অপরাহ্ণে এই স্থানে গমন করিতেন এবং দূর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরমেশ্বরের ধ্যানে আত্ম-সমাধান করিতেন। এই যুবকের নাম রাম সিংহ।

মহাত্মা নানক, পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে যে ধর্ম্মবীজ নিহিত করিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ সিংহের অতুলনীয় শক্তি পরিচালিত জলসিঞ্চনে যে বীজ হইতে ফল পুষ্পে সুশোভিত প্রকাণ্ড

বৃক্ষরূপ শিখধর্ম্ম অভ্যুদিত হয়, রামসিংহ সেই একেশ্বর-বাদের লীলাভূমি পঞ্চনদের শিখ-সমাজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া নানা দেশ ভ্রমণের পর, প্রকৃতির রম্যকানন পূর্ব্ববর্ণিতস্থানে উপস্থিত হইয়া গভীরসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন বহুক্ষণব্যাপী ধ্যান করিতেন। গভীর ধ্যানের সময় তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইত, আরক্ত-মুখমণ্ডলে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ হইত এবং ভক্তিতে হৃদয় এরূপ উদ্বেলিত হইত যে, মুখ হইতে একপ্রকার অস্ফুটধ্বনি, ("কু—কু" শব্দ) বাহির হইত। এই "কু—কু" শব্দ হইতেই তিনি "কুকা" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

ক্রমে রেজিমেণ্টের অন্যান্য দুই একজন সিপাহীও রাম-সিংহের সঙ্গে নির্জ্জনে গিয়া সাধন করিতে লাগিল। যখন রামসিংহ বিশেষরূপে সাধন ভজনের জন্য ব্যগ্র হইলেন, তখন তিনি সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে গমন করিলেন, এবং সম-সাধকদিগকে লইয়া মণ্ডলী গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। রামসিংহের দেবচরিত্রের এরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে, যাহারা তাঁহার সঙ্গে সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য দেশে সাধন ভজন করিতে যাইতেন, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ সৈনিককর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশেষসাধনে প্রবৃত্ত হইল। স্পর্শমণির সহযোগে যেমন লৌহখণ্ডও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মোন্মত্ত রামসিংহের সঙ্গলাভ করিয়া, বিষয়াসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কঠোরহৃদয় সিপাহীগণও শান্তি লাভের আশায় ধর্ম্মের সুশীতল আশ্রয় অবলম্বন করিল।

রামসিংহ স্বীয় জন্মভূমি পঞ্চনদক্ষেত্রে বাস করিয়া শিখ

জাতির মধ্যে এক নবশক্তি সঞ্চারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু গোবিন্দের ন্যায় উপযুক্ত কাণ্ডারীর অভাবে মহাত্মা নানকের ধর্ম্মসম্প্রদায় রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় দিন দিন ম্লান হইতেছে; নানা প্রকার কুসংস্কার ও পাপে শিখধর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়াছে, মুসলমান-বিজয়ী ইংরাজ-ত্রাস শিখগণ ভীরু ফেরুপালের ন্যায় যূথভ্রষ্ট, ছিন্ন ভিন্ন। এমন সময়ে শিখসমাজরূপ মৃতদেহে নবজীবন দান করিবার জন্য স্বর্গের অমৃতবারি হস্তে গ্রহণ করিয়া মহাত্মা রামসিংহ উপস্থিত হইলেন। তিনি নানকের একেশ্বরবাদ-মহাধর্ম্ম, মন্ত্রপুত করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন।

যখন সাধু ভক্তগণ ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন জনসমাজ সেই ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। যোগ-জীবন শাক্য সিংহ, বিশ্বাসী যীশু ও মহম্মদ, এবং প্রেমিক চৈতন্যদেবের পতাকামূলে দলে দলে কেন এতলোক একত্র হইয়াছিল? তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা কাহাকেও আহ্বান করিয়া স্বকপোলকল্পিত কথা প্রচার করেন নাই, প্রভু পরমেশ্বরের আদেশবাণীই প্রচার করিয়াছিলেন। মহাত্মা রামসিংহও এই শ্রেণীর প্রচারক ছিলেন। সুতরাং অপ্রতিহতপ্রভাবে দিন দিন তাঁহার একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল।

দলবৃদ্ধিতেই যে উন্নতি অবনতি প্রমাণিত হয়, তাহা নহে। নন্দনকাননসদৃশ ইয়ুরোপভূমিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার জন্য নেপোলিয়ান কত বড় দলই গঠন করিয়াছিলেন, সেকেন্দর সাহ, এবং সুলতান মামুদের অনুচরগণ বর্ষাকালীন বৃষ্টি-

বিন্দুর ন্যায় অগণ্য ছিল। এইরূপ দল বৃদ্ধিই কি মানবের সৌভাগ্য বা শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক? যেরূপ দলে প্রবেশ লাভ করিলে মানব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; মানবের বিষয়াসক্তি, স্বার্থপরতা, কপটতা দূরীভূত হয়, প্রেম ও ভক্তি বিকশিত হইয়া মানবের হৃদয়ে নবসৌন্দর্য্যের-সমাবেশ হয়, সেইরূপ দলের বৃদ্ধিতেই দেবতাগণ, ঋষিগণ, সাধু-গণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন।*

রামসিংহের দল শেষোক্ত প্রকারের। তাঁহার সংশ্রবে আসিয়া লোকের হৃদয় কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইত তৎসম্বন্ধীয় দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতেছে।

একজন শিখ, কুকা-মণ্ডলী ভুক্ত হইবার বহুদিন পূর্ব্বে অপরের একটি গাভী অপহরণ করিয়াছিলেন। তিনি রামসিংহের সংসর্গে আসিয়া যখন ধর্ম্মজীবন লাভ করিলেন, তখন সেই পূর্ব্বকৃত গাভীহরণের কথা স্মরণ করিয়া ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হয় না, সাধন ভজনেও মন নিবিষ্ট হয় না, অনুতাপের তীব্রযন্ত্রণা, বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণাবৎ

---

* মহা নির্ব্বাণতন্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে,—

ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে॥
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ।
গায়ন্তি গাথনীং গাথাং পুলকাঞ্চিত বিগ্রহাঃ॥
অস্মৎ কুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ।
কিমস্মাকং গয়া পিণ্ডৈঃ কিং তীর্থ শ্রাদ্ধ তর্পণৈঃ॥

তৃতীয় উল্লাস।

'হে শিবে, তাঁহার পিতা মাতা ধন্য হন, এবং কুল পবিত্র হয়। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণসহ আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহারা পুলকিত দেহে এই গাথা গান করেন,—"আমাদের কুলে কুলশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপদেষ্টা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের গয়া পিণ্ডে প্রয়োজন কি? তীর্থ ও শ্রাদ্ধ তর্পণেই বা প্রয়োজন কি!'

তাঁহার হৃদয় মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি কোনও প্রকারে শান্তিলাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে একদিন পোলিশ কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া যথোচিত দণ্ড গ্রহণ করিলেন।

অপর একজন শিখ পূর্ব্বজীবনে ভ্রাতার সঙ্গে পৃথক হইবার সময় অন্যায়পূর্ব্বক নিজঅংশে অধিক সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামসিংহের শিষ্য হওয়ার পর তিনি সেই অন্যায়োপার্জ্জিত সম্পত্তি ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ করেন, এবং তাঁহার চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

কোনও গ্রামে একজন ভয়ানক দুরন্ত লোক ছিল। সুরাপান, ব্যভিচার, চুরী, দস্যুতা প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া তাহার নিত্য সহচর ছিল। গ্রামের লোকে অনেক সময় দুঃখ করিয়া বলিত যে,—"শুনিয়াছি, রামসিংহের দলে গেলে না কি মানুষ ভাল হইয়া যায়। এ লোকটা যদি তাঁহার কাছে যাইত, তাহা হইলে আমরা রক্ষা পাইতাম।" কিয়দ্দিন পরে তাহাই হইল। সেই দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোকটি রামসিংহের শরণাগত হইয়া এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল যে, সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

রামসিংহের দেবচরিত্রের প্রভাবে এরূপে বহু লোকের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রামসিংহের চরিত্র-প্রভাব শিষ্যগণের মধ্যে এরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল যে, তাঁহার ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র শিষ্য যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইত। ঈশ্বর-বিশ্বাসী আবুবেকার ওমর প্রভৃতি মহম্মদের শিষ্যগণ যেমন মহম্মদের জন্য অম্লানবদনে প্রাণ দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন, রামসিংহের

শিষ্যগণও তদ্রূপ গুরুগতপ্রাণ হইয়া উঠিল, তাহারা পরস্পর ছুচ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইল। সহানুভূতি, প্রেম, এবং সমসাধনাতে দলস্থ সকলে একীভূত হইয়া যাইতে লাগিল। বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবাময়জীবন কুকাসম্প্রদায় এক অজেয় আধ্যাত্মিকশক্তি ধারণ করিল। মহাপ্রতাপান্বিত সম্রাট যাহা করিতে অসমর্থ, বিদ্বান পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, ধনবল বা জনবল প্রয়োগে যাহা লাভ হয় না, দরিদ্র, অশিক্ষিত, পার্থিবসহায়বর্জ্জিত রামসিংহ সেই কার্য্য সাধনে সিদ্ধ হইলেন। মানব মনের উপর তিনি প্রেমের-রাজত্ব স্থাপন করিলেন। অন্ধকারপথে বিভ্রান্ত মানবকে তিনি করে ধরিয়া সুপথে লইয়া যাইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার অঙ্গুলী সঙ্কেতের অধীন হইল। শিখ সমাজে এক নূতনযুগের সূত্রপাত হইল।

সমরপ্রিয় শিখজগতে গুরুগোবিন্দের তুল্য তেজস্বী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অধিনায়কস্বরূপ সমুপস্থিত দেখিয়া বৃটিস সিংহের হৃদয় আতঙ্কিত হইল। সহস্র সহস্র দুর্জ্জয় শিখবীর যাহার অনুজ্ঞায় জীবন দান করিতে প্রস্তুত, শিখজাতির মধ্যে যিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতাদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ, এরূপ মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে বিদেশীর, বিজাতীয় রাজপুরুষগণ যে শঙ্কিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গবর্ণমেণ্টের এই অসঙ্গত সন্দেহ নিরাকরণের জন্য মহাত্মা রামসিংহ না কি একবার জনৈক উচ্চ-রাজপুরুষকে বলিয়াছিলেন,—"আমাকে আপনারা অযথা সন্দেহ করিতেছেন। অশান্তি আনয়ন করা, নরশোণিতপাত করা, আমার উদ্দেশ্য নহে। ধর্ম্মসাধন দ্বারা জনসমাজকে উন্নত করা, পর-

মেশ্বরের দিকে স্বদেশীয়দিগকে অগ্রসর করাই আমার লক্ষ্য।”

এই সময়ের একটি ঘটনায় গবর্মেণ্টের আতঙ্ক আরও বর্দ্ধিত হইল। ঘটনাটি এই,—লাহোর বা অমৃতসরের মুসলমান কসাইদিগের সহিত গোবধ লইয়া হিন্দুদিগের মনোবাদ হয়। কসাইগণ হিন্দুপল্লী দিয়া গোমাংস লইয়া যাইত এবং হিন্দুদিগকে ক্রয় করিবার জন্য বলিত। ইহাতে হিন্দুগণ মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করে। হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, কসাইগণ ছিন্নশির হইয়া স্বীয় স্বীয় গৃহে শায়িত রহিয়াছে। সহরে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল। পোলিশ প্রাণপণে হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু সাধারণপোলিশ কোনও মতেই অপরাধীকে ধৃত করিতে পারিল না। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের একজন অতি সুদক্ষ ইংরাজ পোলিশ কর্ম্মচারীর প্রতি অনুসন্ধানের ভারার্পণ করিলেন। তিনি ঘটনাস্থলে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অসাধারণ কার্য্যকুশলতার বলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই হত্যাকারীদিগকে ধৃত করিয়া বিচারার্থে অর্পণ করিলেন। বিচারক সেই অপরাধীগণের প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিলেন। এই সময় বিচারালয়ে কয়েকজন শিখ উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, “ধর্ম্মাবতার। নিরাপরাধ লোকদিগকে ফাঁসি দিবেন না। কসাইদিগকে আমরা হত্যা করিয়াছি। আমরা অপরাধ স্বীকার করিতাম না, কিন্তু যখন দেখিতেছি, আমাদের অপরাধের জন্য কয়েক জন নিরপরাধলোক বিনষ্ট হইতেছে, তখন আমরা লুক্কায়িত থাকিয়া আত্মরক্ষা করা নিতান্ত অধর্ম্মের কার্য্য মনে করিতেছি।” আত্মসমর্পণকারিগণের সততা, এবং ধর্ম্মরক্ষার্থে অম্লানবদনে জীবন দানের সংকল্প

দেখিয়া বিচারালয়ের সকলে স্তম্ভিত, এবং বিচারক অপ্রতিভ হইলেন। ইঁহারা কুকা, রামসিংহের শিষ্য। বলা বাহুল্য বিচারক ইঁহাদিগেরই প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিলেন।

এইরূপ জনরব যে সেই দিন হইতে গবর্ণমেণ্ট রামসিংহের দল ভগ্ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রামসিংহের দোষ কি? বোধ হয় রামসিংহের ইহাই অপরাধ যে, তাঁহার শিষ্যগণ একতাপরায়ণ, সাহসী এবং অনুগত ছিল। অল্প লোকে মিলিত হইয়া যাহারা কসাইদিগকে হত্যা করিয়াছে, বহু লোকে মিলিত হইলে যে, তাহারা ভয়ানক কাণ্ড করিতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি? অতএব এই একতার মালা সম্পূর্ণ গ্রথিত হইবার পূর্ব্বেই সূত্র ছিন্ন করা কর্ত্তব্য। সম্ভবত আভ্যন্তরিক এই সকল গূঢ় কারণেই রামসিংহ চিরনির্ব্বাসিত হইলেন। সুদূর রেঙ্গুণের কারাগৃহ তাঁহার বাসগৃহ হইল। যেখানে চোর, দস্যু, নরহন্তাগণ বাসকরে, মহাত্মা রামসিংহ তাহাদের মধ্যে অতি হীন ভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। শিষ্যগণের হাহাকার ধ্বনিতে পঞ্চনদ পূর্ণ হইল। পক্ষী-মাতা স্বীয় পক্ষপুটের আচ্ছাদনে শাবকদিগকে রক্ষা করিতে ছিলেন, অকস্মাৎ ব্যাধ আসিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, শাবকগণ মাতৃহীন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। নবোদিত সূর্য্যের আলোকে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত হইতেছিল, সেই নব কিরণে মৃত শুষ্ক শিখতরু মঞ্জুরিত হইতেছিল, অকস্মাৎ কালমেঘ আসিয়া আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল! কুকা নরনারীগণ অন্ধকারে রোদন করিতে লাগিলেন।

রামসিংহ কারাগারে গমন করিয়াও রামসিংহই রহিলেন। কারাবাসিগণ তাঁহার দৈবশক্তির প্রভাবে বিমোহিত হইল। তিনি কারাগারের গুরু হইলেন। কেহ কেহ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কারাগারেই ধর্ম্ম সাধন করিতে লাগিল। চোর, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি বন্দিগণ সাধুপথ আশ্রয় করিতে লাগিল। ধর্ম্মালোচনা, সাধন ভজন এবং সংগীতাদিতে কারাবাসিগণের হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রামসিংহের আগমনে কারাগার স্বর্গে পরিণত হইতে চলিল। তিনি যখন যাহাকে যে আদেশ করিতেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। তিনি মনোরাজ্যের রাজা রূপে সম্পূজিত হইতে লাগিলেন।

রামসিংহ এমন কি-এক মহাশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তিনি যেখানে গমন করিতেন, যে অবস্থাতে বাস করিতেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভুত্ব? তাহার মধ্যে কি অমৃত ছিল যে, সংসার মৃগতৃষ্ণায় তৃষিতমানব মধুকরের ন্যায় না না স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাহাতে গিয়া মজিয়া থাকিত? কোন্ শক্তিবলে, চুম্বক-প্রস্তর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনি সেইরূপ মানব-মন আকর্ষণ করিতেন? ঐ শক্তিই ব্রহ্মশক্তি। তিনি অজেয় ব্রহ্মশক্তিতে শক্তিমান্ ছিলেন। যে শক্তির বলে মৎস্যধৃতকারী জালজীবি এবং পিতৃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-রত-পুত্র, মহাত্মা যীশুর অনুবর্ত্তী হইয়াছিল, যে শক্তির আকর্ষণে শাক্যসিংহ ও মহম্মদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পঙ্গপালের ন্যায় মানবমণ্ডলী ধাবিত হইত, যে শক্তিতে পৃথিবীতে সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া থাকে, মহাত্মা রামসিংহ সেই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন! বিধাতার অন্তরূপ ইচ্ছা, অসময়ে

তিনি নির্ব্বাসিত না হইলে, কে জানিত যে, শিখসমাজ ভিন্ন-মূর্ত্তি ধারণ করিত না? মহাত্মা রামসিংহ রেঙ্গুনের কারাগারেই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর বিচারের অতীত স্থানে গমন করিয়াছেন।

ঋষি ও আলেক্‌জেণ্ডার।

গ্রীকবীর আলেকজেণ্ডার বা সেকেন্দর সাহ ভারতসমরে জয়লাভ করিয়া* ভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌগলিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, এতদ্দেশে "ঋষি" নামক ধ্যানপরায়ণ এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সাংসারিক বিষয় হইতে বিরত হইয়া পর্ব্বত-গুহা বা নির্জ্জন অরণ্যে—লোক চক্ষুর অগোচরে বাস করিয়া ঈশ্বর-সাধনায় সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন। এইরূপ কোনও ঋষিকে দেখিবার জন্য আলেকজেণ্ডার আগ্রহান্বিত হইলেন। তিনি শ্রুতিপরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে, অদূরে অরণ্য-মধ্যে দন্দনীশ্‌ নামক একজন ঋষি বাস করিতেছেন। আলেকজেণ্ডার স্বীয় অনুচর ওনিসিক্রতাস্‌ নামক দার্শনিক পণ্ডিতকে উক্ত ঋষিকে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

ওনিসিক্রতাস্‌ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া গ্রীক রাজ-কর্ম্মচারী-সুলভ গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন,—"জুপিটর দেবের পুত্র, সমগ্রমানবমণ্ডলীর ঈশ্বর, আপনাকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

* ৩২৭, খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে আলেকজেণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন।

আপনি রাজসমীপে উপস্থিত হইলে যথোচিত ধন রত্ন পাইবেন। উপস্থিত না হইলে, আপনার শিরোচ্ছেদ হইবে।"*

জনৈক দ্বিভাষী ওনিসিক্রতাসের এই সকল কথা ঋষিকে বুঝাইয়া দিলেন। ঋষিপ্রবর ওনিসিক্রতাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, —"আলেকজেণ্ডার কি জন্য এত দূর আসিয়াছেন?" ঋষির শান্তোজ্জ্বলকটাক্ষপাত এবং বাক্যের গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া ওনিসিক্রতাস্ স্তম্ভিত হইলেন।

ঋষি বলিলেন,* "জগতপতি জগদীশ্বর অমঙ্গলের নিদান নহেন,—তিনি তেজ, জল, দেহ, জীবন এবং আত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন মৃত্যু এই সকলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, তখন তিনি তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি কোনও রূপ অমঙ্গল বাঞ্ছা করেন না। সেই এক মাত্র সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমার ঈশ্বর। তিনি কোনও জীবকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করেন না। কিম্বা যুদ্ধক্ষেত্র জীব-রুধিরে প্লাবিত করেন না।"

"আলেকজেণ্ডার জরা মৃত্যুর অধীন, এক জন সামান্য মনুষ্য। তিনি এখন পর্য্যন্ত এই পৃথিবীকেই এক ছত্রের অধীন করিতে পারেন নাই। ঐ দেখ, আকাশে অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ ভ্রাম্যমান রহিয়াছে, যে স্থানে আলেকজেণ্ডারের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই। তিনি "সমগ্র মানবমণ্ডলীর ঈশ্বর" এই অনৃতবাক্য তাঁহার অনুগত স্তুতিপরায়ণ লোকের মুখেই শোভা পায়!"

"আলেকজেণ্ডার আমাকে যে সকল বস্তু দিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। জীবন ধারণ জন্য

---

* । তত্ত্ববোধিনী।

আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা এই গৃহের চতুষ্পার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। আলেকজেণ্ডার আমাকে যে সকল দ্রব্য প্রদান করিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইযাছেন, সেই সকল বস্তু লইয়া তিনিই তৃপ্তিলাভ করুন। বনে ফল ও কন্দমূল আছে, স্রোতস্বতীতে সুনির্ম্মল পানীয় আছে, আমার কিছুরই অভাব নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় আমাকে সকল যোগাইতেছেন। আমি যথেচ্ছ বিচরণ করি। এ জগতে এমন কোনওবস্তু নাই, যাহাতে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লইয়া যাইতে পারে।"

"আমি আলেকজেণ্ডারের আদেশ প্রতিপালন করিলাম না বলিয়া, তিনি যদি আমার মস্তক-চ্ছেদন করেন, তাহাতেই বা দুঃখ কি? মৃত্যু ত এক দিন হইবেই। অসার শরীর ধ্বংশ হইবে; কিন্তু অবিনাশী আত্মার ধ্বংশ নাই। আমার জিহ্বা নীরব হইবে, কিন্তু আমার আত্মা পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রের ন্যায় এই মাটির দেহ মাটিতে ফেলিয়া পরব্রহ্মের নিকট গমন করিবে। আমার ক্ষীণ-জ্যোতি জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত মিলিত হইবে। যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে, কিম্বা ধনরত্নের অভিলাষী, আলেকজেণ্ডার তাহাদিগকে ভয় ও প্রলোভন দেখাইতে পারেন। কিন্তু তাহার অসি এবং ধন আমার কিছুই করিতে পারিবেনা। তুমি আলেকজেণ্ডারকে গিয়া বল,—"দন্দমীশ তোমার নিকট আসিতে প্রস্তুত নহে। তোমার কোনও প্রয়োজন থাকিলে, তুমি তাহার নিকট যাইতে পার। আর ইহাও বলিও, জগদীশ্বরের নিকট অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্মের বিচার হইবে। উদ্ধতপ্রকৃতি দুর্ব্বৃত্তদিগকে বিচারের সময় অবশ্যই দুষ্কর্ম্মের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে!"

ওনিসিক্রতাস্ ঋষি-মুখ-শ্রুত সমুদয় কথা আলেকজেণ্ডারকে গিয়া বলিলেন। ঋষি আদেশ অমান্য করিয়াছেন বলিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে আলেকজেণ্ডারের সাহস হইল না। তিনি স্বয়ং পারিষদবর্গসহ দন্দমীশের তপোবনে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। ঋষিকে গ্রীকদেশে লইয়া যাইবার জন্য আলেকজেণ্ডার অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন; কিন্তু ঋষি ঘৃণার সহিত এই স্বার্থময় প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন।

মহাবীর আলেকজেণ্ডার স্বদেশে আর একজন সাধুর নিকটে এইরূপ অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। সেই সাধুর নাম ডায়োজেনিস্। একদা আলেকজেণ্ডার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কি অভাব আছে বলুন, আলেকজেণ্ডার এখনই তাহা পূর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।" কঠোর সাধন-রত ডায়োজেনিস্ তখন কুটীরের প্রান্তভাগে সূর্য্যালোকে-উপবিষ্ট ছিলেন। আলেকজেণ্ডার তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হওয়াতে,আলোকের গতি রোধ হইয়াছিল। ডায়োজেনিস্ কহিলেন,—"তোমার কাছে আমার অন্য প্রার্থনা কিছুই নাই, কেবল ইহাই প্রার্থনা যে, তুমি একটু সরিয়া দাড়াও, আমি নির্ব্বিঘ্নে রৌদ্র উপভোগ করি।"

সমাপ্ত

নবীন সম্রাট্

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক এম, আর, এ, এস

নবীন সম্রাট্।

‘চণ্ডীদাস,’ ‘মুসলমান বৈষ্ণবকবি,’ ‘জ্ঞানদাস,’
‘প্রাচানা স্ত্রীকবি’ এবং ‘বলরামদাস’
প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক এম, আর, এ, এস,
প্রণীত।

কলিকাতা,

২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

১৩০৮।

৪৮নং গ্রেষ্ট্রীট, 'কাইসর' মেশিন যন্ত্রে,
শ্রীবগলাচরণ বড়াল দ্বারা মুদ্রিত ।

BELVEDERE

The 27th April, 1901

DEAR SIR,

In reply to your letter of the 25th April 1901, I am to inform you that His Honor the Lieutenant Governor has no objection to your book entitled "A Short Life of His Gracious Majesty the King-Emperor, Edward the Seventh" in Bengali, being dedicated to him

Yours Faithfully

(Sd) E L HAMMOND I.C.S

Private Secretary.

Babu Ramani Mohan Mallick

Meherpore, *Dist. Nadia*

To

The Honourable

Sir John Woodburn

M.A., I.C.S., K.C.S.I.

The Lieutenant Governor of Bengal

Whose popularity has been unequalled in the annals of Bengal,

Whose desire for doing good is admired by one and all.

This little volume
of the memoir
of

Our New Noble King-Emperor

is most respectfully dedicated by his devoted servant.

RAMANI MOHAN MALLIK

বিজ্ঞাপন।

ভারত চিরদিন রাজভক্ত, সুতরাং প্রজাগণ রাজার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী। কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি নারী, সকলের নিকট রাজার জীবনচরিত সমান আদরের সামগ্রী। শিক্ষিতজন রাজার জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার সদ্‌গুণরাশির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহাদের শিক্ষা তাদৃশ উচ্চ নহে তাঁহারা বা বালকগণ সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকাই সম্ভব। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য এই যে সুকুমারমতি বালকগণ এবং যাঁহাদের শিক্ষা তত বিস্তৃত নহে, তাঁহারা নবীন নরপতির সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার সদ্‌গুণ সমূহের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে রাজভক্তির সঞ্চার হইবে। আমার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আমার শ্রমের সার্থকতা লাভ করিব।

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক।

দেওঘর, বৈদ্যনাথ।
১৩০৮। ২৬ বৈশাখ।

সূচীপত্র।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক এম্, আর, এ, এস,

সম্পাদিত।

১। চণ্ডীদাস—বিস্তৃত জীবনী, টীকা ও সমালোচনা সমেত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৲ টাকা।

২। জ্ঞানদাস—জীবনী ও টীকা সমেত। মূল্য ১৷০ টাকা।

৩। মুসলমান বৈষ্ণবকবি—টীকা সমেত। মূল্য ৵০ আনা।

৪। প্রাচীনা স্ত্রীকবি—জীবনী ও টীকা সমেত মূল্য ৵০ আনা।

৫। বলরামদাস—জীবনী ও টীকা সমেত। মূল্য ১৲ টাকা।

জেলা নদীয়া, মেহেরপুরে সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা ২০৯.নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে মজুমদার লাইব্রেরি এবং ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ।
মজুমদার লাইব্রেরি,
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।



নবীন সম্রাট্।

জন্ম।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শরমণীগণের সদ্‌গুণ রাশিতে ভারত এক কালে গৌববান্বিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া আর এক রমণীরত্ন শুদ্ধ স্বরাজ্যে নহে, ভারতে এবং অন্যত্র তাঁহার অশেষ-সদ্‌গুণ-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছেন। ইনি আর কেহ নহেন—আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া। অব্যাহতরূপে ৬৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময়, তিনি এই মরজগৎ ত্যাগ করিয়া শান্তি-নিকেতনে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র "প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স" ইংলণ্ডের আইনানুসারে তাঁহাব মাতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। মহারাণীর ইচ্ছানুসারে নবীন নরপতি "সপ্তম এডোয়ার্ড" নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

মহারাণীর স্বামী সহ ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডননগরের বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে অবস্থানকালে নবীন নরপতির জন্ম হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১০টা ৪৮ মিনিটে [illegible] ... মহারাণী ... ভূত।

ছিলেন এবং তাঁহার স্বামী "প্রিন্স আলবার্ট" আশঙ্কা ও উদ্বেগে বড়ই ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্যানটারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজক, প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য উদ্ধতন রাজকর্ম্মচারিগণ প্রসবের পূর্ব্বেই রাজপ্রাসাদে সমবেত হইয়াছিলেন। ধাত্রী নবপ্রসূত রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া কক্ষান্তরে সমবেত রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট আগমন করেন। রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ব্রিটিশ সিংহাসনের ভবিষ্য অধিকারীর জন্মসংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

নব রাজকুমারের জন্য ধাত্রীর প্রয়োজন হইলে বহুসংখ্যক গণ্যমান্য-রমণী উক্তপদপ্রার্থিনী হয়েন, কিন্তু প্রাচীনা দাসী ব্রক ঐ পদে নিযুক্তা হইয়া নবরাজকুমারের লালনপালন করেন। ইনি এ জন্য ১০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নব রাজকুমারের বয়স যখন দুই দিন, তখন লর্ড মেয়র তাঁহার কর্ম্মচারিগণের সহিত উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। ঐ দিন বহুসংখ্যক বন্দী কারামুক্ত হয় এবং যে সকল বন্দীর কারাবাসাবস্থায় কোন অপরাধ পাওয়া যায় নাই, তাহাদিগের অবশিষ্ট দণ্ড মার্জ্জনা করা হয়। দীনদরিদ্রকেও বস্ত্র, অর্থ এবং আহার দান করিয়া পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল।

নব রাজকুমার "ডিউক অফ স্যাকসনি", "ডিউক অফ কর্ণোয়াল এবং বথ্‌সে", "আরল অফ ক্যারিক", "ব্যারণ রেণফ্রু", "লর্ড অফ আইলস", এবং "গ্র্যাণ্ড ষ্টিউয়ার্ড অফ স্কটলাণ্ড" প্রভৃতি উপাধিতে পূর্ব্বেই ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন এক মাস তখন তিনি "প্রিন্স অফ ওয়েলস"

এবং "আবল অফ চেস্‌টার" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। "প্রিন্‌স অফ ওয়েলস্‌" উপাধি প্রাপ্তির সময় তাঁহার কটিদেশে কোমরবন্ধ এবং তরবারি, মস্তকে স্বর্ণমুকুট, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী এবং হস্তে স্বর্ণ-রাজদণ্ড শোভা পাইয়াছিল।

ক্রমে তাঁহার নামকরণোৎসবের বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি মঙ্গলবার এই মহোৎসব উইণ্ডসরের সেণ্ট জর্জ্জ চ্যাপলে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। ভজনালয় এবং রাজপথ এতদুপলক্ষে অতীব সুসজ্জিত হইয়াছিল। ক্যান্‌টারবেরি, লণ্ডন, ইয়র্ক প্রভৃতি স্থানের প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ এই উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রুসিয়ার নরপতি, ডিউক এবং ডচেস অফ ক্যামব্রিজ প্রভৃতি উৎসবে যোগদান করেন। প্রচলিতপ্রথানুসারে প্রুসিয়ার নরপতি নবজাত রাজকুমারের ধর্ম্মপিতা হইলেন। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিত রাজকুমারকে ক্যানটারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজকের হস্তে প্রদান করা হইলে, তিনি এবং সমবেত ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাকে "আলবার্ট এডোয়ার্ড" নাম প্রদান করেন। পিতা ও মাতামহের নামের সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত যথাক্রমে "আলবার্ট" ও "এডোয়ার্ড" এই দুই নামাংশ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। রাজ-কুমারকে জর্ডন নদীর আনীত জলে অবগাহিত করা হইয়াছিল। নামকরণোৎসব উপলক্ষে রাত্রিকালে সেণ্ট জর্জ্জ হলে এক বিরাট ভোজ হইয়াছিল। একটি পিষ্টক প্রস্তুত হইয়া-ছিল, উহা অতীব বৃহৎ। এই মহোৎসবে ২০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩,০০০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এরূপ বিপুল অর্থব্যয় হইলে কিরূপ সমারোহ হইয়া থাকে, তাহা সহজেই

অনুমান করা যাইতে পারে। এই উৎসবের চিত্র উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে।

যুবরাজের বয়স যখন এক মাস পঁচিশ দিন, তখন সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পায়। মহারাণীর একটি কক্ষের গবাক্ষ হইতে যুবরাজকে দেখান হয়। সমবেত দর্শকমণ্ডলী ও সৈনিক পুরুষদিগের আনন্দধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ কম্পিত হইয়াছিল।

আগষ্টমাসে জনৈক কাপ্তেন মহারাণীকে একটি ক্ষুদ্র ঘোটক উপহার প্রদান করেন। ঐ ঘোটকটি জাবা দেশ হইতে আনীত এবং ২৭ ইঞ্চমাত্র উচ্চ। উহার বয়স পাঁচ বৎসর হইলেও, এক হাতে উহাকে উত্তোলন করিতে পারা যাইত। মহারাণী এই ক্ষুদ্র ঘোটকটি যুবরাজকে প্রদান করেন। যুবরাজকে পিতামাতা আদর করিয়া 'বার্টি' সম্বোধন করিতেন।

বাল্যাবস্থা।

যুবরাজের বয়ঃক্রম যখন প্রায় আড়াই বৎসর, তখন রুষিয়ার সম্রাট্ নিকোলাসের সম্মানার্থ একটি সৈন্যসম্মিলনী হয়। যুবরাজ উহা দেখিবার জন্য উপস্থিত হন। এই বয়স হইতে তাঁহার পিতা জ্ঞানবিস্তৃতির নিমিত্ত তাঁহাকে পশুশালা, জাহাজ,

ঘোড়ার নাচ ইত্যাদি দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। প্রেমানুরাগ, জ্ঞানানুরাগ এবং ধর্ম্মানুরাগ যাহাতে যুবরাজের হৃদয়ে সমভাবে স্ফুরণ হয় তজ্জন্য তাঁহার পিতা যত্নের কোন প্রকার ত্রুটি করেন নাই।

যখন তাঁহার বয়স ৩ বৎসর তখন তিনি সাগরের নীল জল ও তরঙ্গমালা এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সন্দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনজন পার্ব্বতীয় বামন বাকিংহাম-রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিল। যুবরাজ তাহাদিগকে দেখিয়া এতই অধিক আনন্দিত হন যে, তাঁহার প্রিয় অলঙ্কার সুবর্ণের মালা তাহাদিগকে দিয়া ফেলেন। তাহারা কিন্তু এই বহুমূল্য অলঙ্কার গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সেই সময় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অলঙ্কার লইতে অনুমতি দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার পুত্র এইপ্রকার দয়া নিত্য করুক, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।" বামনসকল তখন নিঃসঙ্কোচচিত্তে অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া বিদায় হইল। আপনার প্রিয়বস্তু অপরকে দান করা বালকের স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য নহে। যুবরাজের হৃদয় যথার্থই সরলতায় ও স্বার্থশূন্যতায় পরিপূর্ণ, তাই তিনি তাঁহার প্রিয় অলঙ্কার দান করিতে কিছুমাত্র ভাবিলেন না। যুবরাজের নিঃস্বার্থ দানশীলতার ইহা একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

যুবরাজ পিতামাতার সহিত অজ্‌বোর্ণ রাজপ্রাসাদ হইতে জার্ষি গমনকালে জাহাজে নাবিকের পরিচ্ছদ পরিধান করেন। জাহাজের নাবিক এবং কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সেই বেশ দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঐ বর্ষে বার্ণার্ড নামক জনৈক শিল্পী যুবরাজের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত হয়েন। যুবরাজ বালবুদ্ধিসুলভ চঞ্চলতায় তাঁহাকে কর্দ্দমসিক্ত করিয়াছিলেন। মহারাণী এই সংবাদ পাইয়া যুবরাজকে তিরস্কার এবং বার্ণার্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত অনুমতি করেন। অধিকাংশ বালকের স্বভাব এই যে, নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়াও সহসা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সম্মত হয় না; কিন্তু যুবরাজ মাতার আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত তদ্দণ্ডে অতিশয় আনন্দ সহকারে নিজ বাহু উত্তোলন করিয়া বার্ণার্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বার্ণার্ড! আমি অন্যায় কাজ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার কর-মর্দ্দন কর। মা আমাকে একটি ছোট গাধা বলিয়াছেন।" এই ঘটনা, যুবরাজের হৃদয় সাধারণ বালক অপেক্ষা কত উচ্চ, তাহা প্রমাণ করিতেছে। মাতার আজ্ঞা পালন করিতে তিনি কত তৎপর, সে পরিচয় ইহাতে বিশেষরূপ পাওয়া যায়।

যুবরাজ যখন 'মিলফোর্ড হাবেন' নামক স্থানে অজ্‌বোর্ণ জাহাজে উঠিতেছিলেন, তখন জনৈক ওয়েলস্‌বাসী জনতার মধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। যুবরাজের সহিত কর-মর্দ্দন করিবার ইচ্ছা তাহার বড়ই প্রবল হইয়াছিল। লোকটি বলিয়া উঠিল, "যুবরাজ! একজন সামান্য ওয়েলস্‌বাসীর সহিত করমর্দ্দন করিতে আপনি কি অপমান বোধ করিবেন?" আত্ম-গরিমা যুবরাজের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই, বরং সরলতা পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজ করিতেছিল, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে তাহার করমর্দ্দন করিলেন। চারিদিকে তখন জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে যুবরাজ পিতামাতার সহিত "ভিক্টোরিয়া-এণ্ড-আলবার্ট" নামক জাহাজে সিলিদ্বীপ দর্শনে গমন করেন। ঐ যাত্রায় তিনি রথ্‌সে উপনীত হইলে রথ্‌সেবাসিগণ ক্ষুদ্র রাজকুমারকে দর্শন করিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ এবং জয়ধ্বনি করিযাছিল। যুবরাজ রথ্‌সের ডিউক, সুতরাং তাঁহার এই সম্মানলাভ হইয়াছিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর যুবরাজ পিতামাতার সমভি-ব্যাহারে স্কটলণ্ড যাত্রা করেন। এই যাত্রায় তিনি কিছুদিনের জন্য ব্যালমোরাল দুর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে তিনি পিতামাতার সহিত আয়র্লণ্ডে গমন করেন এবং "আরল অফ ডবলিন" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ৩০ এ অক্টোবর তারিখে লণ্ডনে কোল একৃসচেঞ্জ উন্মুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু হঠাৎ পানিবসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া স্বয়ং ঐ কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হন। তদনন্তর তিনি স্বামীকে ঐ কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। প্রিন্স আলবার্ট উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে যাইবার সময়ে যুবরাজকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। যুবরাজ এই প্রথম সাধারণের কার্য্যে যোগদান করিলেন।

যুবরাজ তাঁহার অষ্টম বর্ষ বয়সে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। রেভারেণ্ড হেনরি মিলড্রেড বার্চ তাঁহার শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা মে যুবরাজের পিতা হাইডপার্কে একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। নানা দিগ্দেশ হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য আনীত হইয়া প্রদর্শনীর শোভা পরিবর্দ্ধিত

করিয়াছিল। এ রূপ প্রদর্শনী পূর্ব্বে আর হয় নাই। এই প্রদর্শনীর গল্প প্রত্যেক লোকের মুখে শুনা যাইত। অদ্যাবধি ইংলণ্ডের লোক এই প্রদর্শনীর বিষয় মনে করিয়া রাখিয়াছেন। যথার্থই ইহা প্রিন্স আলবার্টের এক অক্ষয়-কীর্ত্তি। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্যের সফলতার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিষেকোৎসব উপলক্ষে যে সমারোহ হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক সমারোহে এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছিল। যুবরাজ তাঁহার মাতার হস্ত ধারণ করিয়া ঐ প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ঐ বর্ষে বার্চ সাহেবের স্থলে ফ্রেডরিক গিবস্ সাহেব যুবরাজের শিক্ষকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। যুবরাজ এই কালের মধ্যে ঘোটকারোহণ, কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়ামে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্যান্য ক্রীড়া করিতেও তিনি ভাল বাসিতেন, কিন্তু ঘোটকারোহণই তাঁহার সমধিক প্রিয় ব্যায়াম ছিল।

রাজোচিত উচ্চপদের গৌরবরক্ষার নিমিত্ত যুবরাজকে সাধারণ বালকগণের সঙ্গে খেলিতে বা মিশিতে অধিকার প্রদান করা হয় নাই; কিন্তু যখনই তিনি সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই সাধারণ বালকগণের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়াছেন। পিষ্টক এবং ফল প্রচুর পরিমাণে বালকদিগকে দান করিয়া তিনি বড়ই আনন্দ পাইতেন। এ সকল সদ্গুণ সাধারণ বালকের মধ্যে অতি বিরল।

বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ হামজ্বরে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলেন। শরীর সুস্থ হইলে তিনি 'উইণ্ডসর' রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন এবং 'চবহাম' শিবিরে প্রতিনিয়ত গমন করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যগণের যুদ্ধকৌশল নিরীক্ষণ করিতেন।

আগষ্টমাসের শেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ডবলিন গমন এবং সেখানে শিল্পপ্রদশনী উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ তাঁহার মাতার সমভিব্যাহারে ডবলিন গমন করিয়াছিলেন।

পররৎসর ইংলণ্ডের সহিত রুষিয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তৎকালে পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভার সভ্যগণ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে সমবেত হইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। যুবরাজ সেই দিন (৩রা এপ্রেল) তাঁহার মাতার সহিত একত্রে প্রথম সিংহাসনে উপবেশন করেন। তদবধি তিনি তাঁহার মাতার সহিত সাধারণ ব্যাপারে প্রায়ই যোগদান করিতেন। মহারাণী যখন স্ফটিকরাজপ্রাসাদ উন্মুক্ত করেন এবং ক্রিমিয়া-প্রত্যাগত আহত সৈনিক পুরুষদিগকে পদক বিতরণ করেন, তখন যুবরাজ তাঁহার মাতার সহিত উপস্থিত ছিলেন। এই সকল ব্যাপারেই যে তিনি দিনক্ষেপণ করিতেন, তাহা নহে, অধ্যয়নবিষয়েও তাঁহার আলস্য বা অমনোযোগ ছিল না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর পিতৃস্বসা ডচেস অফ গ্লসটারের মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধির অনুষ্ঠান-আয়োজনে যুবরাজ যোগদান

করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তিনি কোন সমাধির অয়োজন-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নাই। এই সময়ে মহারাণী হাইডপার্কে ‘ভিক্টোরিয়া ক্রশ’ উপাধি বিতরণ করেন এবং মাঞ্চেষ্টার প্রদর্শনী সন্দর্শনে গমন করেন। যুবরাজ তাঁহার মাতার সঙ্গে থাকিয়া ঐ সকল ক্রিয়ায় মাতার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার পর জেনারেল গ্রে, কর্ণেল পন্‌সন্‌বি, শিক্ষক গিবস, অন্যতম শিক্ষক রেভাবেণ্ড তারবার এবং ডাক্তাব আর-মষ্ট্রং প্রভৃতিব সঙ্গে যুবরাজ জার্ম্মণ এবং সুইজারলণ্ড বাজ্য দর্শনে যাত্রা করেন। অক্টোববমাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া তিনি তাঁহার নিয়মিত পাঠে মনোনিবেশ করেন। অধ্যাপক ফারাডে তাঁহাকে এই সময় বিজ্ঞানশাস্ত্রেব শিক্ষা দেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি যুবরাজের জ্যেষ্ঠা ভগিনীব জর্ম্মণীর সম্রাটের সহিত বিবাহ হয় এবং তদুপলক্ষে ‘বল’নাচ হইয়াছিল। যুবরাজ পূর্ব্বে কখনই নাচ দেখেন নাই, এইবাব প্রথম দেখিলেন। ‘বল’নাচসম্বন্ধীয় জ্ঞান যুবরাজ এইবার লাভ করেন।

যুবরাজ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১লা এপ্রেল উইণ্ডসরের রয়াল চ্যাপেলে কানটারবেবির প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাব পরেই দক্ষিণ আয়র্লণ্ড ভ্রমণ করিয়া পশ্চাতে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হয়েন। এই সময় তিনি পাঠে এত মনোযোগ দেন যে, হোয়াইট-লজেব বহির্ভাগে আসিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যাইত না। তিনি এই সময়ে একবাব অজ্‌বার্ণে গমন করিয়াছিলেন। জুনমাসে তিনি চারবার্গে গিয়াছিলেন। ‘ব্যালমোরেলরাজপ্রাসাদে’ উপনীত হইয়া তিনি

মৃগয়াসুখবিহারে বহির্গত হন এবং তাঁহার বন্দুকের গুলিতে একটি হরিণ আহত হয়। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তিনি মৃগয়া করেন নাই।

তাঁহার সপ্তদশ জন্মতিথিতে যুবরাজ একটি সৈন্যদলের কর্ণেলপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহাকে এই সময়ে "অর্ডার অফ দি গারটার" উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। শিক্ষক গিবস সেইদিন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কর্ণেল ব্রুস যুবরাজের অভিভাবক নিযুক্ত হন। প্রায় এই সময়ে স্পেন-দেশের রাজ্ঞী যুবরাজকে "অর্ডার অফ দি গোলডেন ফ্লিস" উপাধি প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি প্রুশিয়া রাজ্যে গমন করিলে, "অর্ডার অফ দি ব্ল্যাক ঈগল" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে যুবরাজ ইতালিরাজ্য ভ্রমণ করেন এবং প্রত্যাগমনকালে জিব্রলটারে উপনীত হন। স্পেন এবং পর্ত্তুগাল রাজ্যেও তিনি গমন করিয়াছিলেন। জুন মাসে হাইড পার্কে ২০০০০ অবৈতনিক সৈন্যের সম্মিলনী হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া একখানি অনাবৃত শকটে আরোহণ করিয়া ঐ সম্মিলনী সন্দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। যুবরাজ এবং তাঁহার পিতা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঐ সঙ্গে গমন করিয়া মিছিলের শোভা সংবর্দ্ধন করেন।

এই বর্ষে যুবরাজ এডিনবরা নগরে প্রেরিত হন এবং 'হোলিরুড়'রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিয়া পাঠে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করেন। ইতালি, জার্ম্মণি ও ফরাসী দেশীয় ভাষা এবং রসায়ন, আইন ও ইতিহাস প্রভৃতি, বিখ্যাত অধ্যাপকগণের নিকট শিক্ষা

করিতে লাগিলেন। এডিনবরাতে তৎকালে ষোড়শ তীরন্দাজ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। যুবরাজ সেইখানে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন। এইপ্রকারে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করার পর, তিনি কিছুদিনের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিছুদিন বিশ্রামের পব অক্টোবরমাসে যুবরাজ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। হারবার্ট ফিসার সাহেব তখন তাঁহার শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যবরাজ ক্রাইষ্টকলেজে প্রবেশ করেন এবং বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ করায় সুখ্যাতি এবং পুরস্কার লাভ করেন। অনেক বালক অতিরিক্ত পবিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করেন, কিন্তু পরিশেষে দেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাঁহাদেব সুখ ও স্বচ্ছন্দতা চিরদিনের জন্য অন্তহিত হয়। ইহার মূল কারণ, তাঁহারা অধ্যয়নেব নিমিত্ত মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করেন, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল ব্যায়ামের প্রয়োজন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন না। যবরাজ পাঠে বিশেষ মনোযোগ করিয়াও স্বাস্থ্যবক্ষার নিমিত্ত যেরূপ ব্যায়াম আবশ্যক সে বিষয়ে অবহেলা করেন নাই। তিনি ক্রিকেট খেলিতেন এবং নৌকার দাঁড় টানিতেন।

কথিত আছে, একদিন যববাজ ট্রিনিটি হইতে প্রত্যাগত হইবাব সময় পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তিনি নিকটে একটি বৃদ্ধাব পিষ্টকের দোকান দেখিতে পাইয়া সেইখানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। বৃষ্টি কিছুতেই থামিল না তখন তিনি বৃদ্ধাব নিকট হইতে একটি ছাতা চাহিলেন। বৃদ্ধা ঘব হইতে একটি পুবাতন জীর্ণ ছাতা তাঁহাকে দিল। অতি সত্বরে

প্রত্যর্পণ করিবেন স্বীকার করিয়া, তিনি দোকান ত্যাগ করিলেন এবং নিজ আবাসে উপনীত হইয়া তাঁহার জনৈক ভৃত্য দ্বারা ঐ ছাতাটি পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য ছাতাটি ফিরাইয়া দিবার সময় একটি গিনি বৃদ্ধাকে দিল এবং যুবরাজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। প্রথমতঃ যুবরাজের নাম শুনিয়া, তাহার পর ভৃত্যের সাজসজ্জা দেখিয়া, বৃদ্ধা বিস্মিতা হইল এবং বলিয়া উঠিল, "যদি জানিতাম, তিনি যুবরাজ, তাহা হইলে আমি কদাচ এই জীর্ণ ছাতা তাঁহাকে দিতাম না, নিশ্চয়ই আমার রেশমী ছাতাটি তাঁহাকে দিতাম।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই যুবরাজ "ব্যারণ রেণফ্রু" নাম ধারণ করিয়া "হিরো" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। তিনি যে যে স্থানে গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই অত্যন্ত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। মাউণ্ট ভার্ণন নামক স্থানে আমেরিকা রাজ্যের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠাতা ওয়াশিংটনের সমাধিস্থানে তিনি একটি বাদাম বৃক্ষ রোপণ করেন। তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করাই উহার কারণ। ১৫ই নবেম্বর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন। বালকগণের স্বভাব এই যে,তাহারা দেশবিদেশ ভ্রমণ করিতে পাইলে, পাঠে একেবারে মনোনিবেশ করে না, কিন্তু যুবরাজের সে স্বভাব ছিল না। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত দেশভ্রমণ যেমন আবশ্যক, অধ্যয়নও সেইরূপ প্রয়োজনীয়, যুবরাজ ইহা সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কারণে স্বদেশে উপনীত হইয়া আবার অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং কিয়ৎকাল পরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হন। পরবর্ষে তিনি

ক্যাম্‌ব্রিজের ট্রিনিটিকলেজে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব অভ্যাস অনুসারে স্বীয় পাঠে মনোযোগী হন।

ক্যামব্রিজে অবস্থিতি করিবার সময় কলব সাবজেণ্ট হেজেল উড সাহেবের শিক্ষকতায় যুদ্ধবিদ্যায় যুবরাজ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত করাগ-শিবিরে তিনি ষট্‌ত্রিংশ-সৈন্যদলভুক্ত হয়েন। সেপ্টেম্বরমাসে তিনি প্রুসিয়া দেশের যুদ্ধ কৌশল সন্দর্শনের নিমিত্ত জর্ম্মণ রাজ্যে গমন করেন। এই যাত্রা অতীব শুভকর হইয়াছিল, কারণ এই সময়েই তাঁহার সঙ্গে ডেণ মার্কের নরপতির কন্যা আলেকজণ্ড্রার শুভসন্দর্শন সংঘটিত হয়। জর্ম্মণী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের শুভবিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়।

অক্টোবরমাসে তিনি বারিষ্টার হয়েন এবং মিডেল টেম্পলের পুস্তকাগার উন্মুক্ত করেন। পরমাসের প্রথম দিনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "অর্ডার অফ দি ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া" উপাধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যুবরাজকে ঐ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। যুবরাজ যখন প্রত্যাগত হইয়া ক্যামব্রিজে অবস্থান করিতে থাকেন সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেখিতে আইসেন। প্রত্যাগমনকালে প্রিন্স আলবার্ট অসুস্থ হন এবং ক্রমে তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠে। যুবরাজের দ্বিতীয়া ভগিনী আলিস তাঁহাকে অনতিবিলম্বে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য তারযোগে সংবাদ দেন। যুবরাজ ঐ নিদারুণ সংবাদ পাইবামাত্র পিতার নিকট গমন করেন। ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিটের সময় তাঁহার পিতার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি যুবরাজ পুনর্ব্বার "ব্যারণ রেণফ্রু" নাম ধারণ করিয়া পূর্ব্বদেশে যাত্রা করেন। মিশররাজ্য

ভ্রমণ করিয়া তিনি পালেষ্টাইনে উপনীত হন এবং জেরুজেলাম তীর্থ দর্শন করেন। এব্রাহিমের সমাধিমন্দিরও তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। মন্দিররক্ষক তাহাকে বলিয়াছিল "আমাকে বধ না করিয়া কোন নরপতি এ সমাধিমন্দির দর্শনাধিকারী হন নাই। কিন্তু কি বলিব, আপনি ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুতরাং আপনাকে আমাদের কিছুই অদেয় নাই।" প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি রোডস, স্মীর্ণা, মল্টা, কনষ্টাণ্টিনোপল প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। পিতৃবিয়োগের পর এত অল্পকালের মধ্যেই যুবরাজ কেন দেশভ্রমণে যাত্রা করিলেন? কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমোদ প্রমোদই তাঁহার দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, বস্তুতঃ তাহা নহে। তাঁহার মৃত পিতার আজ্ঞা পালনের জন্যই তিনি পালেষ্টাইন প্রভৃতি প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন।

স্বদেশে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া যুবরাজ প্রসিয়া রাজ-প্রাসাদে উপনীত হয়েন এবং ক্রাউন প্রিন্স ও প্রিন্সেস সমভিব্যাহারে পুনরায় ইতালিদেশে গমন করেন।

যুবরাজের বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানার্জ্জন ও ভূয়োদর্শন এমন সুন্দর ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল যে, সৌভাগ্যশালী অল্প ব্যক্তির অদৃষ্টেই তাহা ঘটে। পিতামাতার গুণে সন্তান গুণবান্ হয়। সৌভাগ্য-ক্রমে যুবরাজের অদৃষ্টে যেরূপ পিতামাতা মিলিয়াছিল, তাহাও পৃথিবীতে অতি বিরল। সংসারে যে যে বিদ্যার প্রয়োজন, রাজ্যশাসনের নিমিত্ত যে যে শিক্ষার আবশ্যক, তাহা সমস্তই যুবরাজে পূর্ণভাবে বিরাজমান। এমন কি গোসেবা, গোদোহন, ক্ষীর, নবনীত ইত্যাদি প্রস্তুত করণ, পশুপালন, ভূমিকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ, জলসেচন, ইষ্টক এবং গৃহ নির্ম্মাণ করণ, কাষ্ঠছেদন,

চেয়ার টেবিল ইত্যাদি গঠন প্রভৃতি শিক্ষাকে যুবরাজ উপেক্ষা করেন নাই। প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাকৃতিক তত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্ব তিনি সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়াছেন। সুতরাং বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে রাজকুলে তাঁহার মত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ব্যক্তি আর দ্বিতীয় আছেন কিনা সন্দেহ।

লণ্ডনে "দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" নামক সংবাদপত্রে, যুবরাজের এক প্রাচীন বন্ধু এবং সুলেখক এফ কানলিফ ওউয়েন সাহেব, তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার শিক্ষার কোনপ্রকার অভাব হয় নাই। তিনি বলেন যে, ইংরাজী, জর্ম্মণ এবং ফরাসী ভাষায় এমন কোন উত্তম পুস্তক নাই, যাহা যুবরাজ পাঠ করেন নাই, এবং এমন কোন গ্রন্থ সংবাদপত্রে সমালোচিত হয় নাই, যাহা তিনি মর্লবরো বা সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে বসিয়া পূর্ব্বে আলোচনা করেন নাই। বহুসংখ্যক ফরাসী গ্রন্থকার তাঁহাদের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে যুবরাজের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অত্যন্ত আমোদপ্রিয় বলিয়া খ্যাত। কিন্তু তিনি যে এত অধিক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিয়া এম, গ্যামবেত্তা একদা ক্যানলিফ-ওউয়েন সাহেবের নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ওউয়েন সাহেব যুবরাজের অনুরোধক্রমে অনেক পুস্তক তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেন, ইহাও জানিতে পারা যায়। তাঁহার মতে যুবরাজ যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সংশিক্ষাপ্রাপ্ত যে, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি সিংহাসনে অল্পই অধিরোহণ করিয়াছেন।

পিতৃ বিয়োগ।

যুবরাজের পিতা কামব্রিজ হইতে প্রত্যাগমন কালে অসুস্থ হন। অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি ইটন কলেজের অবৈতনিক সৈন্যগণের সম্মিলনী সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ১ ডিসেম্বর তিনি উপাসনালয়ে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অতিশয় দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও জানু পাতিয়া ছিলেন। ক্রমে তাঁহার বলের হ্রাস হইতে লাগিল এবং তিনি চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। জ্বরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৮ তারিখে তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইল। সেই কক্ষে চতুর্থ উইলিয়ম এবং চতুর্থ জর্জ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। প্রিন্সের ইচ্ছানুসারে সেই কক্ষ মধ্যে একটি পিয়ানোবাদ্য সংস্থাপিত হয়, তাঁহার কন্যা আলিস উক্ত যন্ত্র সাহায্যে স্তোত্র গান করিলে তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়াছিল। অসুস্থ অবস্থায় থাকিয়াও তিনি দুই হাত জোড় করিয়া সর্ব্বদা প্রার্থনাতে নিমগ্ন থাকিতেন। ১১ তারিখে তাঁহার জ্বর আরও প্রবল হইল এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইতে লাগিল। ১৩ তারিখে চিকিৎসকগণ মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে জানাইতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহার স্বামীর ব্যাধি কঠিন হইয়াছে। রীত্যানুসারে প্রিন্সকে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি কিন্তু গবাক্ষের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা জোড় হস্তে বসিয়া থাকিতেন।

ভগিনী আলিস প্রেরিত সংবাদ যুবরাজ ক্যামব্রিজে প্রাপ্ত হইয়া কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া রুগ্ন পিতার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। রুগ্ন পিতার সেবা শুশ্রূষা করিবার বাসনা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই, ২৪ ঘণ্টা মধ্যে অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিটের সময় বিধাতা তাঁহাকে পিতৃসেবা হইতে বঞ্চিত করিলেন। এই দুর্ঘটনায় রাজপরিবার এবং জনসাধারণ সমধিক শোক সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই মহারাণীকে সন্তান সন্ততি সহ অন্য রাজপ্রাসাদে গমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইলে, তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গল কামনায় উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তিনি বিধবার বেশ পরিগ্রহ করিয়া বিনা আড়ম্বরে অসবোর্ণ রাজ-প্রাসাদে গমন করেন। অসবোর্ণ যাইবার কালে ফ্রগমোরে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার নিজের এবং স্বামীর দেহ সমাহিত করিবার স্থান নির্ণয় করেন।

২৩ ডিসেম্বর উইণ্ডসরের সেণ্ট জর্জ চ্যাপেলে প্রিন্স আল-বার্টের সমাধি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। যুবরাজ তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই সময় যুবরাজ এবং তাঁহার ভ্রাতা এতই শোকে অধীর হয়েন যে সমবেত দর্শক মণ্ডলী তাহাতে বিশেষ ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। বাষ্প গদগদকণ্ঠে যুবরাজ তাঁহার ভ্রাতাকে দুই চারিটি কথা বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। সমাধি ক্রিয়ার শেষভাগে কিন্তু যুবরাজ ও তাঁহার ভ্রাতা আরও অস্থির হইয়া মুখ আবৃত করিয়া অতিশয় রোদন করেন। মৃতদেহ সম্বলিত বাক্স কবরের নিম্নদেশে সংস্থাপিত হইলে যুবরাজ অগ্রসর হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করেন

এবং সহিষ্ণুতা ত্যাগ করিয়া পুনরায় মুখ আবৃত করিয়া অত্যন্ত রোদন করিয়াছিলেন। লর্ড চেম্বারলেন তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া গৃহে আনয়ন করেন। যুবরাজের শোক পূর্ণ মাত্রায় উৎপন্ন হইলেও তাঁহার সংশিক্ষার গুণে তাহা তিনি সহ্য করিয়াছিলেন।

বিবাহ এবং পারিবারিক সুখ।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যুবরাজ প্রথম আসন গ্রহণ করেন। ১৯ তারিখে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে তাহার ৪০০০০ পাউণ্ড বার্ষিক ধার্য্য হয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার কর্ণওয়াল সম্পত্তির বার্ষিক আয় ৬০০০০ পাউণ্ড। এই সময়ে রাজকুমারী আলেকজণ্ড্রার সহিত তাঁহার পরিণয় স্থির হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হয় এবং এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জনসাধারণ অতীব আনন্দ প্রকাশ করেন। এই বিবাহ সম্বন্ধ সংঘটিত হয় ইহা যুবরাজের পিতার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল।

ক্রমে শুভ বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। রাজকুমারী আলেকজাণ্ড্রাকে ইংলণ্ডে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত লণ্ডন সহরে ৪০০০০ পাউণ্ড ব্যয় ধার্য্য হইয়াছিল। ৪০০০০ পাউণ্ড আমাদের দেশের ৬০০০০০ টাকা। এত অধিক অর্থ

ব্যয় করিলে সাজসজ্জা এবং সমারোহ কত উচ্চ রকম হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রাজকুমারী ৭ মার্চ গ্রেভসেণ্ডে উপনীত হইলেন এবং অন্যূন ১০০০০ লোক তাঁহাকে অতীব আহ্লাদ সহকারে এবং মহা সমারোহের সহিত সমাদর করেন। প্রত্যেক গৃহ পুষ্প এবং পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। রাত্রিকালে লণ্ডন সহর আলোক মালায় এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ইংলণ্ড, স্কটলাণ্ড এবং ওয়েল্‌সে সেই রজনীতে অনেক প্রকার আতসবাজি পুড়িয়াছিল।

উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে থাকিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার কন্যাগণসহ ভাবী পুত্রবধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং রাজকুমারী তথায় উপনীত হইলে তাঁহাকে মাতার ন্যায় আদর অভ্যর্থনা করেন।

১০ তারিখে সেণ্টজর্জ্জ চ্যাপেলে যুবরাজ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ক্যানটারবেরির প্রধান ধর্ম্মযাজক এই ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী অলঙ্কৃতা হইয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলে দর্শক মণ্ডলী তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া অতীব বিস্মিত হন। এই বিবাহের সময় তাঁহাদের পিতা ইহ জগতে বিদ্যমান নাই ভাবিয়া যুবরাজের ভগিনীগণ অন্তরাল হইতে রোদন করিয়াছিলেন, এই দৃশ্য এক অভিনবরূপ ধারণ করিয়াছিল। বিবাহের পর নবদম্পতি উইণ্ডসর দুর্গে উপনীত হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাদের সমাদরে গ্রহণ করেন।

বিবাহের পর নবদম্পতি স্থানান্তরে [illegible]মন করিয়া কিয়ৎকাল



অতিবাহিত করেন, এই প্রথা ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে। এই প্রথানুসারে তাঁহারা অসবোর্ণ, বাকিংহাম, উইণ্ডসর এবং সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিয়া কালক্রমে ২৮ মার্চ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। বিবাহ উপলক্ষে যুবরাজপত্নী ৩০ লক্ষ টাকার উপঢৌকন নানাদিগ্দেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লণ্ডনবাসীগণ তাঁহাকে দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের হীরার হার অর্পন করিয়াছিলেন।

বিবাহ উপলক্ষে লণ্ডন এবং অন্যান্য প্রধান সহরে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। ১০ তারিখে লণ্ডন সহর দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছিল, উহা দেখিবার জন্য এরূপ লোকের সমাগম হয় যে ৬ জন লোক মনুষ্যের পদতলে পড়িয়া মারা গিয়াছিল। যুবরাজ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত দুঃখিতান্তকরণে লর্ড মেয়রের নিকট এক সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণ করেন। যুবরাজের পাণিগ্রহণ ক্রিয়ার চিত্র উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে অদ্যাপি সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। যুবরাজ যে প্রকার গুণবতী ও রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন সংসারে তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

যুবরাজের সন্তানভাগ্য অতি উত্তম। তিনি ৩ পুত্র এবং ৩ কন্যা লাভ করিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি যুবরাজের প্রথম পুত্র ফ্রগমোর রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। মার্চ মাসের পূর্ব্বে যুবরাজ পত্নীর সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া প্রসবের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আয়োজন কিছুই করা হয় নাই। যাহাহউক ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভাবী অধিকারীর জন্ম হইল বলিয়া সর্ব্বসাধারণ মহা আনন্দ প্রকাশ

করিয়াছিল। ১০ মার্চ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে নবকুমারের নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হয়। তাঁহাকে আলবার্ট ভিক্টর ক্রিস্চান এডোয়ার্ড নাম প্রদান করা হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এতদুপলক্ষে তাঁহার নবজাত পৌত্রকে এক অদ্ভুত উপঢৌকন প্রদান করেন। ইহা নবরাজকুমারের পিতামহ প্রিন্স আলবার্টের রৌপ্য নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি। ইহার নির্ম্মানকৌশল অতীব প্রশংসনীয়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র জর্জ্জ ফ্রেডরিক আরনেষ্ট আলবার্ট (ডিউক অফ ইয়র্ক) জন্ম গ্রহণ করেন। যুবরাজের প্রথম পুত্র আলবার্ট ভিকটরের অকাল মৃত্যু হওয়ায় এক্ষণে দ্বিতীয় পুত্রই ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভাবী অধিকারী।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি যুবরাজের প্রথমা কন্যা লুইস ভিক্টোরিয়া আলেকজণ্ড্রা ডগমার জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই ভিক্টোরিয়া আলেকজণ্ড্রা অলগা মেরি নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। পর বর্ষে যুবরাজের আর এক কন্যা জন্মে, ইহার নাম মড কারনট মেরি ভিকটোরিয়া। তাঁহার শেষ সন্তান ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৬ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরদিন সেটি মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহার নাম ছিল আলেকজণ্ডার জন আলবার্ট।

যুবরাজ এবং রাজকুমারী আলেকজাণ্ড্রা পঞ্চবিংশতি বৎসর কাল দাম্পত্য সুখ উপভোগ করিয়াছেন এই নিমিত্ত ইংলণ্ডের প্রথা অনুসারে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ মার্চ্চ তাঁহাদের পরস্পর রৌপ্য বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে যুবরাজ নানা প্রকার

উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মারলবরো প্রাসাদে এ জন্য একটি বৃহৎ ভোজ দেওয়া হইযাছিল। মহারাণী ভিকটোরিয়া এবং রাজপরিবারভুক্ত সকলেই ঐ ভোজে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ জুলাই তারিখে বাকিংহাম বাজ প্রাসাদের ধর্ম্মমন্দিরে যুবরাজের কন্যা লুইসার সহিত ডিউক অফ ফাইফের শুভ পবিণয় হয়। মহারাণী ভিকটোবিয়া শুভ বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং যুবরাজ স্বয়ং তাঁহার কন্যা সম্প্রদান কবেন। পারিবাবিক সুখের মধ্যে মনুষ্যের ইহা একটি প্রধান সুখ।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যুববাজেব প্রথম পুত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর ভারত এবং ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ কবেন। সর্ব্বত্র তিনি অতিশয় সমারোহের সহিত সমাদৃত হইয়াছিলেন। পব বৎসর তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাজপরিবার এবং প্রজাবৃন্দ শোকে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড আবাব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল এবং যুবরাজের প্রথম পুত্রেব মৃত্যুজনিত শোক সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। জুলাই মাসের ৬ তাবিখে যুববাজেব দ্বিতীয় পুত্র জর্জের সহিত টেকের বাজকুমারী মেব শুভ পরিণয় হইল। সেণ্ট জেমস বাজ প্রাসাদের ধর্ম্মমন্দিরে এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে ডেনমার্কের রাজা ও রাণী, রুসিয়ার রাজকুমার এবং অন্যান্য অনেক মাননীয় ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সম্মানার্থে মহারাণী ভিকটোরিয়ার আদেশানুসারে রয়াল ইতালিয়ান অপেরা রঙ্গালয়ে "রোমিও এণ্ড জুলিয়েট"

অভিনয় হয়। বিবাহের মিছিল যে দিন রাজপথে বহির্গত হয় সে দিন লোকের সমাগম বড়ই অধিক হইয়াছিল। এই উপলক্ষে রাজ্যমধ্যে মহা উৎসব হইয়াছিল। রাজকুমারী মে বড়ই রূপবতী ও গুণবতী। ভবিষ্যতে ইনিই রাজ্ঞী হইবেন। যুবরাজের প্রথম পুত্রের সহিত ইঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ পৌত্রমুখ অবলোকন করেন। ২৩ জুন সাণ্ড্রিংহামে ঐ নবজাত রাজকুমারের নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হয় এবং ইনি প্রিন্স এডোয়ার্ড অফ্‌ইয়র্ক নামে অভিহিত হন। কালে ইনিই ইংলণ্ডের নরপতি হইবেন। নব রাজকুমারের জন্মোপলক্ষে উৎসবের অভাব হয় নাই।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের কন্যা মড কাবলটের সহিত ডেনমার্কের যুবরাজ চার্লসের বিবাহ হয়। বিবাহ হয় ২২ জুলাই কিন্তু বর জুলাইয়ের প্রথম ভাগে ইংলণ্ডে আগমন করেন। বিবাহ উপলক্ষে রাজকুমারী ন্যূনকল্পে ৬০০ উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে যে পিষ্টক প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ওজনে একমন পনের সের এবং উচ্চে চারি ফিট ছয় ইঞ্চ। ২০ জুলাই যুবরাজ রাজপরিবার পরিবৃত হইয়া বরকন্যা সহ "গীসা" অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত ডেলির রঙ্গালয়ে গমন করেন এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁহাদের বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের ধর্ম্মমন্দির শুভ পরিণয় উপলক্ষে অতিশয় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বিবাহের দিন মল নামক সুপ্রসিদ্ধ পথে অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল এবং রাজবর্ত্মে সৈনিক পুরুষগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া-

ছিলেন। বর এবং কন্যা ধর্ম্মমন্দিরে উপনীত হইলে ক্যানটার-বেবির প্রধান ধর্ম্মযাজক দ্বারা উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজ পুরুষ এবং রাজ পরিবারের বহুমূল্য পরিচ্ছদে ধর্ম্মমন্দির এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিবাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে নব পরিণীত দম্পতি যুবরাজের রাজশকটে আরোহণ করিয়া কনষ্টিটিউসন হিল, পিকাডিলি, সেণ্ট জেমস ষ্ট্রীট হইয়া মারলবরো রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। ঐ রাজপথগুলি অতিশয় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। নবদম্পতি দর্শনেচ্ছু লোক সমূহের জনতা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে বহুসংখ্যক মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা রমণীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। ঐ দিন একটি বিপুল ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রিকালে পথ সমূহ আলোকমালায় সুশোভিত হইয়াছিল এবং রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত রাস্তায় জনতা সমভাবে ছিল।

বর্ষের শেষ ভাগে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে যুবরাজের দ্বিতীয় পৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নাম আলবার্ট ফ্রেডরিক আরথার জর্জ।

জীবনাশঙ্কা।

যুবরাজ তাঁহার অষ্টম বর্ষে এক মহা বিপদ হইতে রক্ষা পান। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উইণ্ডসরপার্কে মৃগয়ার নিমিত্ত এক মহৎ আয়োজন হয়। যুবরাজ পিতার সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে গমন করেন। কর্ণেল গ্রের পশ্চাতে যাইবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন একটি পক্ষী বন্দুকের গুলি দ্বারা আহত হইয়া পড়িল। যেমন তিনি ঐ মৃত পক্ষী কুড়াইবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন, লার্ট ক্যানিংয়ের বন্দুকের গুলি তাঁহার শিরোদেশের উপর দিয়া কর্ণেলের মুখে লাগিল। যুবরাজ গুলি দ্বারা আহত হইয়াছেন এই ধারণায় সকলেই আতঙ্কে অস্থির হইয়া পড়িলেন কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাঁহাকে ঐ গুলি আহত করিতে পারিল না।

যুবরাজের বয়স যখন ষোল বৎসর তখন আর একটি বিপদ হইতে তিনি উদ্ধার হয়েন। তিনি কোন এক হ্রদের তীরস্থিত উচ্চ পাহাড়ে আরোহণ করিতে ছিলেন হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া ৭০ হাত নিম্নে গড়াইয়া পতিত হন। তাঁহার দেহ রক্তাক্ত হইয়াছিল মাত্র।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ আমেরিকা ভ্রমণ করেন। নিউইয়র্ক নগরে তাঁহার সম্মানের জন্য এক মহা নৃত্যের আয়োজন হয়। তিন সহস্র নরনারীর নৃত্যের ভরে গৃহের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কেহ প্রাণে নষ্ট হয় নাই।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হেইডেনবার্গ নগরে ভাবী পত্নীর সহিত যুবরাজ সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যে আসনে উপবেশন করেন তাহা ত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই একটি ঝাড় নিপতিত হইয়া উহা চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে অর্থাৎ প্রিন্স জর্জের জন্মের কতিপয় দিবস পরে রাজপ্রাসাদে এক অগ্নিকাণ্ড হয়। উপর হইতে অগ্নি নির্ব্বাপনের চেষ্টা করিবার কালে যুবরাজের পদতলের ছাদ দগ্ধ হইয়া নিপতিত হওয়ায় তিনি স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতির সাহায্যে একটি লোহার কড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়েন। তদনন্তর অন্যান্য লোকে তাহাকে তদবস্থা হইতে উদ্ধার করে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের আর এক জীবনসংশয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। একদিন তিনি বেলজিয়ামের রাণী এবং অশ্বশালার অধ্যক্ষসহ ঘোটকারোহণে লণ্ডন সহরের রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। আর একটি ভদ্রলোক ঘোটকারোহণে বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলেন। তাঁহার ঘোটক এতই প্রবলবেগে আসিতেছিল যে তিনি নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও তাহাকে থামাইতে পারিলেন না। পরে ঐ ঘোটক সজোরে যুবরাজের ঘোটকের উপর আসিয়া পড়ায় যুবরাজের ঘোটক ভূমিশায়ী হইল। এই দুর্ঘটনা এত হঠাৎ সংঘটিত হইল যে পথের লোক সকল ইহাতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ভগবানের কৃপা যুবরাজের প্রতি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে সুতরাং তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পতিত ঘোটকের তলদেশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন এবং পুনরায় ঘোটকারোহণ করিয়া চলিয়া

গেলেন। কোন প্রকার দুর্ঘটনা বা বিষাদের চিহ্ন যুবরাজের বদনে পরিলক্ষিত হইল না।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ পত্নীসহ ইউরোপ ও আফ্রিকা পরিভ্রমণ করেন। প্যারিস নগরে উপনীত হইলে ফরাসী নরপতি তাঁহাদের জন্য এক মৃগয়ার আয়োজন করেন। যুবরাজ অশ্বপৃষ্ঠে বনপথে বিচরণ করিবার কালে একটি হরিণ তাঁহার অশ্বকে শৃঙ্গ আঘাত করিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপতিত করে। যুবরাজ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যান বটে কিন্তু গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন নাই।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে যুবরাজ আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পান। এ প্রকার কঠিন পীড়া আর পূর্ব্বে তাঁহার হয় নাই। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার হাম জ্বর হইয়াছিল বটে কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার জীবনের আশঙ্কা হয় নাই। সে যাত্রায় তিনি অতি শীঘ্র সুস্থতা লাভ করিয়াছিলেন। এবার যুবরাজ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন। রাজ পরিবার এবং জনসাধারণ এজন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ৮ ডিসেম্বর পীড়া ভীষণ ভাব ধারণ করিল এবং যুবরাজের জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। মহারাণী ভিকটোরিয়া এবং রাজপরিবার সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে সমবেত হন। মহারাণীর ইচ্ছানুসারে প্রত্যেক ধর্ম্ম মন্দিরে ১০ তারিখে এবং তৎপরে যুবরাজের স্বাস্থ্য কামনায় উপাসনা হইয়াছিল। ১৪ তারিখের রাত্রি হইতে আশঙ্কাজনক উপসর্গগুলি ক্রমে বিদূরিত হইতে লাগিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ যুবরাজ ধীরে ধীরে সুস্থতা লাভ করিলেন। যুবরাজের অসুস্থতা নিবন্ধন সর্ব্বসাধারণ উৎকণ্ঠা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তজ্জন্য মহারাণী আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া ২২ তারিখে তাহাদিগকে

একখানি হৃদয়গ্রাহী পত্র লেখেন। যুবরাজ রোগমুক্ত হওয়ার ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি সমগ্র সাম্রাজ্যে মহা উৎসব হইয়াছিল। মহারাণীর আদেশ অনুসারে এতদুপলক্ষে ইংলণ্ডের উপাসনা গৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছিল। যখন মহারাণী, যুবরাজ প্রভৃতি সেণ্টপল গির্জ্জায় গমন করেন তখন জনসাধারণ প্রাণ খুলিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছিল। যুবরাজ তাঁহার টুপি খুলিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গির্জ্জায় অনূ্যন ১৩০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং সে দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। মহারাণী তাঁহার দক্ষিণ হস্তে যুববাজেব এবং বাম হস্তে পুত্রবধুর হস্তধারণ কবিয়া গির্জ্জায় প্রবেশ কবেন। সেই রাত্রে লণ্ডন সহর দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। যে সময় যুবরাজ অসুস্থ হন সেই সময় তাঁহার ঘোডাব সহিস ব্ল্যাগও জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্ল্যাগ সুস্থ হইতে পারে নাই। যুবরাজ সুস্থ হইয়া চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসাবে কিছুদিনের জন্য বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যুববাজ প্যালেষ্টাইন তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। একদা তিনি মরুসাগরে স্নান করিতে যান। জলে নামিবা মাত্র তাঁহাব সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া যায় এবং জলের মধ্যেই তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। একজন ভৃত্য তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ জলমগ্ন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি যে নৌকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন হঠাৎ আর একখানি নৌকা তাহার উপর আসিয়া পড়ায় উহা জল নিমগ্ন হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যুবরাজ জগতের প্রসিদ্ধ ধন-কুবের রথচাইল্ডের ভবনে গমন করেন। উপরে উঠিবার সময় তিনি সোপানাবলী হইতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান। তাঁহার মালইচাকি * ঐ জন্য বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় বহুদিন যাবৎ তাঁহাকে বিশেষ কষ্টভোগ কবিতে হইয়াছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেল্‌স নগরের রেলওয়ে ষ্টেসনে আসন্ন মৃত্যু হইতে তিনি রক্ষা পান। সিপিডো নামক জনৈক বালক উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ গুলি তাঁহাকে আঘাত কবিতে পাবে নাই।

শোক।

পিতা মাতাব মৃত্যুজনিত শোক ব্যতীত যুবরাজ ভ্রাতৃশোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দেব ২৮ মার্চ তাঁহার ভ্রাতা "ডিউক অফ আলবাণী" ফবাশী দেশে মানবলীলা সংবরণ করেন। যুবরাজ স্বয়ং গমন করিয়া ভ্রাতার মৃতদেহ ইংলণ্ডে আনয়ন করেন এবং ৫ এপ্রেল তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন

* হাঁটুর সন্ধিস্থলেব উপব যে একখানি চাক্‌তি আছে তাহাকে মালই-চাকি বলে।

করেন। ১৯০০খৃষ্টাব্দের ৩১ জুলাই তাঁহার মধ্যমভ্রাতা "ডিউক অফ এডিনবরার" অকালমৃত্যু ঘটে। যুবরাজ তাঁহার সৎশিক্ষা গুণে শোকভার নীরবে বহন করিয়াছেন।

১৮৭৮খৃষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর তাঁহার ভগিনী আলিস মড মেরি অকালে দেহ ত্যাগ করায় যুবরাজ কম শোক প্রাপ্ত হন নাই। বড় ভগিনীপতি জর্ম্মাণীর সম্রাটের মৃত্যুতে যুবরাজ যে প্রকার শোক সন্তপ্ত হইয়াছিলেন কনিষ্ঠ ভগিনীপতি "প্রিন্স হেনরি অফ ব্যাটেনবার্গের" অকাল মৃত্যুতে ততোধিক শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠা ভগিনীকে বৈধব্যাবস্থায় নিপতিত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। যুবরাজ হেনরি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি "বলণ্ড" নামক জাহাজে পরলোক গমন করেন এবং এই শোক সংবাদ যুবরাজ সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে অবস্থিতি করিবার কালে প্রাপ্ত হয়েন। যে জাহাজে মৃতদেহ আনীত হইয়াছিল তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিবার নিমিত্ত যুবরাজ ট্রিনিটি বন্দরে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রিন্স হেনরির সমাধি ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রথম পুত্র "প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের মৃত্যুতে যুবরাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোক সন্তপ্ত হয়েন। যুবরাজের পত্নী এতই শোকাতুরা হইয়াছিলেন যে তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয়কে সান্ত্বনা প্রদান করিতে তাঁহার অধিক দিনের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রিন্স ইনফ্লুএঞ্জা ও নিউমোনিয়া রোগ ৪ দিন মাত্র ভোগ করিয়া সাণ্ড্রিংহাম রাজপ্রাসাদে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি কলেবর ত্যাগ করেন। এই দুর্ঘটনায় জগতের লোক শোকাকুল হইয়াছিল। রাজপরিবারের শোক অতিশয়

গভীর হইয়াছিল। নানা দিগ্‌দেশ হইতে শোক প্রকাশক পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া যুবরাজ বড়ই করুণার সহিত তাহার উত্তর লিখিয়াছিলেন। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী শোক সন্তপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল গৃহের বহির্ভাগে আগমন করিতে সক্ষম হন নাই। অধিক দিন এ ভাবে অতিবাহিত করা কিন্তু যুবরাজের পক্ষে ঘটে নাই কারণ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ভাবী রাজ্যাধিকাবী বিধায় অনেক প্রকার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া সেই সময় প্রিন্স জর্জ্জকে "ডিউক অফ ইয়র্ক" "আরল অফ ইনভারনেস" এবং "ব্যারণ কিলারণে" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। যুবরাজ তাঁহাকে লর্ড সভায় বসাইলেন। প্রিন্স আলবার্ট ভিকটরের সহিত রাজকুমারী মের বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয় কিন্তু দুঃখেব বিষয় এক মাস মধ্যে প্রিন্সের জীবনলীলা শেষ হয়। প্রিন্স ভারতে আগমন করায় সর্ব্বসাধারণে তাঁহার দর্শন পাইয়া চক্ষুব সার্থকতা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহাব অকাল মৃত্যুতে ভারতবাসী অধিক শোকাকুল হইয়াছিল। কিন্তু যুবরাজ এই সকল শোক বীরের ন্যায় সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার উচ্চ শিক্ষাই এই সহিষ্ণুতার নিদান।

ভারত ভ্রমণ।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১০ অকটোবর যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমনের নিমিত্ত "সেরাপিস" নামক জাহাজে আরোহণ করেন। ঐ জাহাজখানি বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। যুবরাজকে সমাদর করিবার জন্য ভারতের কি ধনী কি নির্ধন সকলে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত অভ্যর্থনার কোন প্রকার ক্রুটী করেন নাই। যুবরাজের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে এই সকল আয়োজন আরব্ধ হইয়াছিল। প্রজাগণের উৎসাহের সীমা ছিল না। প্রায় ৬।৭ মাসকাল যুবরাজ-প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কথা নর নারীগণের মুখে শুনা যায় নাই। রাজভক্তি ভারতের এক ধর্ম্ম সুতরাং ভারতবাসী ভাবী নরপতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে কিছু-মাত্র ক্রুটী করেন নাই। যুবরাজ বোম্বাই, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, বরদা ঢোলপুর, যোধপুর জয়পুর, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করেন। ভারতের মধ্যে দর্শনোপযুক্ত স্থান প্রায় সমুদায় দেখিয়াছেন। যুবরাজের অভ্যর্থনা সর্ব্বত্র পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল। রাস্তা, ঘাট, গৃহ, দোকান এমন কি দরিদ্রের কুটীরও সাজসজ্জায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। রাত্রিকালে গৃহাদি আলোকমালায় সুশো-ভিত হইয়াছিল। নানা প্রকার আতশবাজি পোড়ান হইয়াছিল এবং যুবরাজের আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানাপ্রকার আনন্দ ও

কৌতুক হইয়াছিল। যুবরাজ যে যে স্থানে গমন করিয়াছেন সেই সেই স্থানে কি দরিদ্র কি নরপতি সকলেই তাঁহাকে দর্শনোদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুদূর পল্লীগ্রাম হইতেও কতশত লোক পথঘটিত ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া ভাবী নরপতি দর্শনে চরিতার্থ হইবে আশায় কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। রাজদর্শন ভারতবাসীর পক্ষে মহা পুণ্য সুতরাং তাঁহারা যুবরাজকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন। যুবরাজ যখন কলিকাতায় আগমন করেন তখন কলিকাতাবাসীর উৎসাহের সীমা ছিল না। কলিকাতা বিদেশী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং বাড়ী ভাড়া পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। কলিকাতার বাড়ীর ভাড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। কত ধনী বাটীর অভাববশতঃ কুটীরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আহার্য্য দ্রব্য অতিশয় মহার্ঘ হইয়াছিল।

ভারতের রাজা মহারাজাগণ যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমাদরের নিমিত্ত বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কাশ্মীরাধিপতির ব্যয় সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক হইয়াছিল কারণ তাঁহাকে ১৫ ক্রোশ ব্যাপী একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া যুবরাজকে তাঁহার রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। রাজা মহারাজাগণ যুবরাজকে নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করেন। এই সকল দ্রব্যের মূল্যের সমষ্টি করিলে ৭৫ লক্ষ টাকা হইবে। যুবরাজ প্রায় ৫০০ জন্তু উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি ঐ গুলি লণ্ডনের পশুশালায় অর্পণ করেন। জনৈক

নরপতি যুবরাজকে একখানি রত্নখচিত তরবারি উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন, উহার মূল্য ১৮০০০০ টাকা। ঐ তরবারিতে যে সকল কথা খোদিত হইয়াছিল তাহা অতি বিস্ময়কর। “যুবরাজ ইচ্ছা করিলে ইহার দ্বারা উপহার দাতার গলদেশে আঘাত করিতে পারেন” এই মর্ম্মোদ্যোতক অক্ষর খোদিত হইয়াছিল। যুবরাজ জয়পুর এবং নেপাল রাজ্যে মৃগয়া সুখ উপভোগ করেন। তিনি বরোদা রাজ্যে উপনীত হইয়া একটি বিশাল হস্তী পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। সিংহলে এবং মান্দ্রাজে গমন করিয়া তিনি হস্তী শিকার করেন এবং তাঁহার সম্মানার্থে কলম্বোতে সমুদ্রের তরঙ্গমালা দীপমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজে একটি বন্য হস্তী তিনি বধ করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যুবরাজ স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। ভারত ভ্রমণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্ট মহা সভা ১৫০০০০০ টাকা ধার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতীয় প্রজাগণের রাজভক্তির বিষয় বিজ্ঞাপন করেন। মহারাণী পুত্র মুখে ভারতের রাজভক্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করেন। যুবরাজের স্বদেশ প্রত্যাগমন উপলক্ষে লণ্ডনেও বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল। যুবরাজ ভারতীয় প্রজাগণের রাজভক্তি দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

স্বদেশহিতৈষিতা এবং বিবিধ কার্য্য।

যুবরাজের পিতা কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহার যত্নে লণ্ডনে এক মহতী প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পিতার এই সদ্‌গুণ যুবরাজ পূর্ণভাবে লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির নিমিত্ত যাহাতে প্রদর্শনী ইত্যাদিব সংঘটন হয় তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শুনিতে পাইলেন দক্ষিণ লণ্ডনে কর্ম্মজীবীগণেব যত্নে একটি প্রদশনী সংস্থাপিত হইয়াছে কিন্তু সাধারণের সহানুভূতির অভাবে উহার অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে। তিনি তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না, কোন প্রকার সংবাদ না দিয়া বৃষ্টির মধ্যে আদ্র বস্ত্রে সেই প্রদর্শনীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রদশনীব কর্ত্তৃপক্ষগণ যুবরাজকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। যুবরাজের এই আগমন সংবাদ ক্রমে সহরের মধ্যে যতই প্রচারিত হইতে লাগিল প্রদর্শনীতে লোক সমাগম ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রদর্শনী এজন্য অতীব সমৃদ্ধি সম্পন্না হইয়াছিল।

৯ মে যুবরাজ তাঁহার মাতাব প্রতিনিধি স্বরূপে উপস্থিত হইয়া ডবলিন অন্তর্জাতীয় প্রদশনী উন্মুক্ত করেন। যুবরাজের হৃদয় প্রজার কল্যাণের জন্য কত ব্যগ্র ইহাতে তাহার পরিচয় বিশেষরূপ পাওয়া যাইতেছে।



স্বামীর পরলোক গমনের পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি মহারাণী প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট উন্মুক্ত করেন। প্রত্যেক সভ্য সস্ত্রীক বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় লর্ড মহাসভা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক কর্তৃক উপাসনা কার্য্য সমাধা হইলে যুবরাজ সস্ত্রীক তথায় উপস্থিত হন এবং সমবেত সভ্যগণ ও রাজদূতগণ স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের সমাদর করেন। সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী আসনে যুবরাজপত্নী উপবেশন করেন। নবেম্বর মাসে রুসিয়াধিপতির পুত্রের সহিত ডেনমার্কের রাজকুমারীর বিবাহ হয়। এতদুপলক্ষে যুবরাজ সস্ত্রীক রুসিয়া গমন করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অফ এডিনবরাকে সঙ্গে লইয়া প্যারিসের অন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী দেখিতে গমন করেন। ২০ মে তিনি আলবার্টহলের ভিত্তি স্থাপন উৎসবে যোগদান করেন। কেনসিংটন গোরে এই ভিত্তি স্থাপন উৎসব হয় এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ হলের ভিত্তি স্থাপন করেন। মহারাণী উপস্থিত হইলে যুবরাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং একটি পুষ্পগুচ্ছ তাঁহাকে প্রদান করেন। যুবরাজ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে মহারাণী তাহার সদুত্তর দিয়াছিলেন। প্রিন্স আলবার্ট তাঁহার জীবদ্দশায় কেনসিংটন গোরে বিজ্ঞান ও শিল্প চর্চ্চার উন্নতির নিমিত্ত একটি হল প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, আজ সেই হলের ভিত্তি স্থাপন হইল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ পত্নীসহ আয়রলণ্ডে গমন করেন

এবং "অর্ডার অফ সেণ্ট পেট্রিক" উপাধি দ্বারা ভূষিত হয়েন। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সেই সময়ে এল, এল, ডি উপাধিও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ষের শেষভাগে তিনি সস্ত্রীক ফরাসী, ডেনিস, সুইডিস, জর্ম্মন, অষ্ট্রীয়ান, মিশর এবং তুরস্কদেশ ৬ মাস কাল ভ্রমণ করেন। মিশরের শাসনকর্ত্তা যুবরাজ এবং তাঁহার পত্নীকে অতীব সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যে প্রাসাদে তাঁহারা বাস করেন তাহা অতি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। তাঁহার তথায় রজত পালঙ্কে শয়ন করিতেন, সুবর্ণ পাত্রে ভোজন করিতেন এবং সুবর্ণ আসনে উপবেশন করিতেন। তুরস্কের সুলতানও তাঁহাদের সমাদরের ক্রুটি করেন নাই। তাঁহাদেব পরিচর্য্যার নিমিত্ত দুইশত দাসী এবং দেহ রক্ষার জন্য সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তিনি নিযুক্ত কবিয়াছিলেন। তাঁহারা অবশেষে জাঁকজমক পবিত্যাগ করিয়া একদিন পদব্রজে গোপনে এক হাঁটু ধূলাব মধ্য দিয়া সহরের নানা স্থান দর্শন করেন। সুলতান একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করেন এবং স্বয়ং তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিয়া তাঁহাদের আপ্যায়িত করেন। সুলতান ইতঃপূর্ব্বে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে আব ভোজন করেন নাই। এই বর্ষে যুবরাজ ফ্রিমেসন সম্প্রদায় ভুক্ত হন। নরওয়ের নরপতি তাঁহাকে উক্ত সম্প্রদায়ে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মহারাণী বার্লিংটন গার্ডেনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৃহ উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ সস্ত্রীক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা নিবাসী স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেন সভাস্থলে উপস্থিত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৯ মার্চ মহারাণী ভিক্টোরিয়া, রাজপরিবার, রাজকর্ম্মচারী এবং প্রায় ৮০০০ সমবেত লোকের সমক্ষে রয়াল আলবার্ট হল উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে মহারাণী তাহার উত্তর প্রদান করেন। এই হল নির্ম্মাণ করিতে ২০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। এত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া পূর্ব্বে আর কোন গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই সুতরাং ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার বলিতে হইবে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের যুবরাজ রেলওয়ে বেনেভোলেণ্ট সোসাইটির ভোজে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভিয়ানা প্রদর্শনী দেখিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। এই বর্ষে তিনি "নাইট টেম্পলার অফ সেণ্ট জন" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অফ এডিনবরার বিবাহ উপলক্ষে রুসিয়া গমন করেন। পর বর্ষে তিনি ফ্রি মেসন সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

যুবরাজ নরউইচে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত ৩৫০০০ পাউণ্ড চাঁদা সংগ্রহ করেন। তিনি এই প্রকার কত জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পুনরায় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা উন্মুক্ত করেন। হাউস অফ পিয়ার্স সে দিন যুবরাজ রাজপরিবার এবং পিয়ারগণের উজ্জল বহুমূল্য পরিচ্ছদে এক বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল. মহারাণী গৃহে প্রবেশ করিবা-মাত্র যুবরাজ তাঁহার "রাজআসন" ত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতার হস্ত উত্তোলন করিয়া চুম্বন করেন। ইহাও মাতৃভক্তির পরিচায়ক। ২৪ মার্চ মহারাণী, ভিক্টোরিয়া রাধে রয়াল কলেজ

অফ ফিজিয়ান এণ্ড সার্জ্জনের পরীক্ষা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। যুবরাজ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

৪ মে মহারাণী ভিক্টোরিয়া দক্ষিণ কেনসিংটনে ঔপনিবেশিক এবং ভারতীয় প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ তাঁহাকে রয়াল আলবার্ট হলে অভ্যর্থনা করেন। মহারাণী সিংহাসনে উপবেশন করিলে ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত জাতীয় সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। যুবরাজের ইচ্ছানুসারে রাজকবি একটী কবিতা রচনা করেন এবং মাডাম আলবানি সেইটা গান করেন। মহারাণী গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হন এবং করতালি প্রদান করেন। যুবরাজ তদনন্তর অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। মহারাণী প্রত্যুত্তরে যুবরাজের বিশেষ প্রশংসাবাদ করেন, কারণ তাঁহার উদ্যমে ও কর্তৃত্বে এই প্রদর্শনী সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যুবরাজ স্বদেশের হিতকামনায় কত ব্যগ্র। তাঁহার রুচির পরিচয় ও ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডবাসী হইয়া বিজাতীয় সংস্কৃত ভাষাকে আদর করা তাঁহার সুশিক্ষার ফল তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ বর্ষ রাজত্ব পূর্ণ হয়। ২১ জুন এজন্য জুবিলি উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। মহারাণীর বিস্তৃত রাজ্যের সর্ব্বত্র এই উপলক্ষে মহা আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। যুবরাজ এই উৎসবে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ২ জুলাই জুবিলি উপলক্ষে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে ২৪০০০ অবৈতনিক সৈন্যের সম্মিলনী হইয়াছিল। যুবরাজ তাঁহার সৈন্যদলসহ তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

৪ জুলাই মহারাণী দক্ষিণ কেনসিংটনে ইম্পিবিয়ল ইনষ্টি-টিউটের ভিত্তি স্থাপন করেন। যুববাজ ইহাব বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। মহাবাণী বক্তৃতাব সময় তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দেব ৮ এপ্রেল যুববাজ বার্লিটন গার্ডেনে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাঙ্গনে মহাবাণীব একটি মূর্ত্তি উন্মুক্ত কবেন। জুবিলি উপলক্ষে এই মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিখ্যাত শিল্পি বোহেম সাহেব এই মূর্ত্তি প্রস্তুত কবেন। মাসের শেষ ভাগে তিনি তামস নদীর বাধের উপবিস্থিত ফিজিসিয়ান এবং সার্জ্জনেব রয়াল কলেজে মহারাণীব পূর্ণায়তন এক মূর্ত্তি উন্মুক্ত করেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যুবরাজের প্রথম পুত্র প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর ভারত এবং ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করিতে আসেন। সর্ব্বত্র তিনি অতিশয় সমারোহের সহিত সমাদৃত হওয়ায় যুবরাজ অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতবাসী মহাবাণীব পৌত্রকে যথা-সাধ্য সমাদর করিয়া চিবরাজভক্তির পবিচয় দিযাছেন। দুঃখের বিষয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অধিক দিন তিনি জীবিত ছিলেন না।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ মে মহারাণী কেনসিংটনে ইম্পিরিয়ল ইনষ্টিটিউট মহা সমারোহে উন্মুক্ত করেন। যুবরাজ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে মহারাণী তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান কবেন। যুবরাজের যত্নে এই ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৮ জুন কেনসিংটন গার্ডেনে মহারাণীর প্রতিমা উন্মুক্ত করিবার সময় যুবরাজ সস্ত্রীক মহারাণীব সমভিব্যাহারে গমন কবিয়াছিলেন।

মাতার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া যুবরাজ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রয়াল কলেজ অফ মিউজিক্ গৃহ উন্মুক্ত করেন এই গৃহ নির্ম্মানের সমুদায় ব্যয়ভার লিডস্ নিবাসী স্যামসন ফক্স্ সাহেব বহন করেন। ৪৫০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া ঐ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নূতন একটি শিখর সেতু ১২৫০০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহার উন্মোচনেরও যুবরাজ তাঁহার মাতার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহারাণীর সহিত সম্মিলিত হইয়া তিনি রাজকীয় এবং জন-হিতকর ক্রিয়া ও উৎসবে সর্ব্বদাই যোগদান করিতেন। মহারাণী স্বয়ং যাইতে অক্ষম হইলে অনেক সময়ে যুবরাজকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিতেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে "অর্ডার অফ দি গ্রাণ্ড ক্রশ অফ ভিক্টোরিয়া" উপাধি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বর্ষে যুবরাজ নব উপাধিতে ভূষিত হইলেন। তিনি ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলার পদ গ্রহণ করিয়া মহামতি গ্লাডষ্টোন, লার্ট হারসেন, আরল স্পেন্সার, প্রিন্সেস অফ ওয়েলস প্রভৃতিকে সম্মানসূচক উপাধি বিতরণ করেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষষ্ঠি বৎসর রাজত্ব পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে হীরক জুবিলি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। ভারত হইতে কতিপয় নরপতি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া উক্ত উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন। বৃটিস সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানে আনন্দ এবং উৎসব দৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতে আনন্দের সীমা ছিল না। যুবরাজ জুবিলি উৎসবে কায়মনে যোগ দান করিয়াছিলেন।

যুবরাজের ভৃত্যবৎসলতার এক সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বহুদিন যাবত থারষ্টন নাম্নী এক ধাত্রী এবং গৃহকর্ত্রী রাজসংসারে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যুবরাজ তাঁহার সমাধির সময় পুষ্পরাজি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আতিথ্য সৎকার যুবরাজের আর একটি সদ্‌গুণ। এমন কোন বিখ্যাত ব্যক্তি নাই যিনি যুবরাজের আতিথ্য স্বীকার করেন নাই। সকলেই যুবরাজ এবং তাঁহার ভার্য্যার যত্ন এবং অমায়িকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অকৃত্রিম দয়াগুণের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। একদিন যুবরাজ রাজপথে পদব্রজে বেড়াইতেছিলেন। রাজপথ এত জনাকীর্ণ এবং গাড়ী ঘোড়ায় পরিপূর্ণ যে একটি অন্ধ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও রাস্তার পরপারে যাইতে পারিল না। তিনি ইহা দেখিলেন এবং কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া অন্ধের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে রাস্তা পার করাইয়া দিলেন। পুলিস প্রহরী বা অন্য লোকের দ্বারা এ কার্য্যটি নিষ্পন্ন করাইতে অনায়াসে তিনি পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া স্বয়ং এই কার্য্যটি সম্পাদন করিলেন।

যুবরাজ কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আকর। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে হীরো নামক জাহাজ তুফানে পড়িয়া উপযুক্ত সময় মধ্যে ইংলণ্ডে পহুঁছিতে পারিল না। আহার্য্য দ্রব্যাদি নিঃশেষিত হওয়ায় যুবরাজ সম্পূর্ণ অনভ্যাস সত্বেও স্বীয় পদগৌরবের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া অনায়াসে লোনা মৎস্য এবং মাংস আহার করিয়া দিন যাপন করিয়াছিলেন।

যুবরাজের গুরুভক্তির সুন্দর এক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক বার্চ সাহেব পদত্যাগ করিলে যথার্থই তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। কতকগুলি মূল্যবান উপঢৌকনের সহিত একখানি পত্র তিনি বার্চ সাহেবের বালিসের উপর সংস্থাপন করেন। ঐ পত্রখানি বড়ই ভক্তিপূর্ণ; বার্চ সাহেবের হৃদয় ঐ পত্র পাঠ করিয়া বিগলিত হইয়াছিল।

মাতৃ বিয়োগ।

মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতে মহারাণীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ক্ষুধা এবং শক্তির হ্রাস হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে তিনি অসবোর্ণ রাজপ্রাসাদে গমন করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। রাজপরিবার এজন্য অসবোর্ণে আহুত হন। যুবরাজ তারযোগে তাঁহার মাতার অসুস্থতা সংবাদ জর্ম্মণীর সম্রাটকে জ্ঞাপন করেন। জর্ম্মান্ সম্রাট ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া মাতামহীর রোগ শয্যার পার্শ্বে আগমন করেন। ক্রমে মহারাণীর ক্ষুধা ও শক্তি একেবারে তিরোহিত হইল। মহারাণীর পীড়ার সংবাদ

প্রচারিত হইলে তাঁহার রোগ মুক্তির নিমিত্ত সর্ব্বত্র উপাসনা হইতে লাগিল কিন্তু ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় তাঁহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া শান্তি নিকেতনে গমন করিল।

যুবরাজ লণ্ডনের লর্ড মেয়রকে তৎক্ষণাৎ তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই "তাঁহার প্রিয় মাতৃদেবী মহারাণী ভিক্টোরিয়া সন্তান সন্ততি পরিবেষ্টিত হইয়া সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় স্থিরভাবে ইহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন।" এই ভীষণ শোকাবহ সংবাদ লর্ড মেয়র অত্যন্ত দুঃখের সহিত অনাবৃত মস্তকে সমবেত জনসাধারণকে জ্ঞাপন করেন। ক্ষণকাল মধ্যে ধর্ম্মালয়ের ঘণ্টা নিনাদ করিতে করিতে শোক সংবাদ প্রচার করিতে লাগিল। রঙ্গালয় এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। রাস্তা ঘাট, গৃহ, সমুদায় শোক চিহ্ন ধারণ করিল। ক্রমে এই নিদারুণ সংবাদ জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং অদ্যাপি জগতের লোক মহারাণীর মৃত্যুতে শোকাকুল রহিয়াছে। রাশি রাশি শোক প্রকাশক পত্র এবং তারের সংবাদ পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক স্থান হইতে যুবরাজের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং তিনি সকলকেই তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়া উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

রাজোচিত সম্মানের সহিত মহারাণীর মৃতদেহ আলবার্ট নামক জাহাজে অসবোর্ণ হইতে আনীত হইয়া মহাসমারোহে ২ ফেব্রুয়ারি উইণ্ডসরে সমাহিত হয়। সমাধির সময় জর্ম্মণীর সম্রাট, পর্ত্তুগাল ও বেলজিয়মের নরপতি এবং আরও অনেক রাজকুমার উপস্থিত ছিলেন। স্বামীর সমাধি স্থানের পার্শ্বে

মহারাণীব দেহ সমাহিত হইয়াছে। মহারাণী এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। যুবরাজের (নরপতির) আদেশ অনুসারে ঐ দিন শোকের দিন বলিয়া স্থির হয়। ঐ দিন শুদ্ধ স্বরাজ্যে নহে অন্যান্য জনপদেও শোকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। অনেকানেক স্থানে দোকান পসাব, আপিস ইত্যাদি সে দিন বন্ধ হইয়াছিল। আমোদ প্রমোদ হইতে সকলেই ঐ দিন বিরত হইয়াছিল। কত কত স্থানে মহারাণীর আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত দেবালয়, গীর্জ্জা ও মসজিদে প্রার্থনা হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে সে দিন ময়দানে এক বিরাট সভা হইয়াছিল এবং সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া শোক প্রকাশ কবিয়াছিল। সংবাদ পত্র কৃষ্ণবর্ণেব বেথার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া শোক সংবাদ প্রচাব করিয়াছিল। কলিকাতাব খ্যাত নামা ইংরাজি সংবাদপত্র ষ্টেটসম্যানে মহারাণীর মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হয়। ঐ সংবাদপত্র পাঠ করিবাব নিমিত্ত কলিকাতাবাসী সেদিন উৎসুক হইয়াছিল। অদ্যাপি সকল শ্রেণীর লোক শোক চিহ্ন স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণের ফিতা বাম হস্তে ধারণ কবিতেছেন।

সিংহাসন অধিরোহণ।

মহারাণীর মৃত্যুর পর দিন যুবরাজ লণ্ডনের মারলবরো রাজপ্রাসাদে উপনীত হয়েন এবং দেহরক্ষকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সেণ্ট জেমস রাজপ্রাসাদে গমন করেন। এখানে প্রধান রাজমন্ত্রীগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী লাট সলেসবেরি কর্ত্তৃক যুবরাজ নরপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। অন্যান্য মন্ত্রীগণ শপথ গ্রহণ করিয়া তখন নরপতির হস্ত চুম্বন করিলেন। নবীন নরপতি মন্ত্রীগণ সমক্ষে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম এই যে "তিনি তাঁহার মাতাব ইচ্ছানুসারে এডোয়ার্ড পদবী গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার পিতার সুনামের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। যতদিন তাঁহার দেহে জীবন থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তিনি জন সাধারণের হিতের নিমিত্ত নিযুক্ত থাকিবেন এবং তাঁহার জননীর পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।" বক্তৃতার সময় নরপতি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। এই বক্তৃতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। গেজেটে তৎক্ষণাৎ আবার প্রচারিত হইল যে মহারাণীর পরলোক গমন নিবন্ধন রাজ্যভার ন্যায়মতে তাঁহার উপযুক্ত, উচ্চমনা পুত্র প্রিন্স আলবার্ট এডোয়ার্ডে ন্যস্ত হইল। ১০১ কামান ধ্বনি দ্বারা এই সুসংবাদ কলিকাতা নগরীতে ঘোষিত হইল।

ইউরোপের অন্যান্য নরপতিগণের রাজধানীতে এই সুসংবাদ প্রচারের নিমিত্ত ডিউক অফ এবাবকর্ণ, আরল অফ মাউণ্ট-এজকোম্ব, আবল ক্যারিংটন এবং ফিল্ড মার্স্যাল ভাইকাউণ্ট উলসলিকে নরপতি মনোনীত করিয়াছেন। ইহাঁরা অন্যান্য রাজধানীতে গমন কবিয়া সুসংবাদ প্রচার করিবেন। মহাবাণী ভিকটোবিয়া যখন বাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন কিন্তু এ নিয়ম ছিল না বা তিনি কোন লোক ইউরোপেব অন্যান্য রাজধানীতে প্রেরণ কবেন নাই। মহারাণীর জীবদ্দশায় অন্যান্য রাজন্যগণের রাজ্যভাব গ্রহণ সংবাদ প্রচারেব নিমিত্ত অনেক লোক তাহাব নিকট আগমন করিয়াছিলেন। এই রীতি অতি অল্প দিন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বাজ্যভাব গ্রহণ কবিয়া নবপতি আদেশ প্রচাব কবিলেন যে মহারাণীব মৃত্যুকাল হইতে যে সকল কর্ম্মচাবী যে পদে ব্রতী আছেন তাহারা স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যথারীতি রাজকার্য্য করিতে থাকিবেন। এই দিন হাউস অফ লর্ডস এবং হাউস অফ কমন্স সমবেত হইয়া শপথ গ্রহণ কবিলেন।

মহারাণীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া জর্ম্মনীব যুবরাজ ২৬শে জানুয়ারি অসবোর্ণ রাজপ্রাসাদে আগমন কবেন। ২৮শে তাবিখে নবপতি তাঁহাকে “অর্ডার অফ দি গারটার” উপাধি প্রদান কবিয়া তাঁহাকে সম্মানিত কবেন। এই উৎসবের সময় জর্ম্মনীব সম্রাট এবং ইংলণ্ডের রাজপরিবার উপস্থিত ছিলেন। নরপতি এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা দেন তাহা বড়ই হৃদয়-গ্রাহিনী হইয়াছিল। জর্ম্মনীর সম্রাট মহারাণীর অসুস্থতা সংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র তাঁহাব বোগ শয্যার পার্শ্বে আগমন

করিয়া তাঁহার অন্তিম কাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করায় নরপতি সম্রাটের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ, তাহা তিনি বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২৭শে জানুয়ারী জর্ম্মনীর সম্রাটের জন্মোৎসব তাঁহার "হোহেন জোলারেণ" নামক জাহাজ সম্পন্ন হয়। আমাদের নবীন নরপতি এই উপলক্ষে তাঁহাকে ব্রিটিস সেনানীর ফিল্ড মারসাল পদে বরণ করিয়া তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন।

নরপতি ২৯শে জানুয়ারি অসবোর্ণ হইতে লণ্ডনে দ্বিতীয় বার আগমন করেন। বেলা ৩ ঘটিকার সময় ভিকটোরিয়া ষ্টেসনে উপনীত হইলে ষ্টেশনের বহির্ভাগে সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁহাকে বিশেষ রূপে সমাদৃত করেন।

৩০শে জানুয়ারি প্রাতে মারলবরো রাজপ্রাসাদে রাজকার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত সমবেত মন্ত্রীগণের সহিত নরপতি মন্ত্রণা করেন। তদনন্তর তিনি বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে গমন করিয়া পর্ত্তুগালাধিপতির অভ্যর্থনা করেন। এই দিন জর্ম্মনীর সম্রাট তাঁহার ড্রেগুণ গার্ড রেজিমেণ্টের কর্ণেল-ইন-চিফ পদে নরপতিকে বরণ করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন।

নরপতি ৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের রাজাদিগকে এবং প্রজাবর্গকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। উহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। উহা পাঠ করিলে বুঝা যায় নবীন সম্রাটের রাজত্ব কালে প্রজা পুঞ্জের অশেষ কল্যাণ সংঘটিত হইবে। ঐ পত্রখানি যথার্থই আশাপ্রদ।

নরপতির অভিষেক উৎসব আগামী বর্ষে সম্পন্ন হইবে। মহারাণী ভিকটোরিয়ার অভিষেক উপলক্ষে ৬৯৪২১ পাউণ্ড

১ সিলিং ১০ পেন্স ব্যয় হইয়াছিল এবং মুকুট প্রস্তুত করিবার জন্য ১১২৭৬০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল ঐ মুকুটে ছোট বড় তিন সহস্র খণ্ড বহুমূল্য প্রস্তর ছিল এবং ওজনেও প্রায় দেড় সের। ইহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হইবে অভিষেক উৎসব কত ব্যয়সাধ্য এবং বিরাট ব্যাপার। নরপতির ইচ্ছানুসারে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র (ভাবী নরপতি) সস্ত্রীক জিব্রলটার, সিংহল প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণ করিতেছেন। এই উপলক্ষে পার্লিয়ামেন্ট মহা সভা বিপুল অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন। রাজ-কুমার ও রাজবধূ সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত হইতেছেন এবং বিশেষ প্রীতি লাভ কবিতেছেন। "অফির" নামক যে জাহাজে তাঁহারা ভ্রমণ করিতেছেন তাহা সুপ্রচুব অর্থ ব্যয় করিয়া সুসজ্জিত করা হইয়াছে।

জনক জননীর ধন সম্পত্তিতে পুত্র যেমন অধিকারী হন, তাঁহাদের সদ্গুণ রাশিরও তদ্রূপ অধিকাবী হন। আমাদের নরপতিও পিতামাতার সদ্গুণ রাশি এবং সৌন্দর্য্য পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন। শৈশবাবস্থা হইতে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল এবং সকল প্রকার শিক্ষা তিনি উত্তমরূপে লাভ করিয়াছেন। আইন এবং যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপন্নতা জন্মিয়াছে। নানা প্রকার দিগ্দেশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার বহুদশন লাভ হইয়াছে। নরপতি দয়া, স্নেহ, প্রীতি, সহিষ্ণুতা বদান্যতা, পরদুঃখকাতরতা, পিতৃমাতৃবৎসলতা প্রভৃতি সমুদায় সদ্গুণের আকব। ক্রোধ, লোভ, নির্দ্দয়তা, অশিষ্টাচার, আত্মগরিমা প্রভৃতি দোষ গুলি নরপতিকে স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয় নাই। সুবিস্তৃত রাজ্য শাসনের নিমিত্ত যে সকল

শিক্ষা এবং গুণের প্রয়োজন তাহা তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। রাজকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে অভিজ্ঞতা আবশ্যক তাহাও তিনি স্বীয় জননীর নিকট নিয়ত অবস্থিতি করিয়া পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছেন। নরপতি নবীন হইয়াও প্রবীণ।

ভারতবাসীর ভাগ্যে মহারাণী ভিকটোরিয়াকে দর্শন করা ঘটে নাই তথাপি তাঁহার নামের মহিমা শ্রবণ করিয়াই সকলে তাঁহার প্রতি সমভাবে ভক্তিমান। আমাদের নরপতি ভারতে আগমন করায় ভারতবাসী তাঁহাকে দর্শন করিয়া চক্ষুর সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন সুতরাং ভারতবাসী তাঁহার প্রধান ভক্ত হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি ভারতের অধীশ্বর হইলেন ইহা ভারতের কম সৌভাগ্য নহে। যে সম্রাট স্বচক্ষে ভারত দর্শন করিয়া ভারতের রাজভক্তির পরিচয় স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার হৃদয় উহার মঙ্গল কামনায় পূর্ণ থাকিবে ইহা সকলেরই স্থির বিশ্বাস। আশা করা যায় তাঁহার সুশাসনে প্রজাগণের সুখ শান্তি সম্বর্দ্ধিত হইবে এবং ভগবানের কৃপায় তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুস্থ দেহে অপ্রতিহত প্রভাবে সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতে থাকিবেন। নরপতির সদ্‌গুণ রাশি সকলের শিক্ষার সামগ্রী।

সমাপ্ত।

প্রথম খণ্ড।

আর্য্য-কীর্ত্তি।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত
প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

মৎপ্রণীত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ঢাকা—মোগলটুলী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ পাল মহাশয়ের পুস্তকালয়ে একমাত্র প্রাপ্তব্য।

শ্রীমনোমোহন রায়।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট বিশদ ব্যাখ্যা। (২য় সংস্করণ) শ্রীসীতানাথ পাল প্রণীত (মূল্য ॥০ আট আনা) আমার পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীদ্বারকানাথ পাল।

ঢাকা—মোগলটুলী।
